ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ

বিস্তারিত নোট

t.me/minbar_at_tawheed

ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ

بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

আমাদের জন্য আবশ্যক হলো দ্বীনের মৌলিক ইল্ম অর্জন করা, যেমন: আক্বীদাহ, ইবাদাতের আবশ্যিক বিষয়াবলি, ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ ইত্যাদি। অজ্ঞতার জন্য আমাদের সমাজে অনেক মানুষ ঈমান ভঙ্গের কারণগুলোতে লিপ্ত হয়ে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় অথচ সে ব্যাপারে বেখেয়ালি।
ঈমান ভঙ্গের কারণে সুস্পষ্ট লিপ্ত হলে কেউ আর মুসলিম থাকে না, তার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যায় এবং সে তাওবাহ না করে মারা গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নামী। তাই ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহের উপর এই নোটটি করেছি। আপনারা শেয়ার করুন এবং নিজেরা পড়ুন ইনশাআল্লাহ। কোনো ভুল ভ্রান্তি থাকলে শুধরে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

<u>সূচনা ও নাক্বিদ পরিচিতি:</u>
আমরা সবাই জানি যে, সালাত ইসলামের দ্বিতীয় রুকন এবং সালাত আদায় করা সকল সামর্থ্যবান মুসলিমের উপর ওয়াজিব। এখন সালাত আদায় করার ওজু শর্ত অর্থাৎ সালাত আদায়ের পূর্বে ওজু করতে হবে, যদি এর প্রতিবন্ধকতা থাকে তবে তায়াম্মুম করতে হবে। এখন কোনো মুসলিম যদি ওজু করে অতঃপর সে মূত্র ত্যাগ করে তাহলে তার ওযু ভেঙ্গে যাবে এবং সে অবস্থায় সে সালাত আদায় করতে পারবে না যতক্ষণ না সে পুনরায় বিশুদ্ধ না হচ্ছে। তেমনি, কেউ সালাতে দাড়িয়ে যদি অযথা ই হাসাহাসি করে, কোনো রুকন ইচ্ছা করে ছেড়ে দেয় তাহলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

অনুরূপ কেউ যদি ঈমান আনে অতঃপর কোনো ঈমান ভঙ্গের কারনে লিপ্ত হয় তাহলে সে কুফরে লিপ্ত এবং কুফরে লিপ্ত ব্যক্তির যদি কোনো ওজর অথবা প্রতিবন্ধকতা না থাকে তাহলে সে ধর্মত্যাগী মুরতাদ বলে বিবেচ্য হবে। অর্থাৎ ঈমান আনার পরেও কারো ঈমান ভঙ্গ হতে পারে।

দলীল:
১.আল্লাহ তা'আলা বলেন, "কেউ ঈমান আনার পর আল্লাহর কুফুরী করলে এবং কুফুরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর ক্রোধ এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। তবে এটা তার জন্য নয়, যাকে কুফুরীর জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু তার হৃদয় ঈমানের উপর অবিচল থাকে।"[কুরআন ১৬:১০৬]

[কুরআন ১৬:১০৬] এর তাফসীর:

ক. শাইখ আব্দুর রহমান আস সাদী রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

এখানে আল্লাহ তায়া'লা আমাদেরকে তাদের জঘন্য অবস্থার কথা বলেন যারা ঈমান আনার পরে আল্লাহর প্রতি কাফির হয়ে যায় এবং দৃষ্টিশক্তি থাকার পর অন্ধ হয়ে যায় এবং হিদায়াতের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পথভ্রষ্টতায় পতিত হয় এবং তাদের অন্তরকে কুফরের জন্য উন্মুক্ত করে দেয় এবং এতেই রাজি-খুশি থাকে। মহামহিম আল্লাহর ক্রোধ তাদের উপর পতিত হয়, যার ক্রোধ একবার পতিত হলে তা

আটকানো অসম্ভব এবং যার উপর তার ক্রোধ পতিত হয় তার উপর সমস্ত সৃষ্টি ক্রোধান্বিত থাকে।
"তার জন্য রয়েছে মহা শাস্তি" এর মানে হলো-... শাস্তি অনন্ত এবং চিরস্থায়ী [অর্থাৎ সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী]। [তাফসীর আস সাদী, জুয ১৩-১৫]

খ. ইমাম ইবনু কাসীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেন যে, যারা ঈমান এবং কুফরের জন্যে অন্তরকে উন্মুক্ত রাখে, তাদের উপর আল্লাহর গজব আপতিত হবে। কারণ ঈমানের জ্ঞান লাভ করার পর তা থেকে তারা ফিরে গেছে।আখিরাতে তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।কারণ তারা আখিরাত নষ্ট করে দুনিয়ার প্রেমে পড়ে গেছে এবং ইসলামের উপর ধর্মত্যাগী হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছে, একমাত্র দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণে।তাদের অন্তর হিদায়াত বিমুখ ছিল বলে আল্লাহ তায়া'লার পক্ষ থেকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফিক তারা লাভ করে নি। তাদের অন্তরে মোহর লেগে গেছে, তাই উপকারী কোন কথা তারা বুঝে না। তাদের চোখ ও কান অকেজো হয়ে গেছে। না তারা হক দেখতে পায়, না শুনতে পায়। সুতরাং কোন জিনিসই তাদের কোন উপকার করেনি এবং তারা নিজেদের পরিণাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন।এটা নিশ্চিত যে, তারা নিজেদেরও ক্ষতি করছে এবং পরিবারেরও ক্ষতি করছে। প্রথম আয়াতের মাঝে যাদেরকে স্বতন্ত্র করা হয়েছে অর্থাৎ যাদেরকে জোর-জবরদস্তি করা হয়েছে, অথচ তাদের অন্তরে পূর্ণ ঈমান রয়েছে, তাদের দ্বারা ঐ লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা অসহনীয় নির্যাতনের ফলে বাধ্য হয়ে মৌখিক ভাবে মুশরিকদেরকে সমর্থন করে থাকে কিন্তু তাদের অন্তর তাদেরকে মোটেই সমর্থন করে না। বরং তাদের অন্তরে আল্লাহ ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি পূর্ণ ঈমান থাকে। ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন যে,"এই আয়াতটি আম্মার ইবনু ইয়াসিরের রাদিআল্লাহু আনহু ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়।মুশরিকরা তাকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকে, যে পর্যন্ত না তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করেন। তখন তিনি অত্যন্ত নিরুপায় ও বাধ্য হয়ে তাদেরকে সমর্থন করেন। অতঃপর তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট যেয়ে ওজর পেশ করেন।এ সময় আল্লাহ তায়া'লার এই আয়াতটি[কুরআন ১৬ঃ১০৬] অবতীর্ণ হয়। আশ-শাবী, কাতাদাহ এবং আবু মালিক রাহিমাহুল্লাহ এ কথা ই

বলেন। তাফসীর ইবনু জারীর আত তাবারিতে রয়েছে যে, মুশরিকরা আম্মার ইবনু ইয়াসির রাদিআল্লাহু আনহুকে ধরে ফেলে। অতঃপর তারা তাকে কষ্ট দিতে শুরু করে। শেষ অবধি তিনি তাদের কথাকে সমর্থন করে নেন। তারপর তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে এসে নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, "তোমার অন্তরকে তুমি কিরূপ পাচ্ছ?"
উত্তরে তিনি বলেন,"অন্তর তো ঈমানে পরিপূর্ণ রয়েছে।" তিনি[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তখন বলেন,"তারা যদি তাদের কাজের পুনরাবৃত্তি করে তবে তুমিও তোমার একথার পুনরাবৃত্তি করবে।"[সংক্ষেপিত, তাফসির ইবনু কাসির]

২. মুসাইলামা যখন নিজেকে নবী দাবী করলো তখন সে মুরতাদ হয়ে গেলো ফলে মুসলিমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলো এবং মিথ্যাবাদীকে হত্যা করলো।
এখানেই সুস্পষ্ট যে কেউ ঈমান আনার পরেও কাফির হয়।

৩.যাকাত অস্বীকারকারীদের প্রতি আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু এর যুদ্ধ ঘোষণা আরেকটি সুস্পষ্ট প্রমাণ!

৪.ইকরামা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে জানা যায় যে, আলী ইবনু আবি তালিব রাদিআল্লাহু আনহু ধর্মত্যাগী মুরতাদের বিপক্ষে কঠোর ছিলেন এবং আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিলেন।

এগুলো ছাড়াও আরো বহু দলীল রয়েছে যাতে সুস্পষ্ট যে কেউ দ্বীনে প্রবেশ করার পর পুনরায় কাফির হতে পারে!

⬛ইসলাম[الإسلام] কি?

~ইসলাম শব্দটি আরবি سلم থেকে উদ্ভুত।

~ইসলাম শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণ করা, আনুগত্য করা, বাধ্য থাকা ইত্যাদি।

~আল্লাহ তা'আলা বলেন,"
فَلَمَّآ اَسۡلَمَا وَ تَلَّهٗ لِلۡجَبِيۡنِ (١٠٣)

অতঃপর তারা উভয়ে যখন আত্মসমর্পণ করল এবং সে তাকে[ইসমাঈলকে] কাত করে শুইয়ে দিল।"[কুরআন ৩৭:১০৩]

এখানে ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ করা। এটা থেকে সুস্পষ্ট যে ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ করা।

~ইমাম জাইনউদ্দিন রাযি বলেন,"ইসলাম হলো আত্মসমর্পণ করা এবং অনুগত থাকা।"[মুখতারুস সিহাহ]

~শার'ঈ পরিভাষায় ইসলাম হলো আল্লাহ তা'আলার প্রতি নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করা এবং তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।

⬛প্রত্যেক নবীর প্রতি দেয়া দ্বীন কি ছিলো?

~নিঃসন্দেহে ইসলাম।
~শার'ঈ ইসলাম দুই প্রকার। প্রথম প্রকার হলো আম অর্থাৎ যেটা সকল নবী রাসুলের দাওয়াত ছিলো, যেমন: তাওহীদ, রিসালাত, কিয়ামাহ, আখিরাত ইত্যাদি সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন এবং ভালো কাজ করা, গুণাহ থেকে বেচে থাকা। দ্বিতীয় প্রকার হলো খাস ইসলাম যেটা রাসুলুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে এসেছেন।

~আল্লাহ তা'আলা বলেন,"ইবরাহীম না ইয়াহুদী ছিলো, না খ্রিস্টান। বরং সে ছিলো একনিষ্ঠ মুসলিম।আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না"[কুরআন ০৩:৬৭]

~হাদীসে জিব্রিল থেকে খাস মুসলিমের প্রমাণ পাওয়া যায়।

⬛ইসলামের রুকন কয়টি এবং কি কি?

~৫ টি

১.এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল।

২.সালাত প্রতিষ্ঠা করা

৩.যাকাত আদায় করা

৪.রমাদ্বানে সিয়াম পালন করা

৫.সামর্থ্য অর্জিত হলে বাইতুল্লাহয় হজ্ব পালন করা।

দলীল:
ক.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"ইসলামের স্তম্ভ হলো পাঁচটি। এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল, সালাত প্রতিষ্টা করা, যাকাত আদায় করা, হজ্ব পালন করা এবং রমাদ্বানে সিয়াম পালন করা।"[সহীহ বুখারী]

⬛ইসলাম এবং ঈমানের মধ্যে পার্থক্য কি?

আল্লাহ তা'আলা কুরআনের কিছু স্থানে ইসলাম এবং ঈমানকে আলাদা ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাছাড়া হাদীসে জিব্রিলেও ইসলাম ও ঈমানের পার্থক্য করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন,"বেদুইনরা বললো -'আমরা ঈমান আনলাম।' বলো: তোমরা ঈমান আনো নি। বরং তোমরা বলো,'আমরা আত্মসমর্পণ করলাম'।"[কুরআন ৪৯:১৪]

এক্ষেত্রে আহলুল ইল্মের মত হলো -

~ইসলাম হলো বাহ্যিক আত্মসমর্পণ এবং আমলের সমষ্টি। যেমন: শাহাদাহ, সালাত, সাওম, যাকাত, হাজ্ব ইত্যাদি হলো বাহ্যিক কর্ম।

~ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস, আমল উভয়ের সাথে ই সম্পর্কিত।

~যখন শুধু ইসলাম কিংবা শুধু ঈমান উল্লেখ করা হয় - তখন এর দ্বারা ইসলাম এবং ঈমান উভয়ই উদ্দেশ্য।

~যখন ইসলাম ও ঈমান একসাথে উল্লেখ করা হয় - তখন ইসলাম দ্বারা বাহ্যিক আত্মসমর্পণ উদ্দেশ্য এবং ঈমান দ্বারা অন্তরের মাধ্যমে আনুগত্য ও বিশ্বাস উদ্দেশ্য।

এ ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ এবং শাইখ ইবনু উসাইমিন সুন্দরভাবে ব্যখ্যা করেছেন।

⬛ঈমান কি?

ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং কর্মের সমষ্টি। নেক আমল করলে ঈমান বৃদ্ধি পায়, খারাপ আমলে তা হ্রাস পায়। ঈমান ভঙ্গকারী কোনো কাজে লিপ্ত হলে ঈমান ভেঙ্গে যায়।

১.আল্লাহ তায়া'লা বলেন, "তারা আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্তে একনিষ্ঠভাবে তার [আল্লাহ] ইবাদাত করতে এবং সালাত কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে। এবং এটাই সত্য ধর্ম।" [কুরআন ৯৮:০৫]

২.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ঈমানের সত্তরটির অধিক শাখা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ হলো এই সাক্ষ্য দেয়া যে- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ [আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই] এবং সর্বনিম্ন হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা।"

৩.আল্লাহ তায়া’লা বলেন, "..যারা বিশ্বাস করে, এটি তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে।"[কুরআন ০৯:১২৪]

৪.এবং আল্লাহ তায়া’লা বলেন, "...যেনো তাদের ঈমানের সাথে ঈমান বৃদ্ধি করে নেয়।" [কুরআন ৪৮:০৪]

৫.জুনদুব ইবনু আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,"আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংস্পর্শে ছিলাম। আর আমরা ছিলাম অল্পবয়সী যুবক। তখন আমরা কুরআন শিক্ষার পূর্বে ঈমান শিক্ষা করতাম। এভাবে আমরা আমাদের ঈমান বৃদ্ধি করতাম।"

৬.আল্লাহ তাআলা বলেন, "সেদিন তারা ঈমানের চেয়ে কুফরের অধিক নিকটবর্তী ছিল। আর তারা তাই বলে, যা তাদের অন্তরে নেই।" [কুরআন ০৩:১৬৭]

৭.আবু সাঈদ আল খুদরি রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন মন্দকর্ম হতে দেখে, সে যেনো তার হস্ত দ্বারা তা প্রতিহত করে। আর যদি সে এতে অক্ষম হয় তবে সে যেনো স্বীয় জিহ্বা দ্বারা তা প্রতিহত করে। আর যদি সে এতেও অক্ষম হয় তাহলে সে যেনো তার অন্তর দ্বারা এটাকে প্রতিহত করে।আর এটা হচ্ছে ঈমানের সবচেয়ে দুর্বলতম স্তর।"

⬛তাছাড়া আহলুল ইল্মের বর্ণিত ইজমা এবং মতামত হলো:

১.আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ রাদিআল্লাহু আনহু বলতেন,"হে আল্লাহ! আমাদের ঈমান বৃদ্ধি করুন।"[শারহ উসুল ইতিক্বাদ আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ,ইমাম লালীকা'ঈ]

২.সাইয়্যিদুনা ইবনু আব্বাস, আবু হুরায়রা, আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহুমা বলতেন,"ঈমান বাড়ে এবং কমে।"[শারহ উসুল ইতিক্বাদ আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ,ইমাম লালীকা'ঈ]

৩.ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ বলেন,"আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ বলে: ঈমান হলো কথা ও কাজের সমষ্টি।"[শারহ উসুল ইতিক্বাদ আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ,ইমাম লালীকা'ঈ]

৪.ইমাম হাসান আল বাসরী বলেন,"ঈমান অন্তরে স্থাপিত হয় এবং আমল দ্বারা নিশ্চিত হয়।"[কিতাবুল ঈমান, ইবনু তাইমিয়্যাহ]

৫.ইমাম শাফি'ঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,"সাহাবী, তাবি'ঈ, তাদের পরবর্তীগন ও আমাদের সাথীদের ইজমা রয়েছে যে, ইমান হলো কথা, কাজ ও নিয়্যাত। এই তিনটির কোনো একটি ব্যতীত বাকিগুলো নাজায়েয[বাতিল]।"

তিনি আরো বলেন,"ঈমান হলো কথা ও কাজের সমষ্টি এবং তা বাড়ে ও কমে।"[শারহ উসুল ইতিক্বাদ আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ,ইমাম লালীকা'ঈ]

৬.ইমাম আব্দুর রাযযাক আস-সান'আনী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,"আমি ৬২ জন ইমামের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, যাদের মধ্যে রয়েছেন, ইমাম আওযাঈ, ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরী, ইমাম সুফইয়ান ইবনু উইয়াইনাহ, ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ, ইমাম মালিক ইবনু আনাস এবং অন্যরা যাদের নাম আমি উল্লেখ করছি না, তারা প্রত্যেকেই বলতেন: ঈমান হলো কথা ও কাজের সমন্বয়, ঈমান বাড়ে ও কমে।"

৭.মুহাম্মাদ ইবনু মুযাফফার আল মুক্বরী আমাদেরকে জানিয়েছেন: আল হুসাইন ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাবাশ আল মুক্বরী আমাদেরকে বর্ণনা করেন: ইমাম
আব্দুর রহমান ইবনু আবি হাতিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন: আমি আমার পিতা এবং আবু জুর'আহ কে দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর অবস্থান সম্পর্কে এবং বিভিন্ন শহরের আলিমদেরকে কোন আক্বীদাহর উপর পেয়েছে তা সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা বলেন:

আমরা নিম্নোক্ত শহরের আলিমদেরকে পেয়েছি: হিজাজ, ইরাক, মিশর, শাম এবং ইয়েমেনের! এবং তাদের অবস্থান হলো: ঈমান হলো কথা এবং কাজ, এটা বাড়ে এবং কমে।[আক্বীদাহ রাজিয়্যান]

৮.ইমাম ইবনু আবি দাউদ বলেন,".এবং বলো, সত্য ঈমান হলো কথা, নিয়্যাত এবং আমল ; রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্পষ্ট মতানুসারে।
এটা অবাধ্যতায় কমে এবং অন্য সময় বাধ্যতায় বাড়ে। মীযানের এর গুরুত্ব অধিক হবে।"[আল হাইয়্যাহ]

৯.ইমাম আল মুযানী বলেন," ঈমান হলো বক্তব্য ও আমল এবং এই দুইটিই সমান। এগুলো একে অন্যের সাথে সংযুক্ত এবং আমরা এগুলোর পার্থক্য করিনা।আমল ব্যতীত ঈমান নেই এবং ঈমান ব্যতীত আমল নেই। মুমিনরা ঈমানের ক্ষেত্রে অস্থির থাকে এবং নেক আমল দ্বারা নিজেদের ঈমান বৃদ্ধি করে। কবিরা গুণাহের জন্য তারা ঈমান থেকে বের হয়ে যায় না, কোনো কবীরা গুণাহ কিংবা অবাধ্যতার জন্য তাদেরকে তাদেরকে তাকফীর করা হয়না। ভালো আমল করে এমন কাউকে আমরা নিশ্চিতভাবে জান্নাতী বলতে পারিনা তবে তারা ব্যতীত যাদের জান্নাতে যাবার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলেছেন। এবং আমরা সাক্ষ্য দেইনা যে পাপ করলো সে[নিশ্চিতরূপে] জাহান্নামী হবে।"[শারহুস সুন্নাহ, ইমাম মুযানী]

১০.ইমাম আল হুমায়দী বলেন,"আমাদের মতে সুন্নাহ হলো]ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হলো কথা এবং আমল এবং যা বাড়ে এবং কমে।আমল ব্যতীত কথার কোনো উপকার নেই। নিয়্যাত ব্যতীত আমল এবং কথার কোনো লাভ নেই। সুন্নাহ ব্যতীত কথা, আমল এবং নিয়্যাতের কোনো লাভ নেই।"[উসুলুস সুন্নাহ, আল হুমায়দী]

১১.আমি সুফইয়ানকে বলতে শুনেছি,"ঈমান হলো কথা এবং আমল এবং এটা বাড়ে ও কমে।"
তার ভাই ইবরাহীম ইবনু উয়াইনাহ বলেন,"বলো না যে তা কমে।" সে[সুফইয়ান] রাগান্বিত হয়ে বললো,"চুপ করো ছোট বালক।নিশ্চয়ই এটা হ্রাস পায় যতক্ষণ না এটার কিছুই বাকি থাকছে না।"[উসুলুস সুন্নাহ, আল হুমায়দী]

১২.ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল বলেন,"ঈমান হলো কথা এবং আমল। এটি বাড়ে এবং কমে।"[উসুলুস সুন্নাহ, ইমাম আহমাদ]

১৩.ইমাম আহমাদ ইবনু হারব এবং হুসাইন ইবনু হারবের মতে ঈমান হলো স্বীকারোক্তি এবং আমল।[আক্বীদাতুস সালাফ ওয়া আসহাবুল হাদীস]

১৪.ইমাম আল ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম বলেন,"আমি আল আওযা'ঈ, মালিক, সাঈদ ইবনু আব্দুল আজিককে তাদেরকে ধমক দিতে শুনেছি যারা বলতো - কর্ম ঈমানের অংশ নয়। এবং তারা বলতেন যে, কর্ম[আমল] ব্যতীত কোনো ঈমান নেই।"[আক্বীদাতুস সালাফ ওয়া আসহাবুল হাদীস]

১৫.ইমাম উমার ইবনু হাবীব বলেন,"ঈমান বাড়ে এবং কমে।"[আক্বীদাতুস সালাফ ওয়া আসহাবুল হাদীস]

১৬.ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু সুলাইম ঈমান সম্পর্কে ফুক্বাহাগণকে, ইমাম হিশাম ইবনু হাসসান, ইবনু জুরাইজ, আস সাওরী, মুসান্নাব ইবনুল সাব্বাহ, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আমর, মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম, ফুদ্বাইল ইবনু ইয়াদ্ব, নাফি ইবনু উমার, সুফইয়ান ইবনু উয়াইনাহকে জিজ্ঞেস করলে সবাই ই বলেন, "কথা এবং আমল।"[আক্বীদাতুস সালাফ ওয়া আসহাবুল হাদীস]

১৭.ইমাম আল বারবাহারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "
এই বিশ্বাস রাখা যে ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং বাহ্যিক কর্মের সমষ্টি। এটি বাড়ে এবং কমে। এটি বৃদ্ধি পায় যেমন টা আল্লাহ তায়া'লা ইচ্ছা করেন এবং এতোই হ্রাস পায় এর [ঈমান] অবশিষ্ট থাকে না।"[শারহুস সুন্নাহ]

১৮.ইমাম ইবনু আব্দিল বা'র বলেন,"ফুক্বাহাগণ এবং আহলুল হাদিসেরা এই বিষয়ে একমত যে, ঈমান হলো কথা ও কর্মের সমষ্টি। ভালো নিয়্যাত বাদে আমলের মূল্য নেই। বাধ্যতায় ঈমান বাড়ে এবং অবাধ্যতার ফলে ঈমান হ্রাস পায়।"[আত তামহীদ]

১৯.ইমাম ইবনু কুদামাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"
ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং কর্মে রূপান্তর। বাধ্যতার [আল্লাহর প্রতি] ফলে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং অবাধ্যতার ফলে ঈমান হ্রাস পায়।"[লুম'আতুল ইতিক্বাদ]

২০.ইমাম মালিক ইবনু আনাস রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"ঈমান হলো কথা ও আমল। এটি বাড়ে ও কমে।"[কিতাবুস সুন্নাহ,ইমাম হারব ইবনু ইসমাঈল]

■ ঈমানের রুকন কয়টি?

ঈমানের রুকন ৬টি:

১.আল্লাহর প্রতি ঈমান
২.তার মালাইকাদের প্রতি ঈমান
৩.তার কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান
৪.তার রাসুলগণের প্রতি ঈমান
৫.আখিরাতের প্রতি ঈমান
৬.তাকদীরের ভালোমন্দের প্রতি ঈমান

দলীল:
ক.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ঈমান হচ্ছে- তুমি আল্লাহ,মালাইকা, কিতাবসমূহ, রাসুলগণ, আখিরাত এবং তাকদীরের ভালোমন্দের ব্যাপারে ঈমান রাখবে।" আগন্তুক[জিব্রিল আলাইহিসসালাম] বললেন,"আপনি ঠিকই বলেছেন।"[সহীহ মুসলিম এর একটি হাদিসের অংশ]

খ."এবং সকল মুমিন ঈমান আনে আল্লাহ, মালাইকা, কিতাবসমূহ এবং নবীদের উপর।"[কুরআন ০২:২৮৫]

গ."তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর, যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে না।"[কুরআন ০৯:২৯]

ঘ."বলুন - আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। কিয়ামতের দিন পুনরায় তোমাদেরকে একত্রিত করবেন। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।"[কুরআন ৪৫:২৬]

ঙ."সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে।"[কুরআন ০৪:৭৮]

ঈমান ও তিনভাবে ভঙ্গ হতে পারে। কথা, বিশ্বাস কিংবা কর্মের মাধ্যমে।

নাওয়াক্বিদুল ইসলামকে নাওয়াক্বিদুল ঈমান এবং নাওয়াক্বিদ আত তাওহীদ ও বলা হয়।

■ নাওয়াক্বিদ [النواقض] শব্দটি হলো নাক্বিদ[ناقض] শব্দের বহুবচন**।** নাক্বিদ হলো তা যা ভঙ্গ করে, অথবা ধ্বংস করে অথবা বাতিল করে। অর্থাৎ কোনোকিছু ভঙ্গকারী।

পবিত্র কুরআনের মধ্যে সুরাহ নাহলে আল নাক্বদ শব্দটি এসেছে!

সুরা নাহলের ৯১ তম আয়াতে নাক্বদ শব্দটি ওয়াদা ভঙ্গের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

وَ اَوۡفُوۡا بِعَہۡدِ اللّٰہِ اِذَا عٰہَدۡتُّمۡ وَ لَا تَنۡقُضُوا الۡاَیۡمَانَ بَعۡدَ تَوۡکِیۡدِہَا وَ قَدۡ جَعَلۡتُمُ اللّٰہَ عَلَیۡکُمۡ کَفِیۡلًا ؕ اِنَّ اللّٰہَ یَعۡلَمُ مَا تَفۡعَلُوۡنَ (৯১)
"আর তোমরা যখন অঙ্গীকার করো তখন আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করো। তোমরা পাকাপোক্ত অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করো না এবং প্রকৃত পক্ষে তোমরা নিজেদের জন্য আল্লাহকে জিম্মাদার বানিয়েছো। নিশ্চয় আল্লাহ জানেন, যা তোমরা করো।"[কুরআন ১৬:৯১]

তাছাড়া উক্ত সুরার ৯২ তম আয়াতেও নাক্বদ শব্দটি এসেছে নষ্ট করে দেওয়া অর্থে!

■নাওয়াক্বিদুল ইসলাম [نواقض الإسلام]:

পারিভাষিক অর্থে নাওয়াক্বিদুল ইসলাম হলো ইসলামের বিপরীতে কোনোকিছু করা যা ইসলামকে বিনষ্ট করে।

নাওয়াক্বিদুল ইসলামকে নাওয়াক্বিদুল ঈমান এবং নাওয়াক্বিদ আত তাওহীদ ও বলা হয়।

■ঈমান ভঙ্গের কারণ সমূহ মূলত তিন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত -
~১.শির্ক আল আকবার বা বড় শির্ক[الشرك الأكبر]
~২.কুফর আল আকবার বা বড় কুফর[الكفر الأكبر]
~৩.নিফাক আল ইতিক্বাদী[النفاق الاعتقادي]

প্রধানত, এগুলো হতে পারে বিশ্বাস, কথা কিংবা কর্মের মাধ্যমে।

■আর কেউ ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়ে তিনভাবে লিপ্ত হতে পারে-

■১.আন নাক্বিদ আল ক্বওলী[الناقض الفعلي] বা কথার মাধ্যমে ভঙ্গ হওয়া:

কথার মাধ্যমে কুফরী বিভিন্ন ভাবে হয়।
উদাহরণস্বরূপঃ
১.ভিন্ন মিথ্যা ইলাহের সাক্ষ্য দেয়া
২.আল্লাহ তায়া'লা, তার রাসুল কিংবা দ্বীনের কোনো নিদর্শন নিয়ে ঠাট্টা করা কিংবা অপমান করা
৩.মনে বিশ্বাস রেখে অহংকার বশত অস্বীকার করা
৪.শাহাদাতাইন পাঠ না করা ইত্যাদি।

■ ২.আন নাক্বিদ আল ফি'লি[الناقض الفعلي] বা কর্মের মাধ্যমে ভঙ্গ হওয়া:

কেউ কোনো ফরজ ইবাদাত একেবারে ত্যাগ করলে তবে সে কুফরে লিপ্ত। কারো মতে, সালাত ত্যাগ করা মাত্রই, ত্যাগকারী কাফির। তবে কেউ যদি কোনো মৌলিক ইবাদাত একেবারে না ত্যাগ করে তবে সে কাফির নয়।
কর্মের মাধ্যমে কুফর বিভিন্ন ভাবে হয়! যেমন:
১.মিথ্যা সাব্যস্ত করার মাধ্যমে
২.আল্লাহর আইনের স্থলে মানবরচিত বিধান প্রণয়ন এবং তা দ্বারা শাসন করার মাধ্যমে
৩.গাইরুল্লাহকে সিজদা করা
৪.মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সহায়তা করার মাধ্যমে ইত্যাদি।

■ ৩.আন নাক্বিদ আল ইতিক্বাদী[الناقض الاعتقادي] তথা বিশ্বাসের মাধ্যমে ভঙ্গ হওয়া:

অন্তরের মাধ্যমে অবিশ্বাস বা কুফর:
অন্তরের মাধ্যমে কুফর হলো অন্তরের মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের কোনো মৌলিক বিষয় স্বীকৃতি না দেয়া কিংবা সন্দেহ পোষণ করা এবং বিশ্বাস না করা যদিওবা শুধুমাত্র একটি বিষয়েও হয়।

অন্তরের মাধ্যমে কুফরী আবার কয়েক প্রকার।
সেগুলো হলো:
১.সরাসরি অন্তরে অবিশ্বাস করা
২.উপেক্ষা এবং অবহেলা করা
৩.সন্দেহ-সংশয়জনিত কুফর
৪.ইতিক্বাদী বিষয়ে মুনাফিকি

■ নাওয়াক্বিদুল ইসলাম এর নোট তৈরিতে যেসব বইয়ের সাহায্য নিয়েছি:

~শাইখ হাইসাম সাইফাদ্দিন সহ অন্যান্যদের লেকচার

~কুরআন আল কারীম
~কুতুব আস সিত্তাহ

১.নাওয়াক্বিদুল ইসলাম, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব
২.কিতাবুত তাওহীদ, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব
৩.মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব
৪.শারহ নাওয়াক্বিদুল ইসলাম, শাইখ সুলায়মান আল আলওয়ান
৫.শারহ নাওয়াক্বিদুল ইসলাম,শাইখ আব্দুল আজিজ তারিফী
৬.শারহ নাওয়াক্বিদুল ইসলাম, শাইখ আলী আল খুদাইর
৭.শারহ নাওয়াক্বিদুল ইসলাম, শাইখ হাইসাম সাইফাদ্দিন
৮.শারহ নাওয়াক্বিদুল ইসলাম, শাইখ আর রাজি
৯.শারহ নাওয়াক্বিদুল ইসলাম, শাইখ আব্দুর রউফ শাকির
১০.শারহ নাওয়াক্বিদুল ইসলাম, শাইখ আব্দুর রাযযাক আল বদর
১১.তাফসীর ইবনু কাসীর, ইমাম ইবনু কাসীর
১২.তাফসীর আত তাবারী, ইমাম আত তাবারী
১৩.তাফসীর ইবনু আব্বাস, সাইয়্যিদুনা ইবনু আব্বাস
১৪.তাফসীর আস সাদী, শাইখ আব্দুর রহমান আস সাদী
১৫.তাফসীর আল কুরতুবী, ইমাম আল কুরতুবী
১৬.আহসানুল বায়ান, শাইখ সালাহউদ্দিন ইউসুফ
১৭.তাফসীর ফাতহুল মাজীদ, শাইখ শহীদুল্লাহ খান
১৮.মা'আরিফুল কুরআন, শাইখ মুহাম্মাদ শফী
১৯.শারহ সহীহ মুসলিম, ইমাম নাউয়াউই
২০.লুম'আতুল ইতিক্বাদ, শাইখ ইবনু কুদামাহ
২০.আক্বীদাহ রাজিয়্যান, ইমাম ইবনু আবি হাতিম
২১.শারহুস সুন্নাহ, ইমাম বারবাহারী
২২.দ্যা ক্রীড, শাইখ আব্দুল্লাহ
২৩.আশ শিফা, ইমাম ক্বাদী ইয়াদ্ব
২৪.আস সারিম আল মাসলুল, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ

২৫.হু উইল ডীল উইদ কা'ব ইবনু আশরাফ, শাইখ আব্দুল্লাহ আশ শায়বানী
২৬.ফিক্বহুল জিহাদ, শাইখ আব্দুল্লাহ আশ শায়বানী
২৭.আক্বীদাহ আত তাওহীদ, শাইখ সালিহ আল ফাউজান
২৮.ফাতহুল মাজীদ, শাইখ আব্দুর রহমান ইবনু হাসান
২৯.এক্সপ্লেইনিং শির্ক, শাইখ ইবনু উসাইমিন
৩০.গায়াতুল মুরিদ ফি শারহু কিতাবুত তাওহীদ
৩১.আল্লাহ'স গভার্নেন্স অন আর্থ
৩২.ম্যান মেইড ল'স ভার্সাস শরী'আহ,শাইখ আব্দুর রহমান ইবনু সালিহ
৩৩.রুলিং অন ম্যাজিক, শাইখ ইবনু বায
৩৪.সোর্ড এগেইনস্ট ব্ল্যাক ম্যাজিক এবং ইভিল ম্যাজিসিয়ান, ওয়াহিদ আব্দুস সালাম বালী
৩৫.ফাতাওয়া হাইরিয়্যাহ, শাইখ নাসির আল ফাহদ
৩৫.The Exposition Regarding the Disbelief of the One That Assists the America, শাইখ নাসির আল ফাহদ
৩৭.সাবিলুন নাজাত, শাইখ হামদ ইবনু আতিক
৩৮.কিতাবুল আরশ, ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী
৩৯.ওরা কাফির কেনো, শাইখ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি
৪০.শারহু আক্বীদাহ ত্বহাবিয়্যাহ, ইমাম ইবনু আবিল ইজ্জ আল হানাফী
৪১.উসুলুস সুন্নাহ, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল
৪২.এ ক্রিটিকাল এনালাইসিস অভ মডার্নিস্ট এন্ড হাদিস রিজেক্টর,সাজিদ আব্দুল কাইয়্যুম
৪৪.ইসলাম: পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, শাইখ আমিন আশ শানকীতি
৪৫.ইসলামি জীবনব্যবস্থা, শাইখ তারিকুজ্জামান
৪৬.উসুলুল হাদিস, শাইখ মুহাম্মাদ আমীন আছারী
৪৭.মুফিদ আল মুস্তাফিদ, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব
৪৮.আদ দালাইল
আরো কিছু বই, যেগুলোর নাম মনে আসছে না।

তাছাড়া ইসলামকিউএ সহ বিভিন্ন ওয়েবসাইট ও এপের সাহায্য নিয়েছি।

সবগুলো বই ই হয় বাংলা নয়তো ইংরেজিতে ছিলো।

শাইখুল মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহাব রাহিমাহুল্লাহ ঈমান ভঙ্গের ১০টি কারণ উল্লেখ করেছেন যেগুলো সবচেয়ে বেশি সংঘটিত হয়। এই ১০ টি ছাড়াও আরো ঈমান ভঙ্গের কারণ রয়েছে যেগুলো এই ১০টির সাথে সম্পর্কযুক্ত কিংবা ভিন্ন। আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হলো প্রধান ১০টি নাক্বিদ। অতঃপর আমরা আনুষাঙ্গিক অন্যান্য নাক্বিদগুলো নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন:
জেনে রাখুন, ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয় দশটি–[অনুবাদ ক্রেডিট: দারুল ইলম]

🔵১. আল্লাহর ইবাদতে কোন কিছুকে শরীক করা। আল্লাহ তাআলা বলেন:
[إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ) [النساء: ٤٨(
নিশ্চয় আল্লাহ তার সাথে শরীক করা ক্ষমা করেন না, তা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।"[সূরা আন-নিসা: ৪৮]

আরও বলেন:
إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ ٧٢)(
[[المائدة: ٧٢

"নিশ্চয় কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করে দিয়েছেন এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।"[সূরা আল-মায়িদা: ৭২]

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও উদ্দেশ্যে জবাই করা এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন, কেউ যদি জ্বিনের উদ্দেশ্যে বা কবরের উদ্দেশ্যে জবাই করে।

🔵২. যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার মাঝে অন্যদেরকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে ও তাদের কাছে প্রার্থনা জানায়, তাদের নিকট সুপারিশ কামনা করে এবং তাদের উপর ভরসা করে, সে আলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে কাফির।

🔵৩. মুশরিকদেরকে কাফির বলে বিশ্বাস না করলে, বা তাদের কুফরীতে সন্দেহ পোষণ করলে, অথবা তাদের ধর্মমতকে সঠিক বলে মন্তব্য করলে সে-ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে।

🔵৪.যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনপদ্ধতির চেয়ে অন্য পথ-পদ্ধতিকে পরিপূর্ণ বলে বিশ্বাস করে; কিংবা নবীর বিধানের চেয়ে অন্য কারও বিধানকে উত্তম বলে মনে করে, তবে সে-ব্যক্তি কাফির। যেমন, যদি কোন ব্যক্তি তাঁর আনীত বিধানের উপর তাগুতের বিধানকে অগ্রাধিকার দেয়— তবে সে ব্যক্তি কাফির।

🔵৫. যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনীত কোনো বিধানের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করবে, সে যদি ঐ বিধানের উপর আমল করেও, তবুও সে কাফির।

🔵৬. যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত সামান্য কোনো বিষয়, আল্লাহ প্রদত্ত সওয়াব-প্রতিদান কিংবা তাঁর কোনো শাস্তির বিধানের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, সে ব্যক্তি কাফির হবে।
এর দলীল আল্লাহ তা'আলার বাণী:
قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ٦٥ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ) [التوبة: ٦٥، ٦٦]
"বলুন!তোমরা কি আল্লাহ, তার নিদর্শন ও তার রাসুলকে নিয়ে বিদ্রূপ করছিলে? তোমরা আর অজুহাত পেশ করো না, তোমরা তো ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গেছো।"[সূরা আত-তাওবা: ৬৫-৬৬]

🔵৭.জাদু করা। বিকর্ষণ ও আকর্ষণ করার জন্য তদবির করাও এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে জাদু করবে অথবা জাদু করার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে, সে কাফির হবে।
এর দলীল আল্লাহ তাআলার বাণী:
[وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ) [البقرة: ١٠٢)
"তারা কাউকে [জাদু] শিক্ষা দিত না যতক্ষণ-না এ কথা বলত যে, আমরা পরীক্ষাস্বরূপ; সুতরাং তুমি কুফরী করো না।"[সূরা আল-বাকারাহ: ১০২]

🔵৮. মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য করা।
এর দলীল:
আল্লাহ তা'আলা বলেন,
[وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ] (المائدة: ٥١)
"তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"[সূরা আল-মায়িদাহ: ৫১]

🔵৯. যে ব্যক্তি এ-বিশ্বাস করে যে, খিযিরের পক্ষে যেমনিভাবে মূসা আলাইহিসসালামের শরী'আহর বাইরে থাকা সম্ভব ছিল, তেমনিভাবে কোনো মানুষের জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরী'আহ থেকে বের হয়ে যাওয়ার অনুমতি আছে— তবে সে-ব্যক্তিও কাফির।

🔵১০.আল্লাহ তা'আলার দ্বীন "ইসলাম" কে উপেক্ষা করা বা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা— দ্বীনের জ্ঞান অর্জনও করে না, আর তা অনুযায়ী আমলও করে না [এমন ব্যক্তি কাফির]।

এর দলীল: আল্লাহ তাআলা বলেন,
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ٢٢) [السجدة: (٢٢]
"যে ব্যক্তি তার রবের নিদর্শনাবলি দ্বারা উপদিষ্ট হওয়ার পর তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে আছে? আমরা অবশ্যই অপরাধীদের শাস্তি দিয়ে থাকি।"[সূরা আস সিজদা: ২২]

📙শাইখ আহমাদ মুসা জিব্রিল হাফি: এর উল্লেখিত নাওয়াক্বিদুল ইসলামগুলো হলো-

🔵১.শির্ক- আল্লাহ তায়া'লার সাথে কাউকে শরীক করা। আল্লাহ তায়া'লা বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ সাথে কাউকে শরীক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে

দিয়েছেন।তাই জাহান্নাম ই তার বাসস্থান। আর জালিমের কোনো সাহায্যকারী নেই।"[কুরআন ০৫:৭২]

মৃতকে ডাকা, তাদের নিকট কোনোকিছু চাওয়া, নজরানা দেয়া অথবা তাদের নামে কোনোকিছু উৎসর্গ করা - সব ই শির্ক।

🔵২.আল্লাহ এবং নিজের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী স্থাপন, তাদের নিকট দু'আ করা এবং শাফায়াত কামনা করা। আর তাদের উপর ভরসা করা হচ্ছে কুফর।

🔵৩.যে ব্যক্তি মুশরিকদের কাফির মনে করে না, কিংবা তাদের বিশ্বাস যে কুফর, এ নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে অথবা তাদের মতবাদকে সঠিক মনে করে, সে কাফির।

🔵৪.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হিদায়াত এবং তার আনীত জীবনবিধানের চাইতে অন্য কোনো দর্শন, মতবাদ, জীবনবিধানকে কেউ যদি উত্তম মনে করে- যদি একটি সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ও মনে করে তাহলে সে ব্যক্তি কাফির। এগুলো তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনীত বিধান থেকে তাগুতের বিধানকে উত্তম মনে করে। এগুলোর কিছু উদাহরণ:

ক.ইসলামি শরীয়াহর পরিবর্তে মানবরচিত আইন, সংবিধান ও ব্যবস্থাকে উত্তম বলে মনে করা। যেমন:

■একবিংশ শতাব্দীতে ইসলামিক বিধান উপযোগী নয়।

■ইসলামের কারণেই মুসলিমরা পিছিয়ে আছে।

■ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ এবং বান্দার মধেয বযকিতগত সম্র্পক মাত্র, জীবনের অন্যক্ষেত্রে ইসলাম টেনে আনা অযৌক্তিক।

খ.এই কথা বলা যে,আল্লাহ তায়া'লা কতৃক নির্ধারিত শাস্তির প্রয়োগ যেমন: চোরের হাত কাটা, ব্যভিচারীকে পাথর মারা - বর্তমান যুগে অচল, মানানসই নয়।

গ.এই বিশ্বাস রাখা যে, লেনদেন কিংবা অন্যান্য ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়া'লা যে বিধান নাজিল করেছেন তার বিপরীতে বিধান তৈরি করা যাবে।হয়তো বিচার প্রণেতা

নিজের প্রণীত বিধান কে আল্লাহর বিধান থেকে অনুত্তম মনে করবে কিন্তু আল্লাহ তায়া'লা যা হারাম করেছেন যেমন: মদ, জিনা, সুদ - তা হালাল করার মাধ্যমে এই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে তার প্রণীত বিধান ই উত্তম। মুসলিম উম্মাহ একমত যে, যে এসব হারাম কে হালাল সাব্যস্ত করবে সে কাফির।

🔵৫.রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা হালাল করেছেন তার কোনো অংশ যদি কেউ ঘৃণা করে তাহলে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে যদিওবা সে ওই হালালের উপর আমল করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেন, "এটি এ জন্য যে,আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, তারা তা অপছন্দ করে। এজন্যই আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন।"[কুরআন ৪৭:০৯]

🔵৬.কেউ যদি ইসলামের কোনো বিধান, ইসলামের কোনো শাস্তি কিংবা পুরষ্কারের বিষয় নিয়ে হাসি তামাশা করে, তবে সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেন, " আপনি বলুনঃ'তোমরা কি আল্লাহ, আল্লাহর আয়াত এবং তার রাসুলকে নিয়ে ঠাট্টা করেছিলে?' ছলনা করো না, তোমরা ঈমান আনার পরেও কাফির হয়ে গেছো।"[কুরআন ০৯:৬৫-৬৬]

🔵৭.জাদু করা, যেমন জাদুটোনার মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসায় ফাটল ধরানো এবং জাদুর মাধ্যমে এমন কাজ করতে কাউকে প্রলুব্ধ করা যা করতে সে অপছন্দ করে। যদি এমন কাজে লিপ্ত হয় অথবা এতে সন্তুষ্ট থাকে তাহলে সে ইসলামের গণ্ডির বাইরে চলে যায়।....

🔵৮.মুসলিমদের বিপক্ষে মুশরিকদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করা। আল্লাহ তায়া'লা বলেন, "তোমাদের কেউ তাদের সাথে বন্ধুত্ব করলে, সে তাদেরই দলভুক্ত হবে। আল্লাহ কখনো জালিমদের হিদায়াত করেন না।" [কুরআন ০৫:৫১]

🔵৯.কাউকে শরীয়তে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উর্ধ্বে মনে করা।কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে ইসলামি শরীয়াহর উর্ধ্বে মনে করে তাহলে সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়। আল্লাহ তায়া'লা বলেন,"যে লোক ইসলাম ব্যতীত অন্য দ্বীন তালাশ করবে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না।..।"[কুরআন ০৩:৮৫]

🔵১০.আল্লাহ তায়া'লার দ্বীন থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ থাকা। না দ্বীন শিক্ষা করা, না আমল করা। আল্লাহ তায়া'লা বলেন, "তার চেয়ে বড় জালিম আর কে আছে, যাকে তার রবের নিদর্শনসমূহ স্মরণ করিয়ে দেবার পর ও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? অপরাধীদের আমি অবশ্যই শাস্তি দিবো।"[কুরআন ৩২:২২]

ঈমান ভঙ্গের প্রথম কারণ:

শির্ক [পর্ব:০১]

সকল প্রশংসা জগতসমূহের একমাত্র প্রতিপালক আল্লাহ তায়া'লার জন্য। আজ আমরা শির্ক নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

🔲শির্ক পরিচিতি:

শির্ক (شرك) একটি আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো অংশীদার কিংবা সমকক্ষ স্থাপন করা। ইসলামি পরিভাষায় শির্ক হলো আল্লাহ তায়া'লার কোনো অংশীদার কিংবা শরীক সাব্যস্ত করা, হোক তা আল্লাহর রুবুবিয়্যাহ, উলুহিয়্যাহ কিংবা আসমা ওয়া সিফাতে!
যে শির্কে লিপ্ত হয় সে মুশরিক এবং প্রত্যেক মুশরিক ই কাফির।

🔲শির্কের শাস্তি এবং ভয়াবহতা:

শির্ক হলো সবচেয়ে বড় পাপ এবং জুলুম। আল্লাহ তায়া'লা চাইলে শির্ক ব্যতীত সমস্ত গুণাহ ক্ষমা করবেন, কিন্তু তাওবাহ ব্যতীত শির্কের গুণাহ ক্ষমা করবেন না। কেউ যদি শির্ক করে এবং তাওবাহ না করেই মৃত্যুবরণ করে তবে তার চিরস্থায়ী আবাসস্থল হলো জাহান্নাম।

দলীল:
১."নিশ্চয়ই আল্লাহর সাথে শরীক করা চরম জুলুম।"[কুরআন ৩১:১৩]

২."নিশ্চয়ই আল্লাহ শরীক করার পাপ ক্ষমা করেন না।..।"[কুরআন ০৪:৪৮]

৩."নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। আর জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।"[কুরআন ০৫:৭২]

৪."যদি তারা শির্ক করত, তবে তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল হয়ে যেতো।"[কুরআন ০৬:৮৮]

৫.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুণাহের খবর দিবো না?" তারা বললেন, "জ্বি, অবশ্যই ইয়া রাসুলুল্লাহ।" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন," আল্লাহর সাথে শির্ক করা এবং পিতামাতার অবাধ্য হওয়া।"[সহীহ বুখারী]

🔲শির্কের প্রকারভেদ:
অনেক ওলামা শির্ককে অনেকভাবে ভাগ করেছেন। কেউ বলেছেন স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট শির্ক, কেউ বলেছেন বড় এবং ছোট শির্ক, কেউ বলেছেন ছোট শির্ক এবং বড় শির্ক এবং অস্পষ্ট শির্ক! আবার কেউ উলুহিয়্যাহ, রুবুবিয়্যাহ এবং আসমা ওয়া সিফাতের ক্ষেত্রে শির্ক উল্লেখ করেছেন।

নিচে কিছু পয়েন্ট নিয়ে সংক্ষিপ্ত বলা হলো:-
■১.বড় র্শিক:
এ ধরনের শির্ক কাউকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

■২.ছোট র্শিক:
এ ধরনের শির্ক কাউকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না, তবে বড় শির্কের দিকে ধাবিত করে। যেমন: গাইরুল্লাহর নামে শপথ করা, রিয়া ইত্যাদি।

■৩.আল্লাহর রুবুবিয়যাহ তে র্শিক:
অর্থাৎ আল্লাহ তায়া'লার রুবুবিয়্যাহ তে অংশীদার স্থাপন অর্থাৎ আল্লাহ তায়া'লা ব্যতীত অন্যকে রিজিকদাতা, জীবনদাতা ইত্যাদি সাব্যস্তকরণ। এটা বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

■৪.আল্লাহর উলুহিয়্যাহতে র্শিক:
অর্থাৎ ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর অংশীদার স্থাপন। এটাই মূলত প্রধান শির্ক। এটাও বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

■৫.আল্লাহর আসমা ওয়া সিফাতে র্শিক:
অর্থাৎ আল্লাহ তায়া'লার আসমা এবং সিফাতের অংশীদার স্থাপন করা। যেমন: আল্লাহ তায়া'লা কে সৃষ্টির সাথে তুলনাকরণ ইত্যাদি।

শেষোক্ত তিনটি ই মূলত বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

পরবর্তীতে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

সামারী–
~শির্ক মূলত ২ প্রকার। সেগুলো হলো বড় শির্ক এবং ছোট শির্ক।

~প্রকাশের দিকে দিয়ে শির্ক দুই প্রকার। স্পষ্ট শির্ক এবং অস্পষ্ট শির্ক।

~শির্ক আবার তিনভাবে হয়। আল্লাহ তা'আলার রুবুবিয়্যাহ কিংবা উলুহিয়্যাহ কিংবা আসমা ওয়া সিফাতের সাথে। অনেকে তাওহীদের চতুর্থ প্রকার হাকিমিয়্যাহ বলে থাকেন এবং আমি সেটা আলাদাভাবে উল্লেখ করিনি কারণ সেটা উলুহিয়্যাহ ও রুবুবিয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত।

৩.প্রশ্ন: বড় শির্ক এবং ছোট শির্কের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর:
১.বড় শির্ক করলে কেউ ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় কিন্তু ছোট শির্ক করলে কেউ ইসলাম থেকে বের হয় না।

২.বড় শির্ক করে কেউ মুশরিক অবস্থায় মারা গেলে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে কিন্তু ছোট শির্কের গুণাহ আল্লাহ চাইলে ক্ষমা করবেন কিন্তু চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী বানাবেন না।

৩.বড় শির্ক সব আমল কে নষ্ট করে দেয় কিন্তু ছোট শির্ক তা করে না।

৪.বড় শির্কে লিপ্ত মুশরিককে তাকফির করা হলে তার রক্ত এবং সম্পদ হালাল হয়ে যায়। কিন্তু ছোট শির্কের জন্য কেউ কাফির হয় না।

আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

🔲তাওহীদ আর রুবুবিয়্যাহ তে শির্ক:

পথমত আমরা আলোচনা করবো তাওহীদ আর রুবুবিয়্যাহ সম্পর্কে।

🔴তাওহীদ আর রুবুবিয়্যাহ:
তাওহীদ আর রুবুবিয়্যাহ হলো যাবতীয় কাজকর্মের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়া'লা কে এক এবং একক বলে বিশ্বাস করা এবং স্বীকৃতি দেয়া। মূলত তাওহীদ আর রুবুবিয়্যাহ হলো সৃষ্টি,রাজত্ব, প্রতিপালন এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়া'লা কে এক এবং একক বলে বিশ্বাস করা এবং স্বীকৃতি দেয়া।

📚রুবুবিয়্যাহ'র ক্ষেত্রে বিভিন্ন শির্ক:

■১.সৃষ্টির কেষত্রে শরীক স্থাপন:
আল্লাহ তায়া'লা জগতসমূহের একমাত্র স্রষ্টা। তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো স্রষ্টা নেই। তিনি এই মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি।

দলীল:
১."আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর কর্মবিধায়ক।"[কুরআন ৩৯:৬২]

২."এ হচ্ছে আল্লাহ তায়া'লার সৃষ্টি। অতএব তোমরা আমাকে দেখাও যে, তিনি ব্যতীত অন্যরা কি সৃষ্টি করেছে।"[কুরআন ৩১:১১]

৩."নিশ্চয়ই তোমার রব আল্লাহ, যিনি আসমান এবং জমিন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে।"[কুরআন ১০:০৩]

৪."আল্লাহ ই আকাশমণ্ডলী স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা তো তা দেখতেই পাচ্ছো।"[কুরআন ১৩:০২]

৫."তাদের রাসুলগণ বলেছিল যে, আল্লাহর ব্যাপারে কি কোনো সন্দেহ আছে যিনি মহাবিশ্ব এবং পৃথিবীর স্রষ্টা।"[কুরআন ১৪:১০]

আল্লাহ তায়া'লা ব্যতীত কোনো স্রষ্টা নেই। কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, যেসব সৃষ্টি শুধু আল্লাহ তায়া'লা ই করতে পারেন, সেগুলো আল্লাহ তায়া'লা ব্যতীত অন্যজন করতে পারে বা করার সামর্থ্য রাখে তাহলে সে আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করলো।

■রিজিকের কেষত্বের শরীক স্থাপন:

আল্লাহ তায়া'লা ই একমাত্র রিজিকদাতা। আল্লাহ তায়া'লা রিজিক দেন ফলেই জমিতে ফসল ফলে এবং আমরা এগুলো খেতে পারি। তিনি ব্যতীত আর কোনো রিজিকদাতা নেই।

দলীল:

১."পৃথিবীতে এমন কোনো প্রাণী নেই যার রিযকের দায়িত্ব আল্লাহর উপরে নয়।"[কুরআন ১১:০৬]

২."কে তোমাদেরকে রিযক দিবে, যদি তিনি রিযক দান বন্ধ করে দেন?"[কুরআন ৬৭:২১]

সুতরাং কেউ যদি ভাবে তার পীর অথবা অমুক ব্যক্তি রিজিক দান করতে পারে, তাহলে সে তার রবের সাথে শরীক স্থাপন করলো।

■৩.জীবন এবং মৃৎযু দানের কেষত্বের শরীক স্থাপন:

একমাত্র আল্লাহ তায়া'লা ই জীবন দান করতে পারেন এবং মৃত্যু দান করতে পারেন। এক্ষেত্রে তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কারো মৃত্যু হবে না।

দলীল:

১."আর আল্লাহর আদেশে লিপিবদ্ধ নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত কেউ ই মৃত্যুমুখে পতিত হয় না।"[কুরআন ০৩:১৪৫]

২."তিনি ই জীবন দান করেন এবং তিনি ই মৃত্যু ঘটান, আর তোমরা সবাই তার কাছে ই প্রত্যাবর্তিত হবে।"[কুরআন ১০:৫৬]

আমাদের সমাজে অনেকে বিশ্বাস করে অমুক ডাক্তার, বুজুর্গ কিংবা অন্য কেউ জীবন দান করতে পারে!
অথচ এটা নির্জলা শির্ক মাত্র। আল্লাহ তায়া'লা কারো জন্য যেসময় মৃত্যু লিখে রেখেছেন ওই সময়ে ই সে মারা যাবে।

■প্রভুত্ব, সম্মান এবং অপমান দান, নিয়ন্ত্রণ,কর্তৃত্ব এবং রাজত্বের ক্ষেত্রে শরীক স্থাপন:

আল্লাহ তায়া'লা ই বিশ্বজগতের একমাত্র প্রভু এবং নিয়ন্ত্রক। তিনি ই যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন এবং অপমানিত করেন। সকল রাজত্ব শুধু ই আল্লাহ তায়া'লার।

দলীল:
১."তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন।"[কুরআন ১৩:০২]

২."সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্বজগতের প্রভু।"[কুরআন ০১:০২]

৩."তিনি সূর্য চন্দ্র এবং তারকারাজীকে তার নির্দেশক্রমে অনুগত করে দিয়েছেন।"[কুরআন ০৭:৫৪]

৪."বলুন,হে রাজাধিরাজ আল্লাহ, আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন। যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন আর যাকে ইচ্ছা লাঞ্চিত করেন। সকল কল্যাণ তো আপনার ই হাতে।"[কুরআন ০৩:২৬-২৭]

৫."তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে, এক সৃষ্টি পর আরেক সৃষ্টি, ত্রিবিধ অন্ধকারে। সে আল্লাই তোমাদের রব, সর্বময় কর্তৃত্ব ও রাজত্ব তারই,

তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, তবুও তোমাদের কোথায় ফিরানো হচ্ছে?"[কুরআন ৩৯:০৬]

৬."তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান, আর তিনিই সূর্য ও চাঁদকে বশীভুত করে দিয়েছেন, প্রত্যেকে পরিভ্রমন করছে একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। তিনি আল্লাহ তোমাদের রব, সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁরই, আর আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তোমরা ডাকো তারা খেজুর আঁটির আবরণেরও মালিক নয়।"[কুরআন ৩৫:১৩]

৭."বলো কে তোমাদেরকে আসমান ও জমিন থেকে জীবিকা সরবরাহ করে অথবা শ্রবণ এবং দৃষ্টিশক্তি কার কতৃত্বাধীন? জীবিতকে মৃত হতে কে বের করেন এবং মৃতকে জীবিত হতে কে বের করেন? এবং সকল বিষয় কে নিয়ন্ত্রণ করেন? তখন তারা বলবে, আল্লাহ।"[কুরআন ১০:৩১]

মহাবিশ্বের কতৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিপালন একমাত্র আল্লাহর কাছে। কেউ যদি দাবি করে কোনো বুজুর্গের এগুলো করার ক্ষমতা আছে তাহলে সে তার রবের সাথে শরীক স্থাপন করলো।

■আল্লাহ তায়া’লা ব্যতীত কেউ সুস্থতা দিতে পারেন মনে করা:

আল্লাহ তায়া’লা ব্যতীত কেউ সুস্থতা দিতে পারে না। তিনি ই অসুস্থতা এবং সুস্থতার মালিক।

দলীল:
১."তিনিই আমাকে খাওয়ান এবং পান করান এবং যখন অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন তিনি ই আমাকে সুস্থতা দান করেন।"[কুরআন ২৬:৭৯-৮০]

■আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কেউ কারো লাভ কিংবা ক্ষতি করতে পারে মনে করা:

আল্লাহ তায়া'লার ইচ্ছা ব্যতীত কেউ কারো বিন্দুমাত্র লাভ কিংবা ক্ষতি করতে পারে না।

দলীল:
১."আল্লাহ তায়া'লা যদি তোমাদের কারোর কোনো ক্ষতি অথবা লাভ করতে চান তাহলে কেউ কি তাকে উক্ত ইচ্ছা থেকে বিরত রাখতে পারবে?"[কুরআন ৪৮:১১]

■সন্তান সন্ততি দান:
আল্লাহ তায়া'লা ই শুধুমাত্র সন্তান দান করতে পারেন।

দলীল:
১."তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা দান করেন পুত্র কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা।"[কুরআন ৪২:৪৯-৫০]

কেউ যদি কোনো ব্যক্তি বা বুজুর্গের নিকট সন্তান কামনা করে সে আল্লাহর সাথে শরীককারী!

তাছাড়া এ ব্যাপারে আরো কিছু শির্ক হলো:
১.আল্লাহ তায়া'লা ব্যতীত কেউ অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তা বিশ্বাস করা

২.আল্লাহ তায়া'লা ব্যতীত কেউ তাকদীরকে বদলাতে পারে তা বিশ্বাস করা ইত্যাদি।

🔲সংশয় নিরসন:

🔴১.কেউ যদি ফার্নিচার তৈরি করে অথবা কাউকে হত্যা করে তাহলে কি সে স্রষ্টা এবং মৃত্যুদানকারী হয়ে যাবে?

সাধারণত মানুষ যেগুলো তৈরি করতে পারে অর্থাৎ আল্লাহ তায়া'লা যা করার সামর্থ্য দিয়েছেন সেগুলো এখানে সৃষ্ট বলতে উদ্দেশ্য না। যেমন:আল্লাহ তায়া'লা মানুষকে সামর্থ্য দিয়েছেন কাঠ থেকে ফার্নিচার তৈরি করতে! এখানে সৃষ্টি বলতে ফার্নিচার উদ্দেশ্য না। সকল কাঠমিস্ত্রী ই ফার্নিচার বা মাটির জিনিস তৈরি করতে পারে কিন্তু আল্লাহ তায়া'লা যেগুলো সৃষ্টি বলতে উদ্দেশ্য করেছেন, মানুষ কস্মিনকালেও তা করতে পারবে না। মানুষ ফার্নিচার তৈরি করলেও একটি বৃক্ষ তৈরি করতে পারবে না। অনেকে এখন বলবে যে ল্যাবে ভিন্ন প্রজাতির চারা উৎপাদন করা যায়, উল্লেখ্য এগুলো ও রবের সৃষ্টি। আল্লাহ তায়া'লা যেভাবে, যখন লিখে রেখেছেন, সেই সময়ে ই কোনোকিছুর সৃষ্টি হবে।

মানুষ কাউকে হত্যা করা মানে এই নয় মানুষ মৃত্যুদানকারী। আল্লাহ তায়া'লা যেভাবে মৃত্যু হবে লিখে রেখেছেন, সেভাবেই ই কারো মৃত্যু হবে।

🔴২.ঈসা আলাইহিসালাম তো মৃতকে জীবন দান করতেন, তাহলে কি তিনি জীবনদানকারী?

ঈসা আলাইহিসালাম আল্লাহ তায়া'লার আদেশে মৃতকে জীবনদান করতে পারতেন। এটা শুধুমাত্র ঈসা আলাইহিসালাম এর মুজিযা ছিল। আল্লাহর ইচ্ছা এবং আদেশ ব্যতীত তিনি কখনো তা পারতেন না। এই মুজেযা শুধুমাত্র ঈসা আলাইহিসালাম এর জন্য খাস ছিল এবং আল্লাহ তায়া'লা কুরআনে তা উল্লেখ করেছেন। এর মানে এই নয় যে প্রকৃত অর্থে ঈসা আলাইহিসালাম জীবনদানকারী এবং অন্য কোনো বুজুর্গ জীবনদানকারী।

দলীল:
১."....আল্লাহর আদেশে মৃতকে জীবিত করি..।"[কুরআন ০৩:৪৯]

🔴৩.কুরআনে তো নাহনু শব্দ আসছে, এর দ্বারা কি আল্লাহ তায়া'লা নিজের অংশীদার সাব্যস্ত করছেন?

আল্লাহ তায়া'লা পবিত্র কুরআনের মধ্যে নিজের ক্ষেত্রে ইন্না এবং নাহনু শব্দ অনেকজন বুঝাতে বলেননি এবং তার কোনো অংশীদার ও সাব্যস্ত করেননি। আল্লাহ তায়া'লা এই শব্দগুলো তার বড়ত্ব এবং সম্মান বুঝাতে ব্যবহার করেছেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "ইন্না [নিশ্চয়ই আমরা] বা নাহনু [আমরা] এবং বহুবচনাত্মক অন্যান্য শব্দগুলোর বিভিন্ন রূপ যেমন একটি দল বা সমষ্টির পক্ষে একজনের বক্তব্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তেমনি কোন ব্যক্তির সম্মান এবং মর্যাদা প্রকাশেও ব্যবহৃত হয়।"

তিনি আরো বলেন, "প্রতিবার আল্লাহ যখন বহুবচন ব্যবহার করেন, তা তাঁর মহান মর্যাদা আর তাঁর অসংখ্য নাম এবং গুণকেই বুঝায়।"

আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

◾তাওহীদ আল উলুহিয়্যাহ তে শির্ক:

আজ আমরা আলোচনা করবো তাওহীদ আল উলুহিয়্যাহতে শির্ক সম্পর্কে। প্রথমত আমরা জানবো তাওহীদ আল উলুহিয়্যাহ সম্পর্কে।

🔲তাওহীদ আল উলুহিয়্যাহ:
তাওহীদ আল উলুহিয়্যাহ হলো ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়া'লার এক এবং এককত্বের স্বীকৃতি দেয়া অর্থাৎ সমস্ত ইবাদাত শুধু ই মহামহিম আল্লাহ তায়া'লার জন্য। তাওহীদ আল উলুহিয়্যাহ কে তাওহীদ আল ইবাদাহ ও বলা হয়। ইবাদাতের সংজ্ঞায় শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহ তায়া'লার পছন্দনীয় সকল অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক কর্ম ও কথার সমষ্টি ই হলো ইবাদাত।"[মাজমু আল ফাতাওয়া, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ]

তাওহীদ আল উলুহিয়্যাহর জন্য ই আল্লাহ তায়া'লা মানুষ এবং জ্বিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন।

দলীল:
১."আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন এবং মানুষকে এজন্য যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে।"[কুরআন ৫১:৫৬]

আল্লাহ তায়া'লা যুগে যুগে নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন যেনো তারা মানুষকে এই আহবান করে যে - তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহ তায়া'লার ইবাদাত করো।

দলীল:
১."আর আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসুল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো।"[কুরআন ১৬:৩৬]

২."...সুতরাং তোমরা কেবল আমার ই ইবাদাত করো।"[কুরআন ২১:২৫]
.

আল্লাহ তায়া'লা শুধুমাত্র তার ই ইবাদাত করার জন্য আদেশ দিয়েছেন।

দলীল:
১."তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই।"[কুরআন ০৭:৫৯]

২."...আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাকে ভয় করো।"[কুরআন ২৯:১৬]

৩."আর তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো, তার সাথে আর কাউকে শরীক করো না।"[কুরআন ০৪:৩৬]
.

🔲তাওহীদ আল উলুহিয়্যাহতে বিভিন্ন শির্ক:

গুরুত্বের বিচারে এ শির্ককে আমরা তিনিভাগে ভাগ করে আলোচনা করবো-

১.শির্ক আল আকবার তথা বড় শির্ক
২.শির্ক আল আসগর তথা ছোট শির্ক
৩.শির্ক আল খাফি তথা গোপন শির্ক

বিস্তারিত:

📚১.আস শির্ক আল আকবার:

আস শির্ক আল আকবার তথা বড় শির্ক হলো এমন শির্ক যা কাউকে দ্বীন ইসলাম থেকে বের করে দেয়। আর কেউ এর উপরে মারা গেলে, সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

দলীল:
১."নিশ্চয়ই আল্লাহর সাথে শরীক করা চরম জুলুম।"[কুরআন ৩১:১৩]

২."নিশ্চয়ই আল্লাহ শরীক করার পাপ ক্ষমা করেন না।..।"[কুরআন ০৪:৪৮]

বড় শির্ককে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়। সেগুলো হলো:

১.১ শির্ক আল মাহাব্বাহ তথা ভালোবাসার ক্ষেত্রে শির্ক

১.২ শির্ক আদ-দু'আ তথা দু'আর ক্ষেত্রে শির্ক

১.৩ শির্ক আন নিয়্যাহ ওয়া আল ঈরাদাহ তথা নিয়্যাত এবং ইচ্ছার ক্ষেত্রে শির্ক

১.৪ শির্ক আত-তা'আহ তথা আনুগত্যের ক্ষেত্রে শির্ক

🔵১.১ শির্ক আল মাহাব্বাহ তথা ভালোবাসার ক্ষেত্রে শির্ক:

অর্থাৎ কোনো গাইরুল্লাহ কে আল্লাহ তায়া'লার সমান ভালোবাসা কিংবা এর থেকে বেশি ভালোবাস সুস্পষ্ট শির্ক।

দলীল:
১."আর কোনো লোক এমন ও রয়েছে যারা অন্যান্য কে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালোবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালোবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী।... "[কুরআন ২:১৬৫]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহ কে আল্লাহকে ভালোবাসার সমান ভালোবাসে, সে মুশরিক..।"[মাজমু' আল ফাতাওয়া]

অনেক মানুষ আছেন যারা নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করে যদিওবা তারা শির্কে লিপ্ত - কারণ তারা তাদের নেতা এবং আউলিয়াদেরকে আল্লাহর সমান কিংবা তার বেশি ভালোবাসে।
তাদেরকে যদি আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করতে বলা হয়, তারা তা করবে কিন্তু তাদের ওলীদের নামে তা করবে না! এটা হলো ভালোবাসার শির্ক।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "..ভালোবাসার ক্ষেত্রে শির্কের একটি অংশ হলো গাইরুল্লাহ কে আল্লাহর সমান ভালোবাসা। এটি এমন ধরণের শির্ক যা আল্লাহ তায়া'লা ক্ষমা করবেন না। এ ধরণের শির্ক সম্পর্কে আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ 'আর কোনো লোক এমন ও রয়েছে যারা অন্যান্য কে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালোবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালোবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী।...'[কুরআন ০২:১৬৫]

যারা এ শির্কে লিপ্ত, তারা আল্লাহ কে বলবে,"..আল্লাহর শপথ,আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম। যখন আমরা তোমাদেরকে জগতসমূহের রবের সমকক্ষ মনে করতাম।"[কুরআন ২৬:৯৭-৯৮]

এটা ঠিক যে তারা তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্টি করা, মৃত্যু দান, পুনরুত্থান, রাজত্ব এবং সক্ষমতার ক্ষেত্রে সমান মনে করে না কিন্তু ভালোবাসা, আনুগত্য...ক্ষেত্রে সমকক্ষ মনে করে।"[আল জাওয়াব আল কাফি]

ভালোবাসা চার ধরণের।
~প্রথমত, আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহ তায়া'লা এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা ভালোবাসেন, তা ভালোবাসা। এ ধরনের [প্রথম প্রকার] ভালোবাসার প্রকার সম্পর্কে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন," ভালোবাসা চার ধরনের এবং সবার উচিত এগুলোর পার্থক্য করা।অনেকে বিচ্যুত হয়েছে কারণ তারা এগুলোর পার্থক্য করতে সফলকাম ছিল না।সেগুলো হলো:

১.শুধু আল্লাহ কে ভালোবাসা, যা আল্লাহর শাস্তি থেকে বাচতে পুরষ্কারের জন্য যথেষ্ট নয়। প্রকৃতপক্ষে সকল মুশরিক, ক্রুশের পূজারীরা, ইহুদি এবং অন্যান্যরা আল্লাহ কে ভালোবাসে।

~২.আল্লাহ যা ভালোবাসেন তা ভালোবাসা। এটি কাউকে ইসলামে প্রবেশ করতে এবং কুফর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে সাহায্য করে। যারা এ ধরনের ভালোবাসায় লিপ্ত, তারা আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয়।

~৩.আল্লাহর জন্য ভালোবাসা। এটি হলো "আল্লাহ যা ভালোবাসেন তা ভালোবাসা" এর একটি শর্ত। আর আল্লাহ যা ভালোবাসেন, তা ভালোবাসা ততক্ষণ পূর্ণ হবে না তাকে এবং তার জন্য ভালোবাসা না হয়।

~৪.আল্লাহর সাথে কাউকে ভালোবাসা, যা ভালোবাসার শির্ক। যে কোনোকিছুকে আল্লাহর সাথে ভালোবাসবে কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি কিংবা আল্লাহর জন্য নয় তাহলে সে আল্লাহ তায়া'লার শরীক স্থাপন করলো। এটা হলো মুশরিকদের ভালোবাসা।"

~দ্বিতীয়ত, কোনো বৈধ জিনিস যেমন: খাদ্য, পোষাক অথবা পানীয় ইত্যাদি কে ভালোবাসা। এটা সাধারণ ভালোবাসা।

~তৃতীয়ত, সহানুভূতির ভালোবাসা যেমন: স্ত্রী - সন্তানকে ভালোবাসা, বাবা মা কে ভালোবাসা ইত্যাদি হলো সাধারণ ভালোবাসা।

~চতুর্থত, গাইরুল্লাহ কে আল্লাহর সমান কিংবা বেশি ভালোবাসা। এটা শিরক আল আকবার তথা বড় শির্ক।

🔵১.২ শির্ক আদ দু'আ তথা দু'আর ক্ষেত্রে শির্ক

অর্থাৎ আল্লাহ তায়া'লা ব্যতীত কারো নিকট দু'আ করলে তা সুস্পষ্ট শির্ক। কিংবা আল্লাহ তায়া'লা ব্যতীত কাউকে এমন কিছুর জন্য আহবান করা শির্ক, যা কেবল আল্লাহ তায়া'লা ই দিতে পারেন। সুতরাং কেউ যদি আল্লাহ তায়া'লা ব্যতীত অন্যের

নিকট সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করে, রিযিক কামনা করে অথবা সন্তান কামনা করে বা এমন কিছু কামনা করে গাইরুল্লাহ কখনো পারবে না, তাহলে তা সুস্পষ্ট শির্ক।

দলীল:
১."তারা যখন নৌযানে আরোহন করে তখন বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে একনিষ্ঠ হয়ে তারা আল্লাহ কে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে নিরাপদ স্থলে পৌছে দেন, তখন তারা আল্লাহর সাথে শরিক করে বসে।"[কুরআন ২৯:৬৫]

উল্লেখ্য: যে সমস্ত জিনিস গাইরুল্লাহ পারে যেমন নিজের বাসার খাদ্য দান করা, টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করা, চিকিৎসা করা ইত্যাদি কারো কাছে চাইলে তা শির্ক হবে না কিন্তু যদি ওই ব্যক্তি কে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করা হয় কিংবা তার নিকট এমন কিছু চাওয়া হয় যা কেবল আল্লাহ ই দিতে পারেন, তা নিঃসন্দেহে শির্ক।

অন্যত্র আল্লাহ তায়া'লা বলেন,"সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহবান কর তারা তোমাদের মন হতে উধাও হয়ে যায়। অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও; বস্তুতঃ মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।"[কুরআন ১৭:৭৬]

এই আয়াতের ব্যখ্যায় ইমাম ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন," আল্লাহ তাআলা বলছেন: বান্দা বিপদের সময় তো আন্তরিকতার সাথে তাদের প্রতিপালকের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং অনুনয় বিনয়ের সূরে তাঁর কাছেই প্রার্থনা করে থাকে। কিন্তু যখনই মহান আল্লাহ তাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, তখনই সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। মক্কা বিজয়ের সময় যখন আবু জাহিলের পুত্র ইকরামা রাদিআল্লাহু আনহু আবিসিনিয়ায় পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছায় বেরিয়ে পড়েন এবং একটি নৌযানে আরোহণ করেন তখন ঘটনাক্রমে সমুদ্রে ঝড় তুফান শুরু হয়ে যায় এবং প্রতিকূল বাতাস নৌযানকে পাতার মত হেলাতে থাকে। ঐ সময় ঐ নৌযানে যত কাফির ছিল তারা একে অপরকে বলতে থাকে:"এই সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ কোনই উপকার করতে পারবে না। সুতরাং এসো, আমরা তাকেই ডাকি।" তৎক্ষণাৎ ইকরামার রাঃ মনে পড়লো যে, সমুদ্রে যখন একমাত্র তিনিই উপকার করতে পারেন ,তখন এটা স্পষ্ট কথা যে, স্থলেও তিনি উপকার করেন। তখন তিনি প্রার্থনা করতে লাগেনঃ “হে

আল্লাহ! আমি অঙ্গীকার করছি যে, যদি আপনি আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন তবে আমি সরাসরি গিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে বায়াত দিবো। নিশ্চয়ই তিনি আমার উপর দয়া করবেন।" অতঃপর সমুদ্র পার হয়েই তিনি সরাসরি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে গিয়ে হাজির হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে তিনি ইসলামের একজন বড় বীর পুরুষরূপে খ্যাতি লাভ করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন ও তাঁকে সন্তুষ্ট রাখুন। তাই মহান আল্লাহ বলেন:"তোমাদের অভ্যাস তো এই যে, সমুদ্রে যখন তোমরা বিপদে পতিত হও, তখন আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য মাবূদদেরকে তোমরা ভুলে যাও এবং আন্তরিকতার সাথে একমাত্র আল্লাহকেই ডাকতে থাকো। কিন্তু যখনই তিনি ঐ বিপদ সরিয়ে দেন তখনই তোমরা আবার অন্যদের কাছে প্রার্থনা শুরু করে দাও। সত্যি মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ যে, সে আল্লাহর নিয়ামত রাশির কথা ভুলে যায়, এমন কি অস্বীকার করে বসে। হাঁ, তবে আল্লাহ তাআ'লা যাকে বাঁচিয়ে নেন ও ভাল হওয়ার তাওফীক দান করেন সে ভাল হয়ে যায়।"[তাফসীর ইবনু কাসীর]

সুতরাং অন্যকে ডাকা, তার নিকট কিছু চাওয়া বড় শির্ক।
এবং নিঃসন্দেহে দু'আ একটি ইবাদাত।

দলীল:
১."দু'আ হলো ইবাদাত।"[সুনান আবি দাউদ]

অনেক ওলামা দু'আ কে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন।সেগুলো হলো দু'আ তালাব এবং দু'আ ইবাদাহ।

■দু'আ তালাব:
দু'আ তালাব হলো সেই ধরণের দু'আ যাতে আমরা হাত তুলে আল্লাহর নিকট কোনোকিছু চাই।

■দু'আ ইবাদাহ:
সমস্ত ইবাদাত ই এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ আমরা আল্লাহ তায়া'লার ইবাদাত করি যাতে আমরা কোনোকিছু পাই। যেমন: আমরা আল্লাহর ইবাদাত করি যাতে আমরা

জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি, জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাই, সিরাত আল মুস্তাকীমের উপর অটল থেকে যাতে রবের কাছে যেতে পারি ইত্যাদি।

১.৩ শির্ক আন নিয়্যাহ ওয়াল ইরাদাহ তথা নিয়্যাত এবং ইচ্ছার ক্ষেত্রে শির্ক

আল্লাহ তায়া'লা ব্যতীত কারো সন্তুষ্টি কামনা করা অথবা গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে ইবাদাতের নিয়্যাত করা অথবা আল্লাহ তায়া'লা এবং গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে ইবাদাত করা এধরণের শির্কের অন্তর্ভুক্ত। এবং শুধুমাত্র দুনিয়ার সুখ-শান্তি এবং মানুষ যাতে সম্মান দেয় এবং ধার্মিক বলে, তাই ইবাদাত করা এবং এর সংক্রান্ত সব ই এই শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তায়া'লা বলেন,"যে ব্যক্তি পার্থিবজীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, হয় আমি তাদের দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হয় না। এরাই হল সেসব লোক আখেরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ করেছে; আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট হল।"[কুরআন ১১:১৫-১৬]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"আর ইচ্ছা ও সংকল্পের শির্কটি এমন সমুদ্রের মতো যার কোন তীর নেই এবং অল্প লোকই সেখান থেকে মুক্তি পায়।"[আল জাওয়াব আল কাফি]

আর সমস্ত ইবাদাত ইখলাসপূর্ণ হতে হবে এবং সবকিছু ই শুধুমাত্র আল্লাহ তায়া'লার সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে। এক্ষেত্রে শির্ক হবে-

১.যদি ইবাদাত আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কিছুর জন্য করা হয়।

২.আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং মানুষের বাহবা পাওয়া! - দুটোর জন্য ই যদি করা হয়।

আর তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে ও অনুরূপ।

শাইখ সুলায়মান ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল ওয়াহাব রাহিমাহুল্লাহ এর মতে তাওয়াক্কুল দুই প্রকার। যথা:

১.এমন বিষয়ে তাওয়াক্কুল করা যা শুধুমাত্র আল্লাহ তায়া'লা ই দিতে পারেন। যেমন: রিযিক,শাফাআত, হিদায়াত, সন্তান, তাকদীরের পরিবর্তন, অসুস্থতা থেকে বাচানো, বিপদ থেকে রক্ষা ইত্যাদি। এসব বিষয়ে শুধু মাত্র আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে হবে এবং তিনি ই দিতে পারেন এবং দেন এই ইচ্ছা এবং নিয়্যাত পোষণ করতে হবে। এই ব্যাপারগুলোতে কেউ যদি মৃত ব্যক্তি, জীবিত ব্যক্তি কিংবা গাইরুল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে, তাহলে সে রবের সাথে শরীক স্থাপন করলো।

২.বাহ্যিক উপায় উপকরণের ভরসা করা যাকে আল্লাহ তায়া'লা কোনো কিছু করার ক্ষমতা দিয়েছেন। যেমন: খাবার কিংবা চাকরির জন্য রাজা বাদশাহদের উপর ভরসা করা। এগুলো ছোট শির্কের অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য, কোনো স্পেসিফিক ক্ষেত্রেই এটা ছোট শির্ক! রাজা চাইলেই চাকরি দিতে পারবেন, রিজিক দিতে পারবেন ভাবা বড় শির্ক। রাজার ক্ষমতা আছে যে তার সুপারিশ করলে কিংবা তার রাজসভায় চাকরি দিতে পারেন, ব্যস! এই উদ্দেশ্যে আশা-ভরসা করা ছোট শির্ক। কিন্তু, যেগুলো তার হস্তগত না, সেগুলো তে এই তাওয়াক্কুল বড় শির্কের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়।

আবার, কিছু ব্যাপারে আশা ভরসা করা যে মা আমাকে আদর করবেন, বাবা এটা চাইলে কিনে দিতে পারেন! এগুলো শির্ক না।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "কোন মাখলুকের কাছে যে ব্যক্তি আশা করবে এবং তার উপর ভরসা করবে, তার উক্ত ধারণা নিঃসন্দেহে বাতিল হবে এবং সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর সে হবে মুশরিক।"[মাজমু' আল-ফাতাওয়া]

🔵১.৪ শির্ক আত তা'আহ তথা আনুগত্যের ক্ষেত্রে শির্ক:

আনুগত্যের ক্ষেত্রে এবং হালাল-হারাম প্রণয়নের ক্ষেত্রে কেউ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে প্রাধান্য দিলে কিংবা তাকে আল্লাহর সমান প্রাধান্য দিলে, সে শির্কে লিপ্ত।

আনুগত্যের ক্ষেত্রে শির্ক যে কতটা ভয়াবহ তা অনুমেয়!

দলীল:
১.আল্লাহ তায়া'লা বলেন,"তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পন্ডিত ও ধর্ম যাজকদেরকে রাব্ব বানিয়ে নিয়েছে এবং মারইয়ামের পুত্র মসীহকেও। অথচ তাদের প্রতি শুধু এই আদেশ করা হয়েছে যে, তারা শুধুমাত্র এক মা'বূদের ইবাদাত করবে যিনি ব্যতীত ইলাহ হওয়ার যোগ্য কেহই নয়। তিনি তাদের অংশী স্থির করা হতে পবিত্র।"[কুরআন ০৯:৩১]

উক্ত আয়াতের ব্যখ্যায় ইমাম ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আদী ইবনু হাতিম রাদিআল্লাহু আনহু এর কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দ্বীন যখন পৌঁছে তখন তিনি সিরিয়ার দিকে পালিয়ে যান। জাহেলি যুগেই তিনি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এখানে তার ভগ্নি ও তার দলের লোকেরা বন্দী হয়ে যায় । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দয়া করে তার ভগ্নিকে মুক্তি দেন এবং তাকে কিছু অর্থও প্রদান করেন। সে তখন সরাসরি তার ভাই-এর কাছে চলে যায় এবং তাঁকে ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করে ও মদীনায় গমনের অনুরোধ করে। তাই আদী ইবনু হাতিম রাঃ মদীনায় চলে আসেন। তিনি তার 'তাঈ' গোত্রের নেতা ছিলেন। তাঁর পিতার দানশীলতা দুনিয়াব্যাপী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। জনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আগমনের সংবাদ অবহিত করেন। তিনি স্বয়ং তাঁর কাছে আসেন। ঐ সময় আদী রাঃ এর গলায় রৌপ্য নির্মিত ক্রুশ লটকানো ছিল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পবিত্র মুখে এই আয়াতটি [কুরআন ০৯:৩১] উচ্চারিত হচ্ছিল। তখন আদী রা: বলেন,"ইয়াহূদী খ্রিস্টান রা তো তাদের আলেম ও দরবেশদের উপাসনা করেনি।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেন,"তাহলে শুনো! তারা তাদের আলিম ও দরবেশদের হারামকৃত বিষয়কে হারাম বলে মেনে নেয় এবং হালালকৃত বিষয়কে হালাল বলে স্বীকার করে নেয়। এটাই তাদেরকে তাদের উপাসনা করার শামিল।" অতঃপর তিনি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন,"হে আদী! আল্লাহ সবচেয়ে বড় এটা কি তুমি মেনে নিতে পারো না? তোমার ধারণায় আল্লাহর চেয়ে বড় কেউ

আছে কি? আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেউ নেই-এটা কি তুমি অস্বীকার করছো? তোমার মতে কি তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য আছে?" অতঃপর তিনি তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। আদী রাদিআল্লাহু আনহু তা কবুল করে নেন এবং আল্লাহর একত্ববাদ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করেন। এ দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেহারা মুবারক খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি বলেন,"ইয়াহূদীদের উপর আল্লাহর ক্রোধ পতিত হয়েছে এবং খ্রিস্টানরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।"[এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ, ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম ইবনু জারীর বর্ণনা করেছেন] হুদ্বাইফা ইবনুল ইয়ামান এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস হতেও এই আয়াতের তাফসীর এরূপই বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হারাম ও হালালের ক্ষেত্রে আলেম ও ইমামদের কথার প্রতি তাদের অন্ধ অনুকরণ । ইমাম সুদ্দী রাহিমাহুল্লাহ বলেন যে, তারা তাদের বুযুর্গদের কথা মানতে শুরু করে এবং আল্লাহর কিতাবকে এক দিকে সরিয়ে দেয়। এ জন্যেই আল্লাহ পাক বলেন, তাদেরকে তো শুধু এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না। তিনি যেটা হারাম করেছেন সেটাই হারাম এবং তিনি যেটা হালাল করেছেন সেটাই হালাল। তাঁর আদেশ ই হচ্ছে শরীয়ত। তার হুকুমই মান্য করার যোগ্য। তারই সত্তা ইবাদতের দাবীদার। তিনি শির্ক ও শরীক হতে পবিত্র। তার কোন শরীক, কোন নবীর ও কোন সাহায্যকারী নেই। তাঁর বিপরীতও কেউ নেই। তিনি সন্তান-সন্ততি থেকে পবিত্র। তিনি ছাড়া না আছে কোন ইলাহ, না আছে কোন প্রতিপালক।"[তাফসির ইবনু কাসীর]

২.আদি ইবনু হাতিম রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন:আমি গলায় স্বর্ণের ক্রুশ পরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে এলাম। তিনি বললেন,"হে আদি! তোমার গলা হতে এই প্রতীমা সরিয়ে ফেল।" এই বলে আমি তাকে.... নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করতে শুনলাম [অনুবাদ] : "তারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসারবিরাগীগণকে তাদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে"[সূরা আত-তাওবাহ-৩১]। তারপর তিনি বললেন তারা অবশ্য তাদের পূজা করত না। তবে তারা কোন জিনিসকে যখন তাদের জন্য হালাল বলত তখন সেটাকে তারা হালাল বলে মেনে নিত। আবার তারা কোন জিনিসকে যখন তাদের জন্য হারাম বলত তখন নিজেদের জন্য উহাকে হারাম বলে মেনে নিতো।"[জামি আত তিরমিজি]

৩.শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এসকল লোকেরা যারা তাদের পন্ডিত এবং সন্ন্যাসীদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল [আল্লাহ হারামকৃত বিষয়কে হালাল ও হালালকৃত বিষয়কে হারাম করার ক্ষেত্রে আনুগত্য করার মাধ্যমে] এটা হয়েছিল দুইভাবে:

১.তারা জানত যে তারা আল্লাহর দ্বীন পরিবর্তন করেছে তা সত্ত্বেও তারা এই পরিবর্তনের বা বিকৃতির অনুসরণ করেছে। তারা তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্ধ অনুসরণ করেছে আল্লাহর হালাল করা বিষয়কে হারাম ও হারাম করা বিষয়কে হালাল করার ক্ষেত্রে, যদিও তারা জানত যে তারা রাসুলদের দ্বীনের বিরোধীতা করছে আর এটা হচ্ছে কুফর। যেটাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল শির্ক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন যদিও তারা তাদের জন্য সালাত আদায় করত না ও সিজদাহ দিত না। সুতরাং যে ব্যক্তি দ্বীনের বিপরীতে কাউকে অনুসরণ করবে এটা জেনেও যে সেটা দ্বীনের উল্টা এবং বিশ্বাস করবে, তাকে যা বলা হয়েছে আল্লাহ এবং রাসুলের বিপরীতে সে এসকল লোকদের মতো মুশরিকে পরিণত হবে।

২. তাদের ঈমান এবং বিশ্বাস, হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু তারা আল্লাহর অবাধ্যতায় তাদের অনুসরণ করে। যেমনভাবে একজন মুসলিম অন্যায় করে এ বিশ্বাসে যে, তা অন্যায়। সুতরাং এসকল লোকদের বিধানের উদাহরণ হচ্ছে পাপীদের মত।[মাজমু আল ফাতাওয়া]

📚২.আস শির্ক আল আসগর তথা ছোট শির্ক

এ ধরনের শির্ক কাউকে দ্বীন ইসলাম থেকে বের করে দেয় না কিন্তু বড় শির্কের দরজা খুলে দেয়। এ ধরনের শির্ক নিঃসন্দেহে কবীরা গুণাহ।

ছোট শির্ক মূলত তিনভাবে হয়। সেগুলো হলো:

ক.গাইরুল্লাহর নামে শপথ করা
খ.এমন বলা যে,"আল্লাহ যা চায় এবং তুমি যা চাও।"

গ.রিয়া বা লোকদেখানো ইবাদাত

তাছাড়া উলামাদের মতানুসারে আত্মহত্যা করা, অহংকার করা ছোট শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

🔵ক.গাইরুল্লাহর নামে শপথ করা:

এটি ছোট শির্কের অন্তর্ভুক্ত।
আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"যে আল্লাহ তায়া'লা ব্যতীত অন্য কিছুর নামে কসম করলো, সে কুফরি করলো অথবা শির্ক করলো।"[জামি আত তিরমিজি]

তবে কেউ যদি কারো নামে "মহিমান্বিত করার" উদ্দেশ্যে কসম খায় তাহলে এটা বড় শির্ক হয়ে যাবে।

🔵খ.এমন বলা যে, আল্লাহ যা চায় এবং তুমি যেমন চেয়েছো:

এটি ও ছোট এবং স্পষ্ট শির্ক।

এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলেছিল যে,"আল্লাহ এবং আপনি এমন চেয়েছেন।" তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করলে? বরং বলো,আল্লাহ যা চেয়েছেন।"[সুনান আন নাসাঈ]

কিন্তু আল্লাহ তায়া'লা ব্যতীত অন্যকে মহিমান্বিত করার উদ্দেশ্যে এই কথা বলা হলে তা বড় শির্ক হয়ে যাবে।

🔵গ.রিয়া:

রিয়া হলো লোকদেখানো ইবাদাত। যেমন: কেউ সালাত আদায় করছে, তখন হঠাৎ কাউকে দেখে সে তার ই উদ্দেশ্যে সুন্দর করে সালাত আদায় শুরু করে দিল! - এটা হলো লোকদেখানো ইবাদাত। আরো এমন ক্যাটাগরির হলো- মানুষকে দেখিয়ে কিছু দান করা ইত্যাদি।

দলীল:
১.সাহাবীরা যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে শির্ক আল আসগর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করা।"[মুসনাদ আহমাদ]

কিন্তু কেউ যদি শুরুতেই গাইরুল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইবাদাতের নিয়্যাত করে তাহলে ওইটা আর ছোট শির্ক থাকবে না, ওইটা বড় শির্ক হয়ে যাবে।

📚৩.গোপন শির্ক:

গোপন শির্ক হলো যা গোপনে হয়ে থাকে। এর মধ্যে শির্ক আল আকবার ও আসগারের কিছু বিষয় ও অন্তর্ভুক্ত। অনেক আলিমের মতে গোপন শির্ক, শির্ক আল আসগরের অন্তর্ভুক্ত।

যেমন: নিয়্যাতের ক্ষেত্রে শির্ক, রিয়া ইত্যাদি গোপন শির্কের ও অন্তর্ভুক্ত।

🔲সমাজে অধিক প্রচলিত শির্ক:

ইনশাআল্লাহ এখন সমাজে প্রচলিত তাওহিদ আল উলুহিয়্যাহ ক্ষেত্রে কিছু শির্ক নিয়ে আলোচনা করবো যেগুলো উপরোক্ত প্রকারভেদ এর মধ্যের ই এবং ইবাদাতের সাথে সম্পৃক্ত।
এখানে শুধু স্পেসিফিক আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য তাওহীদ আল হাকিমিয়্যাহর ক্ষেত্রে শির্ক উলুহিয়্যাহ এবং রুবুবিয়্যাহর ক্ষেত্রে শির্কের সমন্বিত রূপ। হাকিমিয়্যাহর ক্ষেত্রে ঘটা সবটুকু শির্ক ই এখানে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

🔴১.গাইরুল্লাহর নামে পশু জবাই করা:

পশু জবাই তথা কুরবানি একটি ইবাদাত। তা শুধু ই আল্লাহ তায়া'লার নামে হতে হবে। যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে পশু জবাই করলো সে রবের সাথে শির্ক করলো। আর এটা বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

দলীলঃ
১."কাজেই তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানি কর।"[কুরআন ১০৮:২]

২."তুমি বলে দাও: আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সব কিছু সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহর জন্য।"[কুরআন ০৬১৬২]

৩.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"আল্লাহ তায়ালা সে ব্যক্তি কে লানত দেন, যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে পশু জবাই করে।"[সহীহ মুসলিম]

এখানে কয়টি জিনিস লক্ষণীয়:

১.কেবল আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর নামে জবাই করা। এটাই হলো প্রকৃত তাওহীদ।

২.নিজেদের খাওয়ার উদ্দেশ্যে কিংবা মানবীয় কাজে আল্লাহর নামে পশু জবাই করা। এটা বৈধ এবং শির্ক নয় কারণ এখানে গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে নয়।

৩.আল্লাহর নামে জবাই করা কিন্তু তা গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে। এটা নিঃসন্দেহে শির্ক।

৪.আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে জবাই করা। এটাও নিঃসন্দেহে শির্ক।

এমন কিছু উদাহরণ হলো:
কোনো পীরের নামে, কবরের নামে কুরবানি করা অথবা কোনো অদৃশ্য শক্তি যেমন: জ্বিন ইত্যাদির নামে কিংবা উদ্দেশ্যে কুরবানি করা। এগুলো বড় শির্ক।

🔴২.গাইরুল্লাহর নামে মান্নত করা:

মানত করলে শুধু আল্লাহর নামে ই করতে হবে। মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব।

দলীল:
১."তারা মানত পূর্ণ করে।"[কুরআন ৭৬:০৭]

উক্ত আয়াতে প্রকাশ পায় যে মানত পূর্ণ করা একটি ইবাদাত এবং মানত শরীয়ত সম্পন্ন ও আল্লাহর প্রিয় ইবাদাত।

সুতরাং যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে মানত করবে সে তার রবের সাথে শরীক স্থাপনকারী।

🔴৩.মৃত ব্যক্তি কিংবা জীবিত ব্যক্তির বা অন্য গাইরুল্লাহর নিকট রিযিক, আশ্রয়, সন্তান কামনা করা:

আল্লাহ তায়া'লা ব্যতীত কারো নিকট রিযিক, আশ্রয় এবং সন্তান কামনা করা শির্ক।

■ক.আশ্রয় কামনা করা:

একমাত্র আল্লাহ তায়া'লা ই আশ্রয়দানকারী। তিনি ব্যতীত কারো নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা শির্ক।

দলীল:

১."..অতএব তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কাউকে আহবান করো না।"[কুরআন ৭২:১৮]

এখানে কিছু ব্যাপার লক্ষণীয়:

আল্লাহ তায়া'লা গাইরুল্লাহ কে যতটুকু সামর্থ্য দিয়েছেন ততটুকু আশ্রয় তার কাছে চাওয়া যাবে এবং এই আশ্রয় শুধু মৌখিক। যেমন: কোনো মানুষের নিকট বৃষ্টির দিনে ঘরে আশ্রয় দেবার অনুরোধ ইত্যাদি। কিন্তু গাইরুল্লাহর নিকট আজাব, মহামারী, বিভিন্ন দুর্যোগ এর ব্যাপারে সাহায্য চাওয়া শির্ক। এই পয়েন্টে - ত্রাণ, সাধারণ আশ্রয় শির্ক না, দুর্যোগ থামিয়ে দেয়ার প্রার্থনা শির্ক।

■খ.রিজিক কামনা করা:

রিজিক শুধু আল্লাহ তায়া'লা ই দিতে পারেন। গাইরুল্লাহর নিকট তা কামনা করা শির্ক।

দলীল:
১.."কে তোমাদেরকে রিযক দিবে, যদি তিনি রিযক দান বন্ধ করে দেন?"[কুরআন ৬৭:২১]

উল্লেখ্য, কেউ যদি কোনো গাইরুল্লাহ থেকে সাধারণ খাবার চায়, যার সক্ষমতা আল্লাহ তায়া'লা দিয়েছেন, তা শির্ক হবে না। কিন্তু গাইরুল্লাহর নিকট বৃষ্টি চাওয়া, জমিতে ফসল ভালো হোক তা চাওয়া, নিজের রিজিক বদলানোর প্রার্থনা করো বড় শির্ক।

■গ.সন্তান কামনা করা:

আল্লাহ তায়া'লা ব্যতীত কারো নিকট সন্তান কামনা করা বড় শির্ক।

দলীল:

১."তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা দান করেন পুত্র কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা।"[কুরআন ৪২:৪৯-৫০]

উল্লেখ্য, কেউ যদি কারো থেকে সন্তান দত্তক নিতে অনুরোধ করেন, এটা শির্ক হবে না।

■ঘ.আল্লাহ তায়া'লা ব্যতীত কারো নিকট সুস্থতা কামনা করা:

আল্লাহ তায়া'লা ব্যতীত কেউ সুস্থতা দিতে পারে না। তিনি ই অসুস্থতা এবং সুস্থতার মালিক। কেউ গাইরুল্লাহর নিকট সুস্থতা কামনা করলে সে শির্কে লিপ্ত।

দলীল:
১."তিনিই আমাকে খাওয়ান এবং পান করান এবং যখন অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন তিনি ই আমাকে সুস্থতা দান করেন।"[কুরআন ২৬:৭৯-৮০]

উল্লেখ্য, ডাক্তার কিংবা ঔষধ সুস্থতা দিতে পারে না, যদি না আল্লাহ তায়া'লা না চান। আল্লাহ তায়া'লা মধু, হিজামাহ, কালিজিরা ইত্যাদিতে শিফা রেখেছেন মানে এই নয় যে এগুলো অসুস্থতা থেকে সুস্থতা দান করে! আল্লাহ তায়া'লা চাইলে আমাদের ভাত না খেয়েও বাচা যেতো, তেমনি আল্লাহ তায়া'লা চাইলে ঔষধ ব্যতিরেকে ই সবাইকে সুস্থ করতে পারেন।

■ঙ.গাইরুল্লাহর নিকট সম্মান কামনা করা:

গাইরুল্লাহর নিকট সম্মান কামনা করা শির্ক কেননা সম্মান কেবল আল্লাহ তায়া'লা ই দিতে পারেন।

দলীল:

১."বলুন,হে রাজাধিরাজ আল্লাহ, আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন। যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন আর যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন। সকল কল্যাণ তো আপনার ই হাতে। [কুরআন ০৩:২৬-২৭]

উল্লেখ্য, রাস্তাঘাটে মানুষ জন যখন আপনাকে সম্মান করে তার মানে এই না মানুষ ই সম্মানের মূল। বরং আল্লাহ তায়া'লা চেয়েছেন বলেই মানুষ আপনাকে সম্মান করেছে। আর সাধারণ সম্মান শির্কের অন্তর্ভুক্ত ও নয়, যেমন এই বলা যে - তুমি আমাকে সম্মান করবে, ইত্যাদি।

■চ.গাইরুল্লাহর নিকট জীবন কামনা করা:

গাইরুল্লাহর নিকট মৃত ব্যক্তির জন্য জীবন কামনা করা নিঃসন্দেহে শির্ক। কারণ জীবন, প্রাণদান, মৃত্যু কেবল ই মহামহিম আল্লাহ তায়া'লার নিকটে।

দলীল:
১."আর আল্লাহর আদেশে লিপিবদ্ধ নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত কেউ ই মৃত্যুমুখে পতিত হয় না।"[কুরআন ০৩:১৪৫]

২."তিনি ই জীবন দান করেন এবং তিনি ই মৃত্যু ঘটান, আর তোমরা সবাই তার কাছে ই প্রত্যাবর্তিত হবে।"[কুরআন ১০:৫৬]

■মঙ্গল কামনায় যারা মঙ্গল শোভাযাৎরা করবে এবং ভাববে বিভিন্ন প্রাণী / ছবি কিংবা মূর্তি মঙ্গল আনবে, এরা সবাই আকাট্টা মুশরিক।

৪.মূর্তিপূজা করা:

কেউ যদি কোনো মূর্তিকে পূজা করে কিংবা তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তাহলে ওই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে মুশরিক।

দলীল:

১."আর ইব্রাহিম বলল, দুনিয়ার জীবনে তোমাদের মধ্যে পরস্পরিক ভালোবাসার জন্যই তো তোমরা আল্লাহকে ছাড়া মূর্তিদেরকে গ্রহণ করেছো। তারপর কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পর পরস্পরকে অভিশাপ দিবে, আর তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম আর তোমাদের জন্য থাকবে না কোন সাহায্যকারী।"[কুরআন ২৯২৫]

২."আর যখন ইবরাহিম তার পিতা আযরকে বলেছিল, আপনি কি মূর্তিগুলোকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করছেন? নিশ্চয়ই আমি আপনাকে ও আপনার জাতিকে স্পষ্টভাবে গোমরাহীতে নিমজ্জিত দেখছি।"[কুরআন ০৬:৭৪]

৩."সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবে না। আর তারা তাদের ডাক সম্বন্ধে অবহিতও নয়। যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্রিত করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের উপাসনাকে অস্বীকার করবে।"[কুরআন ৪৬:৫-৬]

🔴৫.কবর পূজা এবং গাইরুল্লাহ কে সিজদা দেয়া:

কবর পূজা তো নিঃসন্দেহে শির্ক। কবরের নিকট প্রার্থনা করা, কিছু চাওয়া এবং এর উদ্দেশ্য কুরবানি দেয়া শির্ক।

এবার আসি গাইরুল্লাহ কে সিজদা দেয়ার ব্যাপারে:

গাইরুল্লাহ কে সিজদা দেয়া মূলত দুই প্রকার:

~১.ইবাদাতের উদ্দেশ্যে সিজদা দেয়া। এটা নিঃসন্দেহে শির্ক।

~২.সম্মানের উদ্দেশ্যে। এটা সুস্পষ্ট হারাম কিন্তু শির্ক না।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "সিজদা দু ধরণের। একটি হলো ইবাদাতের উদ্দেশ্যে সিজদা অন্যটি হলো সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সিজদা।"

এবং তিনি বলেন,"মুসলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে আল্লাহ তায়া'লা ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা দেয়া যাবে না।"

প্রথম ক্ষেত্রে শির্ক এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কবীরা গুণাহ! - এই মত শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহিম রাহিমাহুল্লাহ এবং শাইখ আব্দুল আজিজ আব্দুল লতীফ রাহিমাহুল্লাহ এর ও!

🔴৬.গাইরুল্লাহর নিকট শাফাআত এবং হিদায়াত কামনা করা:

গাইরুল্লাহর নিকট শাফাআত এবং হিদায়াত প্রার্থনা করা শির্ক।

দলীল:
১."বলো, সুপারিশ কেবল আল্লাহর ই।"[কুরআন ৩৯:৪৪]

আল্লাহ তায়া'লা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং যাদেরকে ইচ্ছা শাফাআতের অনুমতি দিবেন। সুতরাং শাফাআত শুধু মাত্র আল্লাহর নিকট ই চাইতে হবে। আর কেউ যদি তার পীরের নিকটা শাফাআত চায় আর পীর ও যদি তার সাথে রাজি হয়, তবে দুজন ই শির্কে লিপ্ত। একে তো নিজেকে আলিমুল গাইব মনে করার, আরেকটা শাফাআত এর।

তেমনি, হিদায়াত ও কেবল আল্লাহর হাতে!
দলীল:
১."নিশ্চয়ই আপনি যাকে ভালোবেসেছেন, তাকে হিদায়াত দিতে পারবেন না।"[কুরআন ২৮:৫৬]

হিদায়াত মূলত দুই প্রকার।

~প্রথম প্রকার হিদায়াত আল্লাহ তায়া'লা অনুগ্রহ করলে বান্দার অন্তরে দিয়ে থাকেন। এটাই মূলত প্রধান হিদায়াত।
~অন্যটি হলো নির্দেশ সূচক হিদায়াত। যেমন: প্রত্যেক নবী এবং রাসুলগণ মানুষকে হিদায়াতের পথে আহবান করেন।

🔴৭.বিভিন্ন স্মৃতিস্তম্ভ, স্মৃতিসৌধ কিংবা ভাষ্কর্য:

বিভিন্ন ভাষ্কর্য কিংবা স্মৃতিসৌধের প্রতি সম্মান জানানো নিকৃষ্ট কবীরা গুণাহ এবং শির্কের দ্বার উন্মোচনকারী। কেউ যদি সাধারন সম্মানার্থে বিভিন্ন সৌধে কিংবা ভাষ্কর্য তে ফুল দেয় তাহলে সে কবীরা গুণাহগার হবে। কিন্তু কেউ যদি এই নিয়্যাতে সম্মান জানায় যে ওই ভাষ্কর্য মঙ্গল বয়ে আনবে, শান্তি আনবে! - তাহলে ওই ব্যক্তি মুশরিক।

১.খলীফা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সময় তাকে সংবাদ দেওয়া হল যে, কতিপয় মানুষ ঐ বৃক্ষের উদ্দেশ্যে যাতায়াত করে যে বৃক্ষের নিচে সাহাবীগণ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে বায়াআত করেছিলেন। অতঃপর তিনি ঐ বৃক্ষকে কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন। [ফাতহুল বারী]

২.কায়েস ইবনু আবী হাযেম বলেন,"আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যায়নাব নামক আহমাস গোত্রীয় এক মহিলার নিকট গেলেন। তিনি দেখলেন, সে কথা বলে না। তিনি বললেন, সে কথা বলে না কেন? লোকেরা বলল, তার হজ্বটি এমন যাতে সে নীরবতা পালন করছে। আবু বকর তাকে বললেন, তুমি কথা বল। তোমার এ নীরবতা পালন অবৈধ। এটি জাহিলিয়াতের যুগের কাজ। অতঃপর সে মহিলাটি কথা বলল।"[সহীহ বুখারী]

আর এটা হলো মুশরিকদের সাদৃশ্য গ্রহণ যা নিঃসন্দেহে হারাম।

৩.রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করবে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই একজন বলে গণ্য হবে।"[সুনান আবি দাউদ]

৪.শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,!"আল্লাহর কিতাব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত, খোলাফায়ে রাশিদীনের আদর্শ ও সকল আলিম একমত যে, মুশরিকদের বিরোধিতা করতে হবে এবং তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা যাবে না। [মাজমুউল ফাতওয়া]

উল্লেখ্য, পৃথিবীতে শির্কের দ্বার এসব মূর্তি-ভাষ্কর্যের মাধ্যমে ই শুরু হয়।

🔴৮.বিধান প্রণয়ন এবং মানবরচিত বিধান দিয়ে শাসন করা:
চতুর্থ নাক্বিদে এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

🔴৯.ঝাড়ফুঁক এর মাধ্যমে শির্ক:

ঝাড়ফুঁক মূলত দুই প্রকার। একটি হলো শির্কমুক্ত এবং অন্যটি হলো শির্ক যুক্ত।

■শির্কমুকত ঝাড়ফুঁক:

এ ধরনের ঝাড়ফুঁক কুরআনের মাধ্যমে কিংবা আল্লাহর সিফাত পাঠ করার মাধ্যমে করা হয়। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এধরণের ঝাড়ফুঁক করেছেন এবং অনুমতি দিয়েছেন।

দলীল:
১.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"...যদি তাতে শির্কি কোনোকিছু না থাকে, তাহলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই।"[সহীহ মুসলিম]

ইমাম সুয়ূতি রাহিমাহুল্লাহর মতে তিন শর্তে ঝাড়ফুঁক বৈধ। সেগুলো হলো:

১.ঝাড়ফুঁক অবশ্যই কুরআন কিংবা আল্লাহর আসমা ওয়া সিফাত দিয়ে হতে হবে।

২.অবশ্যই আরবি ভাষায় হতে হবে।

৩.স্বয়ং ঝাড়ফুঁকের প্রভাব আছে বিশ্বাস করা যাবে না। একমাত্র আল্লাহর কুদরতে ই প্রভাব সৃষ্টি হয়।

■শির্কিযুক্ত ঝাড়ফুঁক:
আল্লাহ তায়া'লা ব্যতীত অন্য কারো নাম বা বস্তুর নাম নিয়ে ঝাড়ফুঁক করা বড় শির্ক।

১০.তাবিজের মাধ্যমে শির্ক:

তাবিজ ও দুই ধরনের হয়ে থাকে।

■প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হলো কুরআনের আয়াত, আল্লাহ তায়া'লার আসমা ওয়া সিফাত লিখে তাবিজ ব্যবহার করা। কয়েকজনের মতানুসারে এটা জায়িয এবং তাদের মতে তাবিজ যে শির্ক ওইটা শির্কি তাবিজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কিন্তু ইবনু আব্বাস, ইবনু মাস'উদ, হুযাইফা এবং অধিকাংশ তাবিঈদের মতে তাবীয ঝুলানো জায়িয নয়।

অধিকাংশ আলিমদের মতানুসারে দ্বিতীয় মত অধিকতর শুদ্ধ কিন্তু এই মানে এই নয় যে প্রথম মত কেউ মানলে সে মুশরিক হয়ে যাবে। তবে যেহেতু তাবিজ শির্কের দ্বার খুলতে পারে, তাই না ব্যবহার করা ই উত্তম।

■দ্বিতীয় প্রকার:
কেউ যদি আল্লাহর নাম ব্যতীত মঙ্গল এবং বিপদমুক্তির বা কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যে জ্বিন বা কোনো বস্তুর নাম সম্বলিত তাবীয, বিভিন্ন বস্তু ঝুলায় তাহলে সে শির্ক করলো। এগুলো বড় শির্ক।

অনেকে আল্লাহর নাম বিকৃত করে, কিংবা প্রাচীন কোনো শয়তানী সভ্যতার যাদুমন্ত্রের আদলে, কিংবা কোনো কুফরী এবং শির্কি নকশার মাধ্যমে তাবীয

ব্যবহার করে এবং এতে বিশ্বাস করে। এটা নির্জলা শির্ক এবং কাউকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

আর এ ব্যাপারে জোড়াতালি দিয়ে তাবীল করা শির্ক আর কুফরের পথ খুলে দেয়।

অনেকে আল্লাহর এমন নাম সাব্যস্ত করে যা আল্লাহ বলেননি, এবং ওই নামের দায়িত্বে জ্বিন আছে বিশ্বাস করেন এবং কোনো নকশার মাধ্যমে তা থেকে কল্যাণ লাভ করা যাবে তা বিশ্বাস করেন। এটাও নির্জলা কুফর।

🔴১১.জ্বিনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা:

জ্বিনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হারাম যদিওবা এতে শির্কি এবং কুফরি কর্মকাণ্ড না করা হয়। জ্বিনের উপর নির্ভর হওয়া এবং জ্বিনের উপস্থিতি তে কিছু চাওয়া অনেকের মতে ছোট শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু জ্বিনের নিকট জীবন, সন্তান, রিজিক ইত্যাদি চাওয়া বড় শির্ক। এবং অনেকে গাইব জানতে জ্বিনের দারস্থ হোন, এটা সুস্পষ্ট কুফর।

অনেকে যেকোনো জ্বিন আনার জন্য তাদের নামে কুরবানি করেন কিংবা উপাসনা করেন! এটা নির্জলা শির্ক এবং কাউকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

[কুরবানি এবং গাইরুল্লাহর ইবাদাত নিয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, তাই এ ব্যাপারে আর অতিরিক্ত দলীল দিবো না]

সংশয় নিরসন:

⬛১. প্রশ্ন: অনেকে বলে যে আদম আলাইহিসসালাম কে ফিরিশতারা সিজদা দিয়েছে, অতএব আমরা যদি কোনো গাইরুল্লাহ কে সিজদা দেই তাহলে দোষের কিছুই নেই। এক্ষেত্রে কি করণীয়?

উত্তর:
প্রথমত, কাউকে যদি ইবাদাতের উদ্দেশ্যে সিজদা দেয়া হয় তবে এটা বড় শির্ক এবং যদি সম্মানার্থে সিজদা করা হয় এটা শির্ক নয়।

দ্বিতীয়ত, আদম আলাইহিসসালাম কে ফিরিশতা রা ইবাদাতের জন্য সিজদা করেননি বরং সম্মানের উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহর আদেশে করেছেন। অনুরূপভাবে, ইয়াকুব আলাইহিসসালাম ও তাদের পুত্ররা ইউসুফ আলাইহিসসালাম কে সিজদা করেছিল।

আদম আলাইহিসসালাম কে করা সিজদা সম্পর্কে ইমাম তাবারী, ইমাম ইবনু হাজম আন্দালুসি, ইমাম ইবনুল আরাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন যে, এই সিজদা হলো সম্মানের সিজদা, ইবাদাতের উদ্দেশ্যে নয়। তাই এই সিজদা শির্ক ছিল না।

তৃতীয়ত, সম্মানার্থে সিজদা দেয়া শির্ক নয়! এর মানে এই নয় যে গাইরুল্লাহ কে সিজদা করা জায়িয। বরং এটা নিষিদ্ধ।

কেননা, মুয়াজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়া থেকে এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সম্মানার্থে সিজদা করলেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সিজদা করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে সিজদা করার অনুমতি থাকলে তিনি নারীদেরকে স্বামীকে সিজদা করতে আদেশ করতেন। [সুনান ইবনু মাজাহ]
সুতরাং আমাদের উচিত গাইরুল্লাহ কে সিজদা না করা।

২.প্রশ্ন: সুলাইমান আলাইহিসসালাম তো জ্বিনদের সাহায্য নিতেন এবং জ্বিনদেরকে বিভিন্ন কাজ করার আদেশ করতেন। কিন্তু এটা আমাদের জন্য জায়িয নয় কিজন্য?

উত্তর:

সুলায়মান আলাইহিসসালাম এর জন্য ব্যাপার টা খাস ছিল। কিন্তু আমাদের জন্য তা নিষিদ্ধ, এমনকি শির্কের রাস্তা ও খুলে দিতে পারে!

৩. প্রশ্ন:অনেকে রিয়ার ভয়ে ইবাদাত থেকে বিরত থাকে, এমনকি ফরজ ইবাদাতের ক্ষেত্রেও, সুতরাং এক্ষেত্রে কি করণীয়?

উত্তর:
ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ ইবাদাত পালন না করা কবীরাহ গুণাহ। সুতরাং লৌকিকতার ভয় এখানে ওজর বলে গৃহীত হবেনা।

কোনো ব্যক্তি রিয়া নিয়ে সন্দেহে পতিত হলে আল্লাহ তা'আলার নিকটে আশ্রয় চাইবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়্যাতে ইবাদাত শুরু করবে।

আর লৌকিকতার ভয়ে আমল ত্যাগ করাও লৌকিকতার অন্তর্ভুক্ত। ইমাম ফুদ্বাইল ইবনু ইয়াদ্ব রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"মানুষের জন্য আমল ত্যাগ করা হলো লৌকিকতা এবং আমল করা হলো শির্ক। উভয় বিষয় থেকে মুক্ত থাকাই হলো ইখলাস।"[শুআবুল ঈমান,ইমাম বাইহাকী]

আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

■ তাওহীদ আল আসমা ওয়া সিফাতের শির্ক

আজ আমরা আলোচনা করবো তাওহীদ আল আসমা ওয়া সিফাতের শির্ক সম্পর্কে। প্রথমত আলোচনা করবো আসমা ওয়া সিফাত সম্পর্কে।

🔲তাওহীদ আল আসমা ওয়া সিফাত

তাওহীদ আল আসমা ওয়া সিফাত হলো আল্লাহ তায়া'লার সুন্দর নামসমূহ [আসমা] এবং গুণসমুহের [সিফাত] উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।
আহলুস সুন্নাহর আক্বীদাহ হলো: আল্লাহ তায়া'লার আসমা ওয়া সিফাতের ক্ষেত্রে কোনো বিকৃতিসাধন[তাহরীফ], ধরণ নির্ধারণ[তাকয়িফ], নিস্ক্রিয়করণ[তাতিল], সাদৃশ্যপ্রদান[তামসীল],তাশবীহ, তাজসিম ব্যতীত ঈমান আনা এবং উম্মাহর সালাফগণের অনুসৃত আক্বীদাহ গ্রহণ করা।

🔲তাওহীদ আল আসমা ওয়া সিফাতে শির্কের ধরণ:

তাওহীদ আল আসমা ওয়া সিফাতে শির্ক মূলত দুইভাবে হয়। সেগুলো হলো:
১.আল্লাহ কে গাইরুল্লাহর গুণাবলি আরোপের মাধ্যমে
২.গাইরুল্লাহ কে আল্লাহর গুণাবলি আরোপের মাধ্যমে

বিস্তারিত:
📚১.আল্লাহ তায়া'লা কে গাইরুল্লাহর গুণাবলি আরোপের মাধ্যমে শির্ক:

আল্লাহ তায়া'লা কে গাইরুল্লাহর গুণাবলি আরোপ করা নিঃসন্দেহে শির্ক। কারণ আল্লাহ তায়া'লা কারো মতো নন। তিনি অতুলনীয়, তিনি এক এবং একক।

দলীল:
১."তার মতো কিছুই নেই।"[কুরআন ৪২:১১]

যে ব্যক্তি আল্লাহ কে গাইরুল্লাহর গুণাবলি আরোপ করবে সে তার রব্বের সাথে কুফরি করলো।
এধরণের কিছু শির্কের উদাহরণ হলো, আল্লাহ তায়া'লা সন্তান আছে বিশ্বাস করা, তিনি খাবার গ্রহণ করেন এবং ঘুমান এবং মানবীয় কাজ করেন এই এই বিশ্বাস করা, তার সিফাতসমূহ মানুষের অঙ্গের মতো এই বিশ্বাস করা ইত্যাদি। পরবর্তীতে নির্দিষ্টভাবে এগুলো আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

📚গাইরুল্লাহ কে আল্লাহর গুণাবলি আরোপ করার মাধ্যমে শির্ক:

আল্লাহ তায়া'লার কোনো গুণাবলি যা আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট এবং আল্লাহ তায়া'লা ব্যতীত এই গুণ কোনো মাখলুকের নেই - সেক্ষেত্রে আল্লাহ তায়া'লার সাথে গাইরুল্লাহর তুলনা দেয়া কিংবা আল্লাহর গুণাবলি গাইরুল্লাহ কে আরোপ করা নিঃসন্দেহে শির্ক।

দলীলঃ
১."তার মতো কিছুই নেই।"[কুরআন ৪২:১১]

এধরণের শির্ক হলো গাইরুল্লাহ কে আলিমুল গাইব, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, চিরঞ্জীব ইত্যাদি বিশ্বাস করা!

📚নির্দিষ্ট আলোচনা:

আমরা এখানে নির্দিষ্ট করে উপরের দুই ধরনের অন্তর্ভুক্ত এবং আনুষাঙ্গিক শির্ক গুলো নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

🔵১.ঈসা আলাইহিসসালাম কে আল্লাহ তায়া'লার পুত্র বলা:

এটা নিঃসন্দেহে শির্ক এবং এটা খুব ভয়ংকর শির্ক। আল্লাহ তায়া'লা এক এবং অদ্বিতীয়। না তাকে জন্ম দেয়া হয়েছে, না কাউকে তিনি জন্ম দিয়েছেন।

দলীলঃ
১."না কাউকে তিনি জন্ম দিয়েছেন, না কেউ তাকে জন্ম দিয়েছে।"[কুরআন ১১২:০৩]

২."তারা বলে:আর রহমান সন্তান গ্রহণ করেছেন। তোমরা তো এক ভয়ংকর কথার অবতারণা করেছো। এতে যেনো আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে, এবং পর্বতসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে।যেহেতু তারা আর রহমানের উপর সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা আর রহমানের জন্য শোভনীয় নয়।"[কুরআন ১৯:৮৮-৯২]

৩."মারইয়াম পুত্র ঈসা মাসীহ আল্লাহর রাসুল।"[কুরআন ০৪:১৭১]

🔵২.আল্লাহ তায়া’লার সিফাত
গাইরুল্লাহর অঙ্গের মতো - এই বিশ্বাস করা:

আল্লাহ তায়া’লার সিফাত সম্পর্কে আমাদের আক্বীদাহ হলো কোনোরূপ কাইফিয়াহ,তাতিল, তামসিল, তাহরীফ ব্যতীত আল্লাহ তায়া’লার গুণাবলি সমূহ সাব্যস্ত করি এবং সিফাতসমূহের অর্থ করি।এবং আল্লাহর সিফাত কখনো সৃষ্টির মতো নয় এবং আল্লাহর সিফাত অনাদি এবং অনন্ত।

~কুরআন এবং সুন্নাহতে যেসব সিফাত এসেছে সেগুলোকে ইসবাত করবো এবং আমরা সেগুলোর অর্থ জানি।

দলীল:
ক.একটি হাদিস বর্ণনা করার এক পর্যায়ে সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ হেসে উঠলেন এবং তিনি জিজ্ঞেস করলেন,"আমি কিজন্য হাসলাম, তোমরা তা জিজ্ঞেস করবে না?" তিনি বলেন,"এভাবেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসেছিলেন।" সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন,"ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনি কিজন্য হাসলেন?" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: রব্বুল আলামিনের হাসির [দ্বিহক] কারণে।যখন সে[সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী] বলবে,"আপনি

বিশ্বজগতের রব্ব হওয়া সত্ত্বেও আমার সাথে হাসছেন?" আল্লাহ তা'আলা বলবেন,"আমি তোমার সাথে হাসছি না বরং আমি যা চাই, তা করতে সক্ষম।"[সহীহ মুসলিম]

এখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর একটি সিফাত হাসি তথা আদ দ্বিহককে সাব্যস্ত করেছেন এবং তা সম্পর্কে জানতেন।

খ.আবু ইউনুস সুলাইম ইবনু যুবাইর রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন: আমি আবু হুরায়রাকে এই আয়াতটি পড়তে শুনেছি,"নিশ্চয়ই.....আল্লাহ সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা।"[সুরা আন নিসার আয়াত ৫৮ পর্যন্ত]

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,"আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার বৃদ্ধ আঙ্গুলকে এবং তর্জনীকে দুই চোখের উপরে রাখতে দেখেছি।"

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,"আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে [আয়াতটি] পড়তে দেখেছি এবং তার আঙ্গুল দুটি রাখতে দেখেছি।"

ইবনু ইউনুস বলেন: আল মুকরী বলেন," <আল্লাহ নিশ্চয়ই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা> -এর অর্থ হলো আল্লাহর শ্রবণশক্তি এবং দর্শনশক্তি আছে।"

আবু দাউদ বলেন,"এতে জাহমিয়্যাহদের মতবাদ বাতিল হয়ে যায়।"[সুনান আবি দাউদ]

গ.আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: ইহুদী আলিমদের থেকে জনৈক আলিম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললো,"হে মুহাম্মাদ! আমরা [তাওরাতে] পাই যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশসমূহকে এক আঙ্গুলের উপর স্থাপন করবেন। যমীনকে এক আঙ্গুলের উপর, বৃক্ষসমূহকে এক আঙ্গুলের উপর, পানি এক আঙ্গুলের উপর, মাটি এক আঙ্গুলের উপর এবং অন্যান্য সৃষ্টি জগত এক আঙ্গুলের উপর স্থাপন করবেন। তারপর বলবেন, আমিই বাদশাহ।" রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সমর্থনে হেসে ফেললেন। এমনকি তার সামনের দাত প্রকাশ হয়ে পড়ে। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করলেন,"তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে না।"

ঘ.আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন: একদা এক ইয়াহূদী পাদরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে সম্বোধন করে বলল, "হে মুহাম্মাদ! অথবা [বলল] হে আবুল কাসিম! কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাআলা আকাশমণ্ডলীকে এক আঙ্গুলে, জমিনসমূহকে এক আঙ্গুলে, পাহাড় ও গাছপালাকে এক আঙ্গুলে; পানি ও মাটি এক আঙ্গুলে এবং সকল প্রকার সৃষ্টিকে এক আঙ্গুলে তুলে ধরবেন। তারপর এগুলো দুলিয়ে বলবেন,"আমিই বাদশাহ্, আমিই অধিপতি।" পাদরীর কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিস্ময়ের সাথে তার সত্যায়ন স্বরূপ হাসলেন। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন,[অর্থ]"তারা আল্লাহর যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেনি। কিয়ামাতের দিন সমস্ত পৃথিবী তার হাতের মুষ্ঠিতে এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে তার ডান হাতের মুঠোয়। পবিত্র ও মহান তিনি,তারা যাকে অংশীদার স্থাপন করে, তিনি তার থেকে অনেক উর্ধ্বে।"[সহীহ মুসলিম]

অন্য বর্ণনায় আছে ইয়াহুদী পাদরী বলেন,"আমরা [তাওরাতে] দেখতে পাই.....।"

উপরোক্ত হাদিস থেকে দেখা যায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথা সত্যায়ন করেছেন। তাওরাত হিব্রু ভাষার, ইয়াহুদী নিশ্চয় হিব্রু ভাষায় সেগুলো পড়েছে এবং সেগুলো বর্ণনা করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথাকে সত্যায়ন করেছেন।

এটা সুস্পষ্ট প্রমাণ করে যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিফাতের অর্থ জানতেন।

ঙ.আনাস ইবনু মালিক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "এমন কোন নবী প্রেরিত হন নি যিনি তার উম্মাতকে এই অন্ধ[একচক্ষু বিশিষ্ট] মিথ্যাবাদী[দাজ্জাল] সম্পর্কে সতর্ক করেননি। জেনে

রেখো, সে অন্ধ[একচক্ষু বিশিষ্ট], আর তোমাদের রব্ব অন্ধ নন। আর তার[দাজ্জাল] দুই চোখের মাঝখানে কাফির كَافِرٌ শব্দটি লিপিবদ্ধ থাকবে।"[সহীহ বুখারী]

আল্লাহ তায়া'লার সিফাত কখনো সৃষ্ট নয় এবং সৃষ্ট কোনোকিছুরই মতো নয়। সুতরাং কেউ যদি আল্লাহর সিফাত ইয়াদ [হাত] কে মানুষের সৃষ্ট ইয়াদের মতো বলে বিশ্বাস করে, তবে সে তার রবের সাথে শরীক স্থাপন করলো। আল্লাহর ইয়াদ তথা হাত আছে তাতে ঈমান এনেই থেমে যাবো, আল্লাহর হাত কেমন এসব প্রশ্ন কিংবা চিন্তা করবো না।

দলীল:
১."তার মতো কিছুই নেই।"[কুরআন ৪২:১১]

🔵৩.কাউকে আল্লাহ তায়া'লার মতো সর্বশ্রোতা, চিরঞ্জীব এবং আল্লাহর সিফাত অন্যকে সাব্যস্ত করার মাধ্যমে শির্ক:

আল্লাহ তায়া'লা ব্যতীত কেউ ই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, চিরঞ্জীব নয়।

দলীলঃ
১."তার মতো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা।"[কুরআন ৪২:১১]

🔵৪.গাইরুল্লাহ কে আলিমুল গাইব সাব্যস্ত করা অথবা বিশ্বাস করা যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাইব জানতেন:

প্রথমত আসি গাইব কি তা নিয়ে।

গাইব হলো অদৃশ্যের বা ভবিষ্যতের জ্ঞান। এক প্রকার গাইব হলো আপেক্ষিক। এ প্রকারের গাইব কারো নিকট জানা আছে, আবার অজ্ঞতার জন্য কারো নিকটে অজানা। এটা মূলত ইলমুল গাইব নয় কারণ এর জ্ঞান সবার নিকট অজানা নয়।

যেমন:ঢাকায় কোনো একটা ঘটনা ঘটলে তা সাথে সাথে চট্টগ্রামের মানুষের জন্য গাইবের খবর হলেও ঢাকার মানুষের জন্য নয়।

অন্য প্রকার গাইব হলো পরম গায়েব তথা আল গাইব আল মুতলাক। এ গাইব শুধুমাত্র মহান আল্লাহ তায়া'লা ই জানেন। তিনি ব্যতীত কেউ ই তা জানে না। গাইব বলতে মূলত আল গাইব আল মুতলাক কে ই বুঝানো হয়েছে।

শাইখ ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"গাইব হলো তা যা দেখা যায় না। এটা কখনো আপেক্ষিক। কিন্তু পরম গাইব বা আল গাইব আল মুতলাক শুধুই আল্লাহ তায়া'লার ই জানা।"[শারহুল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বিয়া]

একমাত্র আল্লাহ তায়া'লা ই গাইব এবং অদৃশ্যের খবর জানেন।

দলীল:
ক."বলো,আল্লাহ ব্যতীত নভোমণ্ডল ও ভূমন্ডলে কেউ ই গাইব এর এর জ্ঞান রাখে না।" [কুরআন ২৭:৬৫]

খ."সেই মহান আল্লাহর কাছে অদৃশ্য জগতের সমস্ত চাবি রয়েছে। সেগুলো একমাত্র তিনি ব্যতীত কেউ ই জানে না।"[কুরআন ০৬:৫৯]

গ."নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ আসমান ও জমিনের যাবতীয় গোপন বিষয় সম্পর্কে খুব ভালো করে ই অবগত আছি, এবং সব বিষয়েও জানি যা তোমরা প্রকাশ করো, আর যা তোমরা গোপন করো।"[কুরআন ০২:৩৩]

ঘ."তুমি বলো: আমি তোমাদেরকে এ কথা বলি না যে, আমার নিকট ধনভাণ্ডার আছে, আর আমি অদৃশ্য জগতের ও কোনো জ্ঞান রাখি না এবং আমি তোমাদেরকে এ ও বলিনা যে, আমি একজন ফেরেশতা। আমার যা কিছু ওহী রূপে প্রেরণ করা হয়,আমি শুধুমাত্র তার ই অনুসরণ করি।"[কুরআন ০৬:৫০]

ঙ."আর আমি [নবী] তোমাদেরকে একথা বলছিনা যে আমার নিকট আল্লাহর সকল ধনভাণ্ডার আছে। এবং আমি অদৃশ্যের কথা জানি না।"[কুরআন ১১:৩১]

চ."লোকেরা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। বলো:এর জ্ঞান শুধু আল্লাহর ই আছে। তুমি তা কিভাবে জানবে? কিয়ামত শীঘ্রই হতে পারে!"[কুরআন ৩৩:৬৩]

এই আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট যে কিয়ামতের জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহ তায়া'লার নিকটেই রয়েছে।

ছ."[হে রাসুলুল্লাহ] বলো:.....। আমি জানিনা আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কি করা হবে। আমি আমার প্রতি নাজিলকৃত ওহীর ই অনুসরণ করি। আমি এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।"[কুরআন ৪৬:০৯]

জ."যখন নবী তার স্ত্রীদের একজন কে গোপনে কিছু বলেছিলো, অতঃপর সে তা অন্যজনকে বলে দিয়েছিল এবং আল্লাহ তা নবী কে জানিয়ে দিয়েছিলো, তখন নবী কিছু অংশ ব্যক্ত এবং কিছু অংশ অব্যক্ত রাখলো। যখন নবী এটা তার স্ত্রী কে জানালো,তখন সে[উম্মুল মুমিনীন] বললো,"কে আপনাকে এটা জানালো?" নবী বললেন,"আমাকে অবহিত করেছেন তিনি যিনি সর্বজ্ঞ এবং সম্যক অবহিত।"[কুরআন ৬৬:০৩]

ঝ.যারা দাবি করে রাসুলুল্লাহ সাঃ গায়েব জানতেন তাদের জন্য নিম্নোক্ত আয়াত ই যথেষ্ট।
আল্লাহ তায়া'লা বলেন, "বলুন,আমি ভালো মন্দের মালিক নই;কিন্তু আল্লাহ যা চান। আমি যদি গাইব জানতাম তবে প্রচুর ভালো ভালো জিনিস নিয়ে আসতাম এবং কোনো কষ্ট ই আমাকে স্পর্শ করতো না। আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী এবং সুসংবাদদাতা -যারা আমার কথা মানে তাদের জন্য। "[কুরআন ০৭:১৮৮]

তবে আল্লাহ তায়া'লা তার অসীম প্রজ্ঞার আলোকে এবং কোনো উদ্দেশ্যে তার কোনো নবী ও রাসুলকে গাইব এর কিছু বিষয়ে অবহিত করেন। কি উদ্দেশ্যে তা

অবহিত করেন তা শুধুমাত্র আল্লাহ তায়া'লা ই জানেন। তিনি ততটুকু ই প্রকাশ করেন যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন।

ঞ."তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী ;তিনি তার অদৃশ্যের জ্ঞান কারো নিকটে প্রকাশ করেন না, তার মনোনীত রাসুল ব্যতীত।"[কুরআন ৭২:২৬-২৭]

বিভিন্ন হাদিস থেকে দলীল:

ক.মা আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, "যে ব্যক্তি তোমাকে বলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় রবকে দেখেছেন তাহলে সে মিথ্যা বললো কেননা আল্লাহ বলেছেন কোনো চক্ষু তাকে দেখতে পায় না। আর যে ব্যক্তি বলবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাইব জানেন তাহলে সে ও মিথ্যা বললো কারণ আল্লাহ বলেন, গাইব জানেন একমাত্র আল্লাহ।"[সহীহ বুখারী]

খ.ইবনু উমার রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,"গাইবের চাবি হলো পাঁচটি,যা আল্লাহ তায়া'লা ব্যতীত কেউ ই জানে না। ১.কেউ জানে না যে আগামীকাল কি ঘটবে, ২.কেউ জানে না যে আগামীকাল সে কি অর্জন করবে, ৩.কেউ জানে না যে মায়ের গর্ভে কি আছে, ৪.কেউ জানে না যে সে কোথায় মারা যাবে, ৫.কেউ জানে না যে কখন বৃষ্টি হবে।"[সহীহ বুখারী]

গ.সালিম ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে প্রায় হুবহু(খ) বর্ণনা ই এসেছে।অতিরিক্ত- কিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞান বাদে। [সহীহ বুখারী]

ঘ.মাসরুক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, ".........আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা আরো বলেন, যে ব্যক্তি বলে যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী ব্যতীত আগামীকাল কি হবে তা অবহিত করতে পারেন, সেও আল্লাহর উপর ভীষণ অপবাদ দেয়। কেননা আল্লাহ তায়া'লা বলেন, " বলো: আসমান ও জমিনে আল্লাহ ব্যতীত গাইব সম্পর্কে কেউ ই জানে না...।"[কুরআন ২৭:৬৫]।"[সহীহ মুসলিম]

বিভিন্ন তাফসীর:

১.তাফসির ইবনু কাসির

ক. সূরাহ নামল এর ৬৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ তার রচিত তাফসির ইবনু কাসির এ বলেন[ভাবানুবাদ এবং সংক্ষেপিত] - আল্লাহ তায়া'লা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বলার আদেশ দিচ্ছেন যে অদৃশ্যের খবর কেবল আল্লাহ তায়া'লা ই জানেন। আল্লাহ তায়া'লা ব্যতীত কোনো মানব, জ্বিন কিংবা ফিরিশতা গাইবের খবর জানে না। আল্লাহ তায়া'লা বলেন,"তার নিকটেই অদৃশ্যের চাবিকাঠি রয়েছে, তিনি ব্যতীত তা কেউ জানে না।"[কুরআন ০৬:৫৯]
আল্লাহ তায়া'লা আরেক জায়গায় বলেন, "কিয়ামতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন।"কুরআন ৩১:৩৪]
মা আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, "যে বলে যে,রাসুলুল্লাহ আগামীকালের কথা জানতেন সে আল্লাহ তায়া'লার উপর খুব বড় অপবাদ দিয়েছে। কেননা আল্লাহ তায়া'লা বলেন, '[হে রাসুল] তুমি বলে দাও যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউ ই অদৃশ্যের বিষয়ে জ্ঞান রাখে না এবং তারা জানে না যে কখন তারা পুনরুত্থিত হবে।'"

খ.সূরা জিন এর ২৬-২৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন[ভাবার্থ ও সংক্ষেপিত] - আল্লাহ তায়া'লা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন[ভাবার্থ] "হে নবী! আপনি মানুষকে বলে দিন যে কিয়ামতের কখন হবে তা আপনার নিকট অজ্ঞাত।"
অধিকাংশ অজ্ঞ লোক দাবি করে যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমিনের ভেতরের জিনিসের খবর ও জানেন কিন্তু এটা সম্পূর্ন ভুল এবং ভিত্তিহীন দাবী। কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামত কবে হবে তা সম্পর্কে জানতেন না। জিব্রাইল আলাইহিসসালাম যখন আগন্তুক রূপে এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে কিয়ামত কবে হবে তা তিনি জানেন না।

আল্লাহ তায়া'লা অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা,তিনি তার অদৃশ্যের জ্ঞান তার মনোনীত রাসুল ব্যতীত অন্য কারো নিকট প্রকাশ করেন না। তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন ঠিক ততটুকু ই প্রকাশ করে থাকেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেন, "যা তিনি ইচ্ছা করেন তার অধিক তার জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ব করতে পারে না।" [০২:২৫৫]
আল্লাহ তায়া'লা কাউকে যতটুকু জানাতে ইচ্ছা করেন ঠিক ততটুকু ই প্রকাশ করেন।

গ.সূরা আ'রাফের ১৮৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন [ভাবার্থ, সংক্ষেপিত] - উক্ত আয়াত দিয়ে আল্লাহ তায়া'লা রাসুলুল্লাহ সাঃ বুঝিয়েছেন যেনো তিনি[রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন ভবিষ্যতের জ্ঞান তার [রাসুলুল্লাহ] কাছেও নেই, তবে আল্লাহ তায়া'লা যেটা জানিয়ে দেন সেটা তিনি বলতে পারেন। [মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ এবং ইবনু জুরাইহ রাহিমাহুল্লাহ এর উক্তি এবং বাকি অংশ সংক্ষিপ্ত কলেবরের জন্য স্কিপ করা হয়েছে।]।

২. তাফসিরে মা'আরেফুল কোরআন

ক. [সূরা নামলের তাফসির]-
পয়গম্বরগণ আলিমুল গাইব নন:
ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এ থেকে পরিষ্কার যে নবী রাসুলগণ আলিমুল গাইব নন যে, তাদের সব জানা থাকবে।"

খ.[সুরা জিনের তাফসিরে] - রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাইব জানেন না মানে এই নয় যে তিনি গাইবের কিছুই জানেন না। বরং রিসালাতের জন্য যে পরিমাণ গাইবের খবর ও অদৃশ্য বিষয়াবলীর জ্ঞান রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেয়া অপরিহার্য, সে পরিমাণ গাইবের খবর আল্লাহ তায়া'লা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুব সুরক্ষিত পথে ওহীর মাধ্যমে দিয়েছিলেন।........। কোনো কোন লোক গাইব এবং গাইবের খবরের পার্থক্য জানে না। অনেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আলিমুল গাইব প্রমাণ করতে চায় এবং আল্লাহ তায়া'লার অনুরূপ ইলমুল গাইব তথা সৃষ্টির সব সম্পর্কে জ্ঞানবান মনে করে। এটা সুস্পষ্ট শির্ক। আল্লাহ তায়া'লা ওহির মাধ্যমে হাজারো

গাইবের বিষয়ে কাউকে জানালেও তিনি[যাকে জানানো হয়েছে] আলিমুল গাইব হবেন না।"

🔲যে বিশ্বাস করবে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কে সর্বদা গাইব জানে, তার বিধান কি?

গাইব জানা শুধু মহান আল্লাহ তায়া'লার ই অধিকার। আল্লাহ তায়া'লা ব্যতীত কেউ গায়েব জানে না, শুধু মাত্র আল্লাহ তায়া'লার নিকট ই গায়েবের চাবিকাঠি রয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা কুরআনের মধ্যে তা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে গায়েব শুধু তিনি ই জানেন। সুতরাং যে ব্যক্তি গায়েব জানার দাবি করবে কিংবা আল্লাহ তায়া'লা ব্যতীত অন্য কেউ গায়েব জানে বলে বিশ্বাস করবে নিঃসন্দেহে সে শির্কে লিপ্ত। আর মুশরিক সর্বদা জাহান্নামে থাকবে যদিনা পৃথবীতে থাকাকালীন সে তাওবাহ করে এবং দ্বীনের পথে ফিরে আসে।
আর কেউ এসব জেনেও যদি শির্ক করে তাহলে সে মুরতাদ বলে গণ্য হবে এবং তাওবাহ না করলে তার উপর মুরতাদের বিধান কার্যকর করা হবে।

শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদ হাফিঃ বলেন,"যে দাবি করবে সে অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে, সে কাফির। যে বিশ্বাস করবে আল্লাহ তায়া'লা ব্যতীত অন্য কেউ কেউ গায়েবের জ্ঞান রাখে তাহলে সেও কাফির।"

শাইখ ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি দাবি করবে সে গায়েবের জ্ঞান রাখে সে কাফির কারণ তার আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস রয়েছে...।"

⏺️ সংশয় এবং নিরসন:

⬛১.যারা দাবি করে গণক এবং জ্বিন গায়েবের খবর জানে এবং কিছুক্ষেত্রে প্রমাণ ও রয়েছে!

নিরসন:
জ্বিন কিংবা গণক কেউ ই গায়েব জানে না। বরং হাদিসে এসছে জ্বিনেরা ফেরেশতাদের নিকট থেকে সেসকল সংবাদের কিছু চুরি করে যা আল্লাহ তায়া'লা

ফেরেশতাদের নিকট অবতীর্ণ করেন। জ্বিনেরা সত্য সংবাদ ই চুরি করে এবং তাতে কিছু মিথ্যা মিশ্রিত করে গণক বা জ্যোতিষীর নিকটে পৌছায়। এটা কখনো গায়েব জানা নয়। [পূর্বে কুরআন এর আয়াত দ্রষ্টব্য]।
যে ব্যক্তি কোনো গণকের নিকট গেলো সে খুব বড় গুণাহগার। আর যে ব্যক্তি গণক গায়েব ও ভবিষ্যৎ জানে বলে বিশ্বাস করে কোনো গণকের নিকট গেলো, সে কাফির।

আর কোনো গণক বা জাদুকর নিঃসন্দেহে কাফির।

২.স্বপ্ন সম্পর্কিত এবং অনেক পাপী বিদ'আতি দাবি করে যে তারা স্বপ্নের মাধ্যমে এটা ওটা পেয়েছে!

নিরসন:

সত্য স্বপ্ন হলো নবুয়্যাতের অংশ কেননা রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন, "সত্য স্বপ্ন হলো নবুয়তের ৪৬ ভাগের ১ ভাগ।"[সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম]

কিয়ামতের সন্নিকটে অধিকাংশ স্বপ্ন ই সত্য হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"তা হবে কারণ নবুয়ত ও তার প্রভাব ওই সময় থেকে অনেক দূর হবে। তাই বিশ্বাসীদেরকে স্বপ্নের আকারে কিছু ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে যা তাদের জন্য সুসংবাদ আনবে কিংবা তাদেরকে বিশ্বাসে ধৈর্য এবং অবিচল থাকতে সাহায্য করবে।"[সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম]

স্বপ্ন মূলত তিনপ্রকার:
১.রাহমানি [যা আল্লাহ তায়া’লার নিকট থেকে আসে]
২.নাফসানি [যা মানসিক কারণে সৃষ্ট]
৩.শাইতানি [যা শয়তানের নিকট থেকে আসে]

নবী ও রাসুলগণের স্বপ্ন হলো ওহী যা খুবই সুরক্ষিত। তা ব্যতীত অন্যান্য সবার স্বপ্ন কুরআন এবং সুন্নাহ দ্বারা যাচাই করতে হবে। যদি কুরআন এবং সুন্নাহর আলোকে ঠিক থাকে তাহলে তা গ্রহণযোগ্য, অন্যথায় তা বাতিল।

বর্তমানে বহু ভ্রান্ত সুফি, বিদ'আতি এবং ভ্রান্ত আক্বীদাহর মানুষ স্বপ্নে পেয়েছে বলে এমন কাজের বৈধতা দাবি করে যা কুরআন এবং সুন্নাহর বিপরীত! এমন স্বপ্ন বা দাবি একদম ই বাতিল। হয় লোকের স্বপ্নটি শয়তান থেকে আগত, নয়তো লোকটি মিথ্যাবাদী।

কারণ সত্য স্বপ্ন আল্লাহ তায়া'লার নিকট থেকে আসে। আর আল্লাহ তায়া'লা এমন স্বপ্ন দিবেন না যা তার কালাম এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক।

কেউ যদি দাবি করে আল্লাহ তায়া'লা কুরআনের কিছু অংশ নাজিল করেছেন, কিছু করেনি বা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দাওয়াত সম্পুর্নরূপে দেননি, তাহলে সে ব্যক্তি কাফির।
কেউ যদি তা দাবি করে যে আল্লাহ তায়া'লা কাউকে স্বপ্নে নতুন ইবাদাত দিয়েছেন, বা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি এমন কিছু দিয়েছেন তাহলে সে ব্যক্তি ও কাফির। কারণ রাসুলুল্লাহ সম্পুর্ণরূপে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন এবং আল্লাহ তায়া'লা যা নাজিল করেছেন তার কিয়দাংশ ও তিনি গোপন করেননি।

সুতরাং স্বপ্নে পাওয়া কোনোকিছু ই শরী'আহর অংশ বলে গৃহীত হবে না।

⬛৩.যারা নিম্নোক্ত হাদিসটি উল্লেখ করে বলে যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলিমুল গাইব ছিলেন এর প্রমাণ এটি! -

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা কি ভাবো আমি কিবলামুখি হয়ে থাকি[আমি জানি না তোমরা কি করো]? আল্লাহর কসম! তোমাদের রুকু এবং সিজদা আমার নিকট গোপন নয়।"[সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম]

নিরসন:

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আলিমগণ বলেছেন: এর দ্বারা বুঝায় আল্লাহ তায়া'লা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য তার পিছনের জিনিস দেখার জন্য তার মাথার পিছনে সক্ষমতা সৃষ্টি করেছেন। এবং তিনি আরো অসাধারণ সক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। এটি যুক্তি বা পাঠ্য প্রমাণের বিপরীতে নয় বরং এটিকে নিশ্চিত করে। তাই আমাদের এর উপর ঈমান আনতে হবে।

এগুলো হলো রাসুলুল্লাহ সাঃ এর মুযিজা এবং নবুয়তের প্রমাণ।

ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"এর মানে এটা বুঝায় না যে তিনি সালাতের সময় মাথা ঘুরাতেন যেন তিনি দেখতে পান কিভাবে তারা সালাত আদায় করছে। যারা এমন ভাবে ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ তাদেরকে খণ্ডন করেছেন এবং বলেছেন এটা তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, তার একটি চিহ্ন এবং মুজিযা।" [ফাতহুল বারি, ইমাম ইবনু রজব]

ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন," সঠিক দর্শন হলো এই যে, এই দেখাটা বাস্তবিক এবং তা শুধুমাত্র রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য স্বতন্ত্র।"

মোটকথা হলো, আল্লাহ তায়া'লা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেক ক্ষমতা দান করেছেন, অনেক মুজিযা দেখানোর ক্ষমতা দিয়েছেন যা শুধুমাত্র রাসুলুল্লাহর জন্য ই প্রযোজ্য। এটা আল্লাহ তায়া'লার ইলমুল গাইব এর সাথে আদৌ সাংঘর্ষিক না কারণ আল্লাহ তায়া'লা তাকে এই ক্ষমতা দিয়েছেন যা হাদিসে বর্ণিত আছে। সাধারণ লোকজন সামনের জিনিস দেখতে পেলেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিছনের জিনিস দেখার ক্ষমতা ও রাখতেন। এর মানে তা বুঝায় না যে তিনি অদৃশ্য এবং ভবিষ্যতের খবর জানেন।

⬛৪.যারা দাবি করে তাদের কুরআন এবং সুন্নাহ দরকার নেই বরং তারা বিভিন্নভাবে গোপন জ্ঞান অর্জন করে থাকে। এবং যারা বলে সাধারণ মানুষের জন্য শরীয়াহ প্রযোজ্য কিন্তু তাদের/আউলিয়াদের জন্য প্রয়োজন আধ্যাত্মিক জ্ঞান।

নিরসন:

আশ শানকীতি বলেন:ইমাম কুরতুবী বলেন: আমাদের শায়খ আবুল আব্বাস বলেন:......যে ব্যক্তি এমন বলবে বা দাবি করবে, সে ব্যক্তি কাফির। তাকে তাওবার জন্য ডাকা হবে না, বরং তাকে সোজাসুজি হত্যা করতে হবে।"[সংক্ষেপিত এবং ভাবার্থ] - [তাফসিরে কুরতুবি]

⬛৫.কাশফ ও ইলহাম কি?
উমার রাদিআল্লাহু আনহু এর একটি ঘটনা কি এটা বুঝায় যে তিনি গাইব জানেন?

নিরসন:
কাশফ হলো নিজের নিকট অজানা কিছু বিষয় প্রকাশ পাওয়া এবং ইলহাম হলো কোনো ধরনের চেষ্টা ব্যতিরেকে ই নিজের মনে কোনো কিছু সম্পর্কে উদ্রেক হওয়া।

এটা হতে পারে সত্য কিংবা হতে পারে মিথ্যা। কিন্তু কাশফ ও ইলহাম কখনো শারঈ দলীল নয় এবং এর মাধ্যমে তা প্রমাণ হয় না যে কোনো ব্যক্তি আলিমুল গাইব।

এক ধরণের কাশফ হলো মনস্তাত্ত্বিক যা মুসলিম বা কাফির উভয়ের ক্ষেত্রে ই প্রকাশ পায়, এক ধরণের কাশফ হলো আধ্যাত্মিক এবং আরেকধরণের কাশফ হলো শয়তানিক যা জ্বিনের মাধ্যমে আসে।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি না যে মানুষ আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে কাশফ অর্জন করতে পারে। এটা হলো মনস্তাত্ত্বিক কাশফ যা প্রথম প্রকার কাশফের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় প্রকার কাশফ

হলো তা যা জ্বিনের মাধ্যমে আসে। আর তৃতীয় প্রকারের কাশফ হলো সর্বোত্তম এবং তা ফেরেশতার মাধ্যমে আসে।"

গাইব সম্পর্কিত খবর মনস্তাত্ত্বিক উৎস, শয়তানিক উৎস কিংবা ফেরেশতা থেকে আসতে পারে। [ভাবার্থ এবং সংক্ষেপিত।"[আল সাফাদিয়্যাহ]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"আংশিক কাশফ হলো এমন কিছু যা মুমিন এবং কাফির, নৈতিক এবং অনৈতিক সবাই ভাগ করে নিতে পারে। যেমন একজনের বাড়িতে কি আছে, তার জামার নিচে কি লুকানো আছে কিংবা গর্ভে আগত সন্তান ছেলে বা মেয়ে কিনা। এটি কখনো শয়তান থেকে আসে কিংবা কখনো নিজের থেকে আসে তাই মুসলিম বা অমুসলিম সবার ক্ষেত্রেই এটা ঘটতে পারে। ইবনু সাইয়্যাদ রাদিআল্লাহু আনহু কাশফের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করেছিলেন যে তিনি তার জন্য কি লুকিয়ে রেখেছিলেন। তেমনিভাবে মিথ্যাবাদী মুসাইলামা ও কাশফের মাধ্যমে কিছু জিনিস জানতো যা তার নিকট শয়তানের মাধ্যমে আসতো যাতে সে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে।
......আল্লাহর বহু আউলিয়ার ক্ষেত্রে এমন আরো অনেক উদাহরণ আছে।[ভাবার্থ এবং সংক্ষেপিত]"[মাদারিজুস সালেকিন]

আমিরুল মুমীনিন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু এবং সারিয়াহ পাহাড়ের ঘটনাটি একদম সত্য।
এটি ছিল উমর রাদিআল্লাহু আনহু এর একটি কারামত। এবং তার আওয়াজ সারিয়াহ পাহাড় অবধি পৌঁছেছিল।

কিন্তু বর্তমানে অনেক ভ্রান্ত আক্বীদাহর লোক, ভ্রান্ত সুফি বিভিন্ন কাশফ ও এর সত্যতা দাবি করে থাকে। তাদের এ ধরনের কাশফ কোনো আধ্যাত্মিক কাশফ নয় বরং মনস্তাত্ত্বিক কাশফ। আধ্যাত্মিক কাশফ শুধুমাত্র তাদের ক্ষেত্রেই ঘটে যারা কুরআন এবং সুন্নাহ মোতাবেক জীবনযাপন করে। আর বর্তমানে কিংবা আগের অনেক সুফিদের নামে বহু বানোয়াট ঘটনা আছে একদম ই কুরআন ও সুন্নাহর

বিপরীত। নিঃসন্দেহে এগুলো মিথ্যা। কিন্তু অনেক সুফি আছে যারা শরী'আহ কে ঠিকভাবে অনুসরণ করে এবং পালন করে, তাদের ক্ষেত্রে কাশফ সত্য হতে পারে।

~আল্লাহ তায়া'লা তো বলেছেন যে গাইবের কিছু তিনি তার রাসুলগণের জন্য উন্মুক্ত করেন। তাহলে কী উমার রাদিআল্লাহু আনহু কিংবা আওলিয়ারা আল্লাহ তায়া'লার রাসুল??

কখনো তারা আল্লাহ তায়া'লার রাসুল নয়। আর উমার রাদিআল্লাহু আনহু এর এর কাজটুকু কোনো গাইব জানা নয়, বরং আল্লাহ তায়া'লা তার মাধ্যমে কারামত ঘটিয়ে মুসলিম বাহিনীকে রক্ষা করেছেন। এর মানে এই নয় যে উমর রাদিআল্লাহু আনহু আলিমুল গাইব ছিলেন।এটি সঠিক হয়েছিল, এবং তা ভুল ও হতে পারতো যেমনটা সচারাচর অন্য মানুষের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।
আল্লাহ তায়া'লা এর মাধ্যমে উমারকে কে সম্মানিত করেছেন, এবং আল্লাহর অনেক প্রিয় বান্দার মাধ্যমে ও ঘটিয়ে থাকেন।

কিন্তু এর মানে এই নয় যে রাসুলগণের মতো তাদের নিকট স্পষ্ট গাইব কে উন্মুক্ত করা হয় কিংবা তারা গাইব জানেন। বরং তা হলো আল্লাহ প্রদত্ত নিদর্শন যা তাদের মাধ্যমে আকস্মিক আল্লাহ তায়া'লার ইচ্ছায় প্রকাশ পেতে পারে। কোনো লোক ইচ্ছা করে তা অর্জন করতে পারে না।

আর কাশফ ও ইলহাম কখনো শরীআহ এর ভিত্তি নয়। কাশফ ও ইলহামে প্রাপ্ত কিছু ঘটবেই বলে বিশ্বাস করা যাবে না। আর যেকোনো ব্যক্তি কতৃক ই এসব প্রকাশ পায়! হোক সে কাফির কিংবা মুসলিম।

📒কারামাহ কি সত্য?

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের প্রসিদ্ধ আক্বীদাহ হলো উম্মাহর নেককার ব্যক্তিদের মধ্যে কারামাহ প্রকাশ পেতে পারে। মু'তাযিলা, জাহমিয়্যাহ এবং তাদের অনুসারীরা ই কারামাহ অবিশ্বাস করে। মু'জিযাহ হলো এমন বিস্ময়কর নিদর্শন যা

নবী এবং রাসুলদের মাধ্যমে প্রকাশ পায় এবং মু'জিযাহ প্রমাণস্বরূপ। কারামাত হলো কারামাহ শব্দের বহুবচন।

ইমাম আত ত্বহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"ওলীদের কারামাত সম্পর্কে যা আমাদের নিকটে পৌছেছে এবং যা বিশুদ্ধ বর্ণনার মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে, তার উপর আমরা ঈমান রাখি।"[আল আক্বীদাহ আত ত্বহাবিয়্যাহ]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"ইসলামের ইমাম এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ঐক্যমতে আওলিয়াদের কারামাত সত্য। যা কুরআনের একাধিক আয়াত, হাদিস দ্বারা, সাহাবী, তাবি'ঈ এবং অন্যান্যদের সুপ্রতিষ্ঠিত বর্ণনা দ্বারা নির্দেশিত। বিভিন্ন বিদ'আতী যেমন মু'তাযিলা, জাহমিয়্যাহ এবং তদের অনুসারীরা ই তা[কারামাত] প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু অনেকেই মিথ্যা কারামাতের দাবি করে এবং অন্যের কারামাত সম্পর্কে মিথ্যা বর্ণনা করে কিংবা গুলিয়ে ফেলে।"[মুখতাসার আল ফাতাওয়া আল মাসরিয়্যাহ]

ইমাম আস সাফারিনী রাহিমাহুল্লাহ কারামাত সম্পর্কে বলেন,"এমন অসাধারণ ঘটনা যা নবুয়্যাতের সাথে সম্পৃক্ত নয় কিংবা নবুয়্যাত থেকে অগ্রগণ্য নয়। এটা নেককার বান্দার মাধ্যমে ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ পায়।"

🔲কুরআনে উল্লেখিত কিছু আলৌকিক ঘটনা:

১."আর আমি মূসার মায়ের প্রতি নির্দেশ পাঠালাম:তুমি তাকে দুধ পান করাও। অতঃপর যখন তুমি তার ব্যাপারে আশঙ্কা করবে, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করবে। আর তুমি ভয় করবে না এবং চিন্তা করবে না। নিশ্চয় আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করব। অতঃপর ফির'আউন পরিবার তাকে উঠিয়ে নিল, পরিণামে সে তাদের শত্রু ও দুঃশ্চিন্তার কারণ হবে। নিশ্চয় ফির'আউন, হামান ও তাদের সৈন্যরা ছিল অপরাধী। আর ফির'আউনের স্ত্রী বলল,'এই শিশুটি আমার ও তোমার চক্ষু শীতলকারী, তাকে হত্যা করো না। আশা করা যায়, সে আমাদের কোন উপকারে আসবে। অথবা আমরা তাকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।' অথচ তারা উপলব্ধি করতে পারেনি।"[কুরআন ২৮:৭-৯]

২.সূরা আল কাহাফে বর্ণিত ঘটনা।

তাছাড়া আরো অনেক বর্ণনা পবিত্র কুরআনে রয়েছে।

🔲কারামাতের ক্ষেত্রে কিছু আলোচনা:

১. আল্লাহর প্রিয় হবার জন্য যে কারামাত ঘটতে হবে এর কোনো আবশ্যকতা নেই। কেননা অনেক সাহাবী ছিলেন যাদের মাধ্যমে কারামাত প্রকাশ পায়নি।

২. আলৌকিক কিছু ঘটলেই কেউ আউলিয়া হয়ে যায় না। কেননা, পাপী কিংবা কাফিরের মাধ্যমে ও আলৌকিক কিছু ঘটতে পারে। ফাসিক কিংবা কাফিরের মাধ্যমে আলৌকিক কিছু সংঘটিত হলে তাকে মূলত ইসতিদরাজ বলা হয়। ফাসিক এবং কাফিররা ও জ্বিনের সহযোগিতায়, যাদুবিদ্যার মাধ্যমে কিংবা সাধনার মাধ্যমে কাশফ অর্জন করে আলৌকিক কিছু দেখাতে পারে।

সুতরাং তার কারামাত সত্যের বেশি নিকটবর্তী যে ব্যক্তি কুরআন এবং সুন্নাহর অধিক নিকটবর্তী।

৩. কারো কারামাত বলামাত্র বিশ্বাস করা যাবে না যতক্ষণ না তা বিশ্বস্ত এবং বিশুদ্ধ সূত্রে জানা যাচ্ছে এবং যদিনা সেই ব্যক্তি সুন্নাহর অধিক নিকটবর্তী না হয়।

🔲 মু'জিযাহ এবং কারামাত:

এখানে মু'জিযাহ এবং কারামাতের মিল-অমিল নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে। যার ফলে কারামাতের বৈশিষ্ট্যগুলো ও প্রতীয়মান হবে।

১.মু'জিযাহ কেবল নবী রাসুলদের জন্য নির্দিষ্ট কিন্তু কারামাত আল্লাহর প্রিয় যে কারো মাধ্যমে প্রকাশ পেতে পারে।

২.মু'জিযাহ সুস্পষ্ট দলীল এবং দ্বীনের নিদর্শন কিন্তু কারামাত সুস্পষ্ট দলীল নয়।

৩.মু'জিযাহর মাধ্যমে পুরো দ্বীন কিংবা অনেকে লাভবান হয় কিন্তু কারামাতের মাধ্যমে মূলত যার মাধ্যমে কারামাত সংঘটিত হয়েছে সে ই লাভবান হয়।

৪.মু'জিযাহ আল্লাহর ইচ্ছা এবং অনুমতিতে নবীদের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। কারামাত আল্লাহর ইচ্ছায় সংঘটিত হয় এবং মূলত যার মাধ্যমে কারামাত সংঘটিত হয় তিনি কারামাতের ব্যাপারে অজ্ঞাত থাকেন।

🔲কারামাতের কিছু উদাহরণ:

১.কায়স ইবনু আবি হাজম বর্ণনা করেন:আমি খালিদ ইবনু ওয়ালিদ কে হীরাহ তে দেখেছিলাম। তার সম্মুখে কিছু পরিমাণ বিষ আনা হলো এবং তিনি জিজ্ঞেস করেন,"এগুলো কি?" তারা বললো,"বিষ, যা অল্পসময়ে মৃত্যু ঘটায়।" তিনি বিসমিল্লাহ বলে বিষটুকু গিলে ফেললেন এবং তার সাথে কিছুই হলো না [অর্থাৎ, বিষ তার উপর প্রভাব বিস্তার করেনি]।[শারহ উসুল ই'তিক্বাদ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ]

২.সাবিত আল বুনানী বর্ণনা করেন: আমি আনাসের সাথে ছিলাম যখন তার গোমস্তা তার নিকটে এসে বলেন,"ওহে আবু হামজা, আমাদের ভূমি খুবই শুষ্ক। আনাস... এবং ওযু করলেন, অতঃপর মরুভূমিতে গেলেন এবং দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন, অতঃপর দু'আ করলেন। এবং আমি দেখলাম আকাশে মেঘ জমছে, অতঃপর বৃষ্টি হলো যতক্ষণ না সবকিছু পরিপূর্ণ হলো।..."[শারহ উসুল ই'তিক্বাদ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ]

৩.নাফি ইবনু আবি নু'আঈম বর্ণনা করেন: আবু জা'ফার ইয়াযীদ ইবনুল কা'কা আল ক্বারীর মৃত্যুর পর যখন তার দেহ ধৌত করা হচ্ছিল, তারা [লোকজন] তার কন্ঠনালি এবং বুকের মধ্যে তাকালো এবং তারা দেখলো তা মুসহাফের পৃষ্ঠার মতো দেখলো।সেখানে উপস্থিত কেউই এ ব্যাপারে সন্দেহ করেনি যে সেটা কুর'আনের আলো ছিল। [তাহযীব আল কামাল]

৪.এটা বর্ণিত আছে যে, হারিস ইবনু নু'মান বলেনঃ ইবরাহীম ইবনু আদহাম ওক বৃক্ষ থেকে তরতাজা খেজুর সংগ্রহ করতেন।[তারীখ দিমাশক]

৫.আবু মুসলিম আল খাওলানী থেকে মুহাম্মদ ইবনু যিয়াদ আল আলহানী এবং তার[ইবনু যিয়াদ] থেকে থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একজন মহিলা তার স্ত্রীকে তার বিরুদ্ধে রূপান্তর করলেন, তাই তিনি তার বিরুদ্ধে দু'আ করলেন এবং সে[মহিলা] তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে। অতঃপর, সে[মহিলা] তার নিকটে আসলেন এবং বলেন,"হে আবু মুহাম্মদ, আমি এই এই করেছি, কিন্তু আর করবো না।" তিনি বলেন,"হে আল্লাহ, সে যদি সত্য বলে থাকে তাহলে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিন।" এবং সে তার দৃষ্টি পুনরায় ফিরে পেলো।[হিলইয়াত আল আউলিয়া]

বিভিন্ন সংশয় এবং তার নিরসন:

১.আমাদের এলাকায় অনেক লোক দাবী করে অমুক বুজুর্গ খুব কারামাত দেখিয়েছেন। অথচ ও কথিত বুজুর্গ একজন কথিত পীর, সে বিভিন্ন শির্কী বিশ্বাস লালন করে, বিদ'আতী কাজে লিপ্ত থাকে এবং প্রবৃত্তির অনুসারী। তার কারামাতের ব্যাপারে আমার বিশ্বাস কি হবে?

নিরসন:
প্রথমত, কারো মাধ্যমে আলৌকিক কিছু ঘটলে সেটার সত্যতা সম্পর্কে অবগত হতে হবে।
দ্বিতীয়ত, এটা দেখতে হবে যে, যার মাধ্যমে কারামাহ প্রকাশ পেয়েছে সে কুরআন এবং সুন্নাহর নিকটবর্তী কিনা।

কেননা, আলৌকিক ঘটনা কোনো কাফির কিংবা ফাসিকের মাধ্যমে প্রকাশ পেতে পারে। কোনো কাফির কিংবা ফাসিক জাদুবিদ্যা কিংবা ধোকার মাধ্যমে আলৌকিক কিছু দেখাতে পারে। সেগুলো আদৌও কারামাত নয়।

তৃতীয়ত, শির্ক, বিদ'আত এবং প্রবৃত্তির অনুসরণে লিপ্ত ব্যক্তি মূলত দ্বীনের শত্রু।

১.."নিশ্চয়ই আল্লাহর সাথে শরীক করা চরম জুলুম।"[কুরআন ৩১:১৩]

২."নিশ্চয়ই আল্লাহ শরীক করার পাপ ক্ষমা করেন না।..।"[কুরআন ০৪:৪৮]

৩."নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। আর জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।"[কুরআন ০৫:৭২]

৪."যদি তারা শির্ক করত, তবে তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল হয়ে যেতো।"[কুরআন ০৬:৮৮]

৫.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুণাহের খবর দিবো না?" তারা বললেন, "জ্বি, অবশ্যই ইয়া রাসুলুল্লাহ।" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন," আল্লাহর সাথে শির্ক করা এবং পিতামাতার অবাধ্য হওয়া।"[বুখারী]

৬.ইরবাদ ইবনু সারিয়াহ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,"...তিনি [রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন] বলেন,"..প্রত্যেক নব আবিষ্কার ই হলো বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আত ই ভ্রষ্টতা।" [সুনান আবি দাউদ]

৭.ইমাম ফুদ্বাইল ইবনু ইয়াদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"আমি শ্রেষ্ঠ লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, তাদের সবাই ছিল আহলুস সুন্নাহ এবং তারা আহলুল বিদ'আহর সঙ্গ দিতে নিষেধ করতেন।"[শারহ উসুল ইতিক্বাদ আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ]

৮.ইমাম লাইস ইবনু সা'দ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"আমি যদি প্রবৃত্তির কোনো অনুসারীকে পানির উপরে হাটতে দেখতাম, তবুও আমি তার নিকট থেকে[কিছু] গ্রহণ করতাম না।" ইমাম শাফি'ঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"তিনি [লাইস] অল্পই বলেছেন।আমি যদি তাকে বাতাসে হাটতে দেখতাম, তবুও আমি তার নিকট

থেকে[কিছু] গ্রহণ করতাম না।"[আল আমর বিল ইত্তিবা ওয়ান নাহী আনিল ইবতিদা, আস সুয়ুতী]

৯.ইমামু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"..বিদ'আত পরিত্যাগ করা এবং প্রত্যেক বিদ'আত ই পথভ্রষ্টতা।.... আহলুল আহওয়াদের [প্রবৃত্তির অনুসারী] সাথে বসা পরিত্যাগ করা।"[উসুলুস সুন্নাহ]

⬛২.কাউকে নির্দিষ্ট করে আল্লাহর নিকটতম বন্ধু [আউলিয়া] বলা যাবে কিনা?

নিরসন:
শাইখ ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ যাকে আউলিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয় তাকে মুসলিমরা কুরআন এবং সুন্নাহ দিয়ে যাচাই করবে। যদি তারা কুরআন এবং সুন্নাহর নিকটবর্তী হয়, তাহলে আমরা আশা করতে পারি যে সে একজন আউলিয়া কিংবা আল্লাহর নিকটতম বন্ধু। কিন্তু যদি তারা কুরআন এবং সুন্নাহর বিরুদ্ধে যায়, তাহলে সে আল্লাহর আউলিয়াদের অন্তর্ভুক্ত নয়।..আল্লাহ তাআলা বলেন,"মনে রেখো, আল্লাহর বন্ধুদের না কোনো ভীতি আছে, আর না তারা বিষন্ন হবে।যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো।"[কুরআন ১০:৬২-৬৩]
....
যাইহোক, আমরা কাউকে নির্দিষ্টভাবে[আউলিয়া] বলতে পারিনা, কিন্তু সাধারণভাবে বলতে পারি যে, প্রত্যেক মুমিন এবং ধার্মিক ব্যক্তিই আল্লাহর একজন বন্ধু।[ফাতাওয়া মুহিম্মাহ]

⬛৩.মু'জিযাহ, কারামাহ এবং জাদুবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য কি?

নিরসন:
ক.মু'জিযাহ কেবল নবীদের মাধ্যমে প্রকাশ পায় এবং তা প্রমাণস্বরূপ। যেহেতু নবুয়্যাতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে, সেহেতু এখন মু'জিযাহ অসম্ভব।

খ.কারামাহ কিয়ামত অবধি আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাদের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে।কারো মাধ্যমে প্রকাশিত আলৌকিক ঘটনার বিশুদ্ধ খবর পৌছলে এবং সে

যদি মুমিন হয় এবং আল্লাহ ও বান্দার অধিকারসমূহ পূর্ণ করে এবং কুরআন-সুন্নাহর নিকটবর্তী হয়, তাহলে সেটাকে কারামাত মনে করবো।

গ.এমন কারো মাধ্যমে যদি আলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায় যে কিনা শরীয়াহ থেকে দূরে এবং কুরআন সুন্নাহর নিকটবর্তী নয়, তাহলে তার ঘটনা শয়তানের পক্ষ থেকে নয়তো জাদুবিদ্যা!

🔵৫.বিশ্বাস করা যে বান্দা আল্লাহর সাথে একাকার হয়ে যায়।

আমাদের দেশের অনেক মানুষ ফানাফিল্লাহ, বাকাবিল্লাহ নামক কুফরি আক্বীদাহ লালন করে। অথচ কেউ জেনেশুনে এসব আক্বীদাহ তে বিশ্বাস করলে সে কাফির হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ আমরা ফানাফিল্লাহ, বাকাবিল্লাহ, ওয়াহদাতুল ওজুদ, হুলুল, ইত্তিহাদ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

প্রথমত আলোচনা করবো ফানাফিল্লাহ এবং বাকাবিল্লাহ নিয়ে।

ক.ফানাফিল্লাহ:
ফানা শব্দের অর্থ বিনষ্ট হয়ে যাওয়া। মূলত ফানাফিল্লাহ বলতে বুঝায় আল্লাহ তায়া'লার সাথে অবস্থান করা। অর্থাৎ এক জিনিসে আল্লাহ তায়া'লা এবং কোনো সৃষ্টি আলাদা ভাবে অবস্থান করা কিংবা আল্লাহ তায়া'লার সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করাকে ফানাফিল্লাহ বলে।

খ.বাকাবিল্লাহ:
মূলত বাকাবিল্লাহ বলতে বুঝায় আল্লাহ তায়া'লার সাথে স্থায়ীভাবে বিলীন হয়ে যাওয়া।

ফানাফিল্লাহ এবং বাকাবিল্লাহ সম্পর্কিত আক্বীদাহ হলো হুলূল, ওয়াহদাতুল ওজুদ এবং ইত্তিহাদ।

এবার আলোচনা করবো হুলূল এবং ইত্তিহাদ নিয়ে ইনশাআল্লাহ।

হুলূল এবং ইত্তিহাদ নিয়ে শায়খ মুনাজ্জিদ হাফি: সুন্দর ব্যখ্যা করেছেন:-

শায়খ মুনাজ্জিদ হাফি: এর ফাতাওয়া:

আলহামদুলিল্লাহ। হুলূল ও ইত্তিহাদ শব্দ ওয়াহদাতুল উজুদ সংক্রান্ত পরিভাষার অন্তর্ভূক্ত। এই দুই শব্দ আক্বিদার কিতাবে প্রচুর পরিমাণে এসে থাকে। এটি সূফি ও বাতিনীদের পরিভাষার অন্তর্ভূক্ত। একইভাবে এটি ব্রাক্ষ্মবাদ [হিন্দু], বৌদ্ধ ও অন্যান্য ভ্রান্ত ধর্মের গ্রন্থসমূহেও এসে থাকে।

১.হুলূল:

ক.সাধারণ পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে দুটি বস্তুর একটি অন্যটিতে শোষিত হওয়া বা প্রবেশ করা। এটি হচ্ছে সম্পূর্ণ রূপে মিশ্রিত হওয়া।

আল জুরজানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"পরিপূর্ণ হুলুল দ্বারা বোঝানো হয় দুইটি দেহ এমনভাবে একাকার হওয়া যে, এদের একটিকে ইশারা করা অন্যটিকে ইশারা করার সমান। যেমন একটি কমলার ভিতর তার রসের অবস্থান। অপরিপূর্ণ হুলূল দ্বারা বোঝানো হয় দুই দেহের একটি অন্যটির আধার বা পাত্র। যেমন জগের মাঝে পানি।"[আত তারিফাত, পৃষ্ঠা ৯২]

হুলূল হচ্ছে দুইটি অস্তিত্বকে সাব্যস্ত করা, যার একটি অপরটির মাঝে বিদ্যমান রয়েছে। সূফি ও অন্যান্যদের মধ্যে যারা এ [হুলুল] শব্দটি ব্যবহার করে তার অর্থ হচ্ছে সৃষ্টি সমূহ কিংবা কিছু সৃষ্টির মাঝে আল্লাহর অনুপ্রবেশ বা বিদ্যমান থাকা।

খ.হুলূলের প্রকারভেদ:
হুলূল দুই ভাগে বিভক্ত।

১.ব্যাপকভাবে হুলূল:

এটি হচ্ছে এই বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ সকল বস্তুর মাঝে বিদ্যমান রয়েছেন। তবে এই হুলূল হচ্ছে সেই ধারণার অনুরূপ যেখানে মানবদেহে রব্ব প্রবেশ করেন বলে ধারণা করা হয়, যদিও দুটি সত্ত্বা [অর্থাৎ স্রষ্টা ও সৃষ্টি] আলাদা এবং স্বতন্ত্র বলে সাব্যস্ত করা হয়। অর্থাৎ তিনি যার মাঝে প্রবেশ করেছেন তার সাথে একাকার হয়ে যান নি। বরং তিনি সকল স্থানে বিচ্ছিন্নতা সহ বিরাজমান। এটি দুই পৃথক সত্ত্বার সাব্যস্তকরণ। এটি জাহমিয়্যাহ ও তাদের অনুরূপদের বক্তব্য।

২.নির্দিষ্টভাবে হুলূল:

এটি হচ্ছে এই বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ তার কিছু সৃষ্টির মাঝে প্রবেশ করেন। পাশাপাশি এই বিশ্বাস রাখা যে, এখানে একজন হচ্ছেন স্রষ্টা এবং একজন হচ্ছেন সৃষ্টি।

এটি হচ্ছে খ্রিস্টানদের কিছু উপদলের বিশ্বাস যে, ঈশ্বর অর্থাৎ আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্ল মানবদেহে অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালামের মাঝে প্রবেশ করেছেন এবং ঈসা আলাইহিস সালামের দুইটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে: ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্য যখন তিনি ওহীর মাধ্যমে কথা বলতেন এবং মানবিক বৈশিষ্ট্য যখন তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল।

একইভাবে কিছু চরমপন্থী রাফেযি [শিয়া] যেমন: নুসাইরি সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা আলী ইবনু আবি তালিবের মাঝে প্রবেশ করেছেন। তিনি [আলী] হচ্ছেন ইলাহ। ফলে তার মাঝে ঐশ্বরকিতা প্রবেশ করেছে। এটি তাদের মৌলিক আক্বীদাহগুলোর একটি।

২.ইত্তিহাদ:

ক. ইত্তিহাদ এর অর্থ হচ্ছে দুইটি বস্তুর এক হয়ে যাওয়া। আল জুরজানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"ইত্তিহাদ হচ্ছে দুটি বস্তুর মিশ্রণ, যাতে করে তা একটি বস্তুতে পরিণত হয়।"[আত তারিফাত, পৃষ্ঠা ৯]

খ.যারা এই ধারণায় বিশ্বাস করে তাদের পরিভাষা অনুযায়ী, আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্ল তার সৃষ্টি সমূহ কিংবা কিছু সৃষ্টির সাথে একাকার হয়ে গেছেন এই অর্থে যে, সমস্ত সৃষ্টি জগতের অস্তিত্ব কিংবা তার কিছু অংশের অস্তিত্ব হল স্বয়ং আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্ল এর অস্তিত্ব।

গ.ইত্তিহাদের প্রকারভেদ:

১.ব্যাপকভাবে ইত্তিহাদ:
যা ওয়াহদাতুল উজুদ নামেও অভিহিত করা হয়। এটি এরূপ বিশ্বাস রাখা যে, অস্তিত্ব সম্পন্ন সকল কিছুই হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ। অপর ভাষায়, সৃষ্টিকর্তা তাঁর সকল সৃষ্টির সাথে একাকার হয়ে আছেন। এটিই ওয়াহদাতুল উজুদের অর্থ। যারা এরূপ বিশ্বাস করে তাদেরকে ইত্তিহাদিয়্যাহ বা আহলে ওয়াহদাতুল উজুদ নামে অভিহিত করা হয়। যেমন: ইবনুল ফারিদ, ইবন আরাবী এবং অন্যান্যরা।

২.নির্দিষ্ট ইত্তিহাদ:
এটি হল এই বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্ল কিছু সৃষ্টির সাথে একাকার হয়েছেন, কিন্তু অন্যান্যদের সাথে তা হন নি। যারা এতে বিশ্বাস করে তারা তাঁকে বর্জ্য ও নিকৃষ্ট পদার্থের সাথে একাকার হওয়া থেকে পবিত্র বলে থাকে। তারা বলে, তিনি নবীগণ কিংবা ধার্মিক কিংবা দরবেশ কিংবা অন্যান্যদের সাথে একাকার হয়েছেন। ফলে তারা স্বয়ং আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্ল এর অস্তিত্বে পরিণত হয়ে গিয়েছে। এটি খ্রিস্টানদের কিছু উপদলের ধারণার মত যারা বিশ্বাস করে যে, প্রভু মানবদেহের সাথে একাকার হয়েছেন এবং উভয়ে একই জিনিসে পরিণত হয়েছেন। এটি হুলূলে বিশ্বাসীদের বিপরীত যারা বিশ্বাস করে যে, তার [অর্থাৎ ঈসার] দুইটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ঐশ্বরিক ও মানবিক। যারা ইত্তিহাদে বিশ্বাস করে তাদের মতে একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে আর যারা হুলুলে বিশ্বাস করে তাদের মতে দুইটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

~হুলূল ও ইত্তিহাদের মধ্যকার পার্থক্য

হুলূল ও ইত্তিহাদের মধ্যে পার্থক্যের সারকথা নিম্নরূপ:

১.হুলূল হচ্ছে দুইটি সত্বা সাব্যস্ত করা। অপরদিকে ইত্তিহাদ হচ্ছে একটি মাত্র সত্বা সাব্যস্ত করা।

২.হুলূলের মত অনুযায়ী তারা [অর্থাৎ দুটি সত্বা] বিচ্ছিন্ন হতে পারে, যেখানে ইত্তিহাদ এরূপ ধারণাকে স্বীকার করে না।

~হুলূল ও ইত্তিহাদের পার্থক্য স্পষ্টকারী কিছু উদাহরণ:

অনেক উদাহরণই আছে। যেমন: চিনিকে যখন নাড়াচাড়া ব্যতিরেকে পানিতে রাখা হয় তখন এটি হুলূল [প্রবেশ]। কেননা এখানে দুইটি স্বত্বা আছে। তবে যখন একে পানিতে নাড়াচাড়া করা হয় তখন এটি ইত্তিহাদ [একাকার] হয়ে যায়। কেননা একে আবার বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কিন্তু যদি পানিতে অন্য কিছু রাখা হয়, যেমন কাঠি রাখা হল। তবে একে হুলূল বলা হয়, ইত্তিহাদ নয়। কেননা কাঠি এক জিনিস, পানি আরেক জিনিস। এদের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা প্রযোজ্য রয়েছে।

~এই আক্বীদাহগুলোর বিধান এবং কোনটি বেশি মারাত্মক:

কোন সন্দেহ নেই যে, হুলূল ও ইত্তিহাদের বক্তব্য সবচেয়ে মারাত্মক প্রকারের কুফর ও ইলহাদ বা ধর্মহীনতা। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। তবে হুলূলের চেয়ে ইত্তিহাদ অধিক মারাত্মক। কেননা এটি হচ্ছে হুলূলের বিপরীতে একই স্বত্বা হয়ে যাওয়ার আক্বীদাহ। এরপর তিনি সকল কিছুতে একাকার হয়ে আছেন এই বক্তব্য, কিছু সৃষ্টির মাঝে ইত্তিহাদ করেছেন এই বক্তব্যের চেয়ে অধিক মারাত্মক।

সংক্ষেপে হুলূল ও ইত্তিহাদের আক্বিদা প্রকাশ্য বাতিল। মানুষের মস্তিষ্ক থেকে এটি বিলুপ্ত করতে ইসলামের আগমন হয়েছে। কেননা এই আক্বিদা এটি হিন্দুবাদী, গ্রীক, ইহুদি, খ্রিষ্টীয় ও অন্যান্যদের মাযহাব ও দর্শন সমূহ থেকে গৃহীত। এই আক্বিদা প্রতারণা ও মিথ্যাচারের উপর দণ্ডায়মান।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম আল হামাদ এর "মুসত্বালাহাত ফিল কুতুবিল আক্বাইদ" গ্রন্থ থেকে [পৃষ্ঠা ৪২-৪৭] সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তন সহ উল্লিখিত। আল্লাহ অধিক জ্ঞাত।

ফাতওয়া সমাপ্ত
ফাতওয়া লিংক: https://islamqa.info/en/147639

কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফদের আলোকে হুলূল এবং ইত্তিহাদ বা ফানাফিল্লাহ-বাকাবিল্লাহ কুফর এবং বাতিল।

যারা ফানাফিল্লাহ এবং বাকাবিল্লাহ তে বিশ্বাসী তারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যাচার করে। তারা বান্দার দেহে আল্লাহ তায়া'লা প্রবেশ করে এবং মিশে যেতে পারে বলে দাবি করে। অথচ আল্লাহ তায়া'লা এসব থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

৩. অনেকে বিশ্বাস করে ফানাফিল্লাহ পর্যায়ে গেলে নাকি কোনো ইবাদাত করা লাগে না। অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম , তার সাহাবীগণের জন্যেও ইবাদাতের ব্যাপারে ছাড় দেয়া হয়নি। বরং তারা মৃত্যুর পূর্বমূহুর্ত অবধি সালাত সালাত করেছেন।

কেউ যদি কোনো ফরজ ইবাদাতের ফরজিয়্যাত কে অস্বীকার করে তাহলে নিঃসন্দেহে সে কাফির। এটা সর্বকালের সব আলিম এবং মুসলিমের জানা ব্যাপার।

তাহলে এদের ব্যাপারে কাফিরের বিধান ছাড়া আর কি হতে পারে যারা দাবি করে তাদের জন্য ইবাদাত লাগে না!!

মোটকথা হুলূল, ইত্তিহাদ এবং ওয়াহদাতুল ওজুদ - এসব হলো নিকৃষ্ট কুফরি আকীদাহ। এগুলো সম্পর্কে জেনেও যে ব্যক্তি এগুলোকে বিশ্বাস করবে সে নিঃসন্দেহে কাফির হয়ে যাবে। সে তাওবাহ করে পুনরায় দ্বীন ইসলামে প্রবেশ না করলে তাকে হত্যা করা হবে। এই আক্বীদাহ লালনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তায়া'লার উপর অপবাদ দেয়া হয় এবং দ্বীন ইসলামের বহু অকাট্য বিধানকে অস্বীকার করা হয়।

নোট:
শায়খ মুনাজ্জিদ হাফি: এর ফাতওয়া টা অনুবাদ করেছেন এক অচেনা ভাই এবং রিএডিট করেছি আমি।

কুরআন কি সৃষ্ট?

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহর বিশ্বাস হলো কুরআন মহান আল্লাহ তায়া'লার বাণী ও তা অন্যান্য সৃষ্টির মত সৃষ্ট নয়। কুরআন আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে নাজিলকৃত এবং তা আল্লাহ তা'আলার কাছেই ফিরে যাবে। এর কোনোরূপ ধ্বংস হবেনা।

মহান আল্লাহ কুরআন এর শব্দসমূহ বলেছিলেন যেমনভাবে তিনি বলেন, এবং জিব্রিল আলাইহিসসালাম মহান আল্লাহর নিকট থেকে কুরআন শ্রবণ করেন এবং তা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট নিয়ে আসেন।

আল্লাহ তা'আলার সিফাতসমূহ সৃষ্ট নয়। আল্লাহ তা'আলার সিফাত সমূহ কোনোরূপ শুরু ব্যতিরেকেই অনন্ত। আল্লাহ তা'আলার শব্দাবলি তার সিফাতের অন্তর্ভুক্ত এবং কুরআন ও এর অন্তর্ভুক্ত। কুরআন যেহেতু মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী, সুতরাং তা আল্লাহর সিফাত এবং তা সৃষ্ট নয়।

মুতাজিলা সহ আরো কিছু ভ্রান্ত দল কুরআন কে সৃষ্ট মনে করতো।

ইমাম আত ত্বহাবী রাহিমাহুল্লাহ তার আকীদাহ'র গ্রন্থে উল্লেখ করেন,"নিশ্চয়ই কুরআন আল্লাহর কালাম, যা আল্লাহর নিকট থেকে কথা হিসেবে শুরু হয়ে এসেছে, তবে এর কোনো ধরণ নির্ধারণ করা যাবে না।............... অতএব আমরা জেনে নিলাম ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করলাম যে, এ কুরআন আল্লাহর কালাম এবং তা মানুষের কথার সাথে সাদৃশ্য রাখে না।"

ইমাম ইবনু আবিল আল-ইজ্জ আল হানাফি রাহিমাহুল্লাহ শারহ আক্বীদাহ আত ত্বহাবিয়্যাহতে বলেন,"আল্লাহ তা'আলা অনন্তকাল থেকে কথা বলেছিলেন যেমন..

তিনি কথা বলবেন। তার কথা/বাণী অনন্ত যদিও কোনো স্বতন্ত্র কথা অনন্ত নয়। এটাই সুন্নাহ ও হাদিসের ইমামগনের মতামত।"এবং তিনি বলেন আল্লাহ তা'আলার কালাম মাখলুক নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আর আল্লাহ যখন বলবেন: হে মারইয়ামের পুত্র.........!"[কুরআন ৫:১১৬]

উক্ত আয়াত দ্বারা স্পষ্ট যে মহান আল্লাহ তা'আলা কথা বলেন এবং তার কথা শোনা যাবে। এবং তাও প্রতীয়মান হয় কাগজে লিপিবদ্ধ করা আয়াতসমূহ মহান আল্লাহ তা'আলার ই বাণী।

সূরা আল আ'রাফের ৫৪ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি ও নির্দেশ উভয় শব্দই আলাদা করে বলেন। সৃষ্টি করা ও নির্দেশ করা উভয়ই তার সিফাত। যার কোনো সৃষ্টি বা বিনাশ নেই। কোনোকিছু তখনই সৃষ্টি হবে যখন আল্লাহ তা'আলা আদেশ/নির্দেশ করবেন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তার ব্যাপার শুধু এই যে, কোন কিছুকে তিনি যদি 'হও' বলতে চান, তখনই তা হয়ে যায়।"[কুরআন ৩৬:৮২]

এটা সুস্পষ্ট যে আল্লাহর আদেশ যদি সৃষ্ট হয় তাহলে ওই আদেশের জন্য আরো আদেশ সৃষ্টি করা লাগতো। যা হবার মতো নয়। কারণ সৃষ্ট হলে তো একবার আদেশের জন্য আরো আদেশ লাগতো।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "[ইমাম আহমাদ সূরা নাহলের প্রথম আয়াত বলেন] এবং আল্লাহর নির্দেশ হলো তার শব্দ ও তার ক্ষমতা এবং এগুলো সৃষ্ট নয়। সুতরাং আল্লাহর কিতাবকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করবেন না যা শোনালে নিজের সাথে বৈপিরীত্যবাদী হয়।"

ইমাম সুফইয়ান ইবনু উয়াইনাহ আল-হিলালি আল-হাফিজ কতৃক এই ইস্যুটি উঠলে তিনি বলেন,"[কুরআন ৭:৫৪] আয়াতের ক্ষেত্রে সৃষ্টি বলতে আল্লাহ তা'আলা কতৃক সৃষ্টি এবং আদেশ হচ্ছে কুরআন।"

সুরাহ আর রাহমানে [কুরআন ৫৫:১-৩] আল্লাহ তা'আলা তার জ্ঞান [যা তিনি শেখান] এবং তার সৃষ্টি করার সিফাত কে আলাদা করেছেন। তিনি বলেছেন: তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। কুরআন হলো তার জ্ঞান যা তার সিফাত কিন্তু মানুষ হলো তার সৃষ্ট জীব। আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান শুরু ব্যতিরেকেই অনন্ত ও তা সৃষ্ট নয়।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বলেন: আব্দুর রহমান আল কাজ্জাজ আমাকে বলেছিলেন,"আল্লাহ সেখানে ছিলেন এবং কুরআন ছিলো না। আমি তাকে বললাম,"তাহলে [আপনি যা বলছেন তা হল] আল্লাহ সেখানে ছিলেন এবং তার কোন জ্ঞান ছিল না!" তিনি চুপ করে রইলেন, কারণ যদি তিনি দাবি করতেন যে আল্লাহ আছেন এবং তার কাছে যে জ্ঞান ছিল না তবে তিনি আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে যেতেন।

যদিও যুক্তির খাতিরে মেনে নেয়া হয় যে আল্লাহর বাণী সৃষ্ট তাহলে দুটি দৃশ্যপট সামনে আসে-

১.এগুলো আল্লাহ তা'আলার সিফাতের অংশ হিসেবে সৃষ্ট এবং তা বিদ্যমান রয়েছে।
২.অথবা তা আল্লাহর থেকে পৃথক।

যেখানে দুটি প্রেক্ষাপট ই ভুল ও বাতিল।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"কুরআন আল্লাহ তা'আলার বাণী। তা মাখলুক বা সৃষ্ট নয়। যে ব্যক্তি মনে করে যে, কুরআন আল্লাহর মাখলুক [সৃষ্ট] সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে। আর যে ব্যক্তি কুরআন আল্লাহর কালাম বলে চুপ থাকে অর্থাৎ মাখলুক না, কি মাখলুক নয় সে ব্যাপারে কোন মন্তব্য করে না-সে প্রথম ব্যক্তির থেকেও নিকৃষ্ট।"

⬛ অনেকে একটি ব্যাপার নিয়ে মতপার্থক্য করেন-
১.আল্লাহ তা'আলা থেকে জিব্রিল আলাইহিস সালাম কুরআন শ্রবণ করেন এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে নাজিল করেন,
২.মানুষ তার সৃষ্ট অঙ্গ দিয়ে কুরআন সংরক্ষণ করেন। এক্ষেত্রে কুরআন সৃষ্ট কিনা??

ইমাম আল বুখারী রাহিমাহুল্লাহ এ নিয়ে বিশদভাবে লিখেছেন। আবু আবদুল্লাহ ইবনু ইসমাঈল বলেছেন," আমি উবায়দুল্লাহ ইবনু সাঈদ কে বলতে শুনেছি: আমি ইয়াহিয়া ইবনু সাঈদকে বলতে শুনেছি: আমি সর্বদা সাহাবীদের বলতে শুনেছি যে মানুষের কাজ সৃষ্টি হয়।
আবু আবদুল্লাহ বলেছেন: তাদের চলন, কন্ঠস্বর, কাজ ও লেখার সৃষ্টি হয়। যে কুরআন তিলাওয়াত , মুসহাফে লিখিত এবং মানুষের মুখস্থ আছে, এটি আল্লাহ তা'আলার বাণী এবং তা সৃষ্ট নয়।"

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমরা যখন কুরআন তিলাওয়াত করি তখন তা নিজেদের তৈরি হওয়া কন্ঠে করি, যা আল্লাহ তা'আলার কন্ঠের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হতে পারেনা। আমরা যে কুরআন তিলাওয়াত করি তা আল্লাহর নিকট থেকে প্রেরিত কিন্তু তা আল্লাহর নিকট সরাসরি শুনা নয়। আমরা বরং নিজেদের কন্ঠ দিয়ে তা তিলাওয়াত করি। শব্দগুলো আল্লাহ তা'আলার বাণী কিন্তু কন্ঠ হলো তিলাওয়াতকারীর।"[মাজমু' আল ফাতাওয়া ১২/৫৩]

আল্লাহ তায়া'লা ভালো জানেন।

📙 <u>দ্বিতীয় নাক্বিদ:</u>

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার মাঝে অন্যদেরকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে ও তাদের কাছে প্রার্থনা জানায়, তাদের নিকট সুপারিশ কামনা করে এবং তাদের উপর ভরসা করে, সে আলিমদের ইজমা অনুযায়ী কাফির।

📚ব্যখ্যা:
এটাও শির্কের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু সমাজে এটা বেশি হয় বিধায় শাইখ রাহিমাহুল্লাহ একে আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন।

যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়া'লা এবং তার মাঝে অন্যদেরকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে এবং তা কামনা করে যা আল্লাহ তায়া'লা ই দিতে পারেন তাহলে সে ব্যক্তি আহলুল ইল্মের ঐক্যমতে কাফির।

দলীল:
ক."এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর ইবাদাত করে যারা অপকার করতে পারেনা,উপকার ও করতে পারে না। এবং তারা বলে:এরা হলো আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী।"[কুরআন ১০:১৮]

খ."তারা বলে:আমরা এজন্য ই এদের ইবাদাত করি যে,তারা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য এনে দিবে।"[কুরআন ৩৯:০৩]

শাইখ রাহিমাহুল্লাহ এখানে ইজমার কথা এনেছেন। উক্ত ইজমা ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, শাইখ সুলায়মান ইবনু আব্দুল্লাহ আন তাওদিহ আন তাওহীদ আল খালাকে , আল মারদাওয়ী আল ইনসাফে, আস সানানী আল ইতিকাদে,আশ শাওকানী আদ দুররান নাদিদ এ বর্ণনা করেন।

শাইখ রাহিমাহুল্লাহ তার রচিত মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহতে বলেন,"[জাহিলি যুগে]তারা দু'আ এবং ইবাদাতে নেককার ব্যক্তিদেরকে শরীক করতো। তারা এজন্য করতো যে এরা আল্লাহর নিকট তাদের জন্য সুপারিশ করবে।

...আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,
"এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর ইবাদাত করে যারা অপকার করতে পারেনা,উপকার ও করতে পারে না। এবং তারা বলে:এরা হলো আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী।"[কুরআন ১০:১৮]"

আরবের জাহিলি যুগে মানুষ আল্লাহ কে একমাত্র প্রতিপালক হিসেবে মানতো কিন্তু তারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য বহু মিথ্যা উপাস্যের ইবাদাত করতো যা নিঃসন্দেহে শির্ক। বর্তমানে অবস্থা এতো ই জঘন্য যে মানুষ কোনো গাইরুল্লাহকে প্রতিপালক অবধি ভাবে!

⬛একমাত্র আল্লাহ কে ডাকা এবং তার নিকট ই প্রার্থনা করা এবং কোনোকিছু চাওয়া:

আমাদের সব প্রয়োজন শুধুমাত্র আল্লাহ তায়া'লা কে ই বলতে হবে। আল্লাহ সরাসরি আমাদের সবকিছু শুনেন। তাই আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে কোনো মাধ্যম স্থাপন করা যাবে না।
দলীল:
ক."কোনো আহবানকারী যখন আমাকে আহবান করে, তখনই আমি তার আহবানে সাড়া দেই।"[কুরআন ০২:১৮৬]

খ."না!বরং তোমরা শুধু তাকেই ডাকো।"[কুরআন ০৬:৪১]

[এ ব্যাপারে বিস্তারিত লেখা শির্ক সম্পর্কিত লেখায় রয়েছে। তাই এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি।]

⬛মধ্যস্থতা স্থাপন:

মধ্যস্থতা দুই প্রকার-
১.আল্লাহ তায়া'লা থেকে বিভিন্ন তথ্য পেতে মধস্থতা:
এটি শুধু নবী রাসুলগণের কাজ কেননা তারা ব্যতীত কারো নিকট ই ওহী আসে না।

২.সাহায্য, ভরসা, শাফা'আত,নির্ভরতা, মুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে নির্ভরতা:

এটি ৫ প্রকার:

~ক.ওয়াজিব:
বিপদের সময়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা এবং সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর উপর ভরসা রাখা।

~খ.মুস্তাহাব:
আল্লাহর কাছে বার বার চাওয়া যাতে আল্লাহর ক্ষেত্রে আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়।

~গ.হালাল:
গাইরুল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া যা সে দিতে পারে। যেমন: কারো কাছে খাবার কিংবা টাকা চাওয়া। তবে বিশ্বাস করতে সব কিছুর রিজিকদাতা আল্লাহ তায়া'লা।

~ঘ.মাকরুহ:
গাইরুল্লাহ যেসব ব্যাপারে দিতে সক্ষম সেসব ব্যাপারে তার নিকটে বেশি চাওয়া। মূলত এটা নিষিদ্ধ।

~ঙ.মুহাররাম বা হারাম:
দু'আ, শাফা'আত এবং যা শুধু আল্লাহ ই দিতে পারেন সেসব ব্যাপারে বান্দা এবং আল্লাহর মধ্যে মধ্যস্থতা স্থাপন। এটা কুফর।

⬛সুপারিশ শুধু আল্লাহর হাতে:
সুপারিশ শুধু মাত্র আল্লাহর নিকট চাইতে হবে। আল্লাহ তায়া'লা ব্যতীত অন্যের নিকট প্রকৃত সুপারিশ কামনা করা শির্ক।
দলীল:
ক."বলো, সুপারিশ কেবল আল্লাহর ই।"[কুরআন ৩৯:৪৪]

সুপারিশ মূলত দুই প্রকার-

১.নেতিবাচক সুপারিশ:
এটি হারাম এবং এই ধরণের সুপারিশ হলো গাইরুল্লাহর নিকটে করা সুপারিশ যা গাইরুল্লাহ দিতে অক্ষম।

২.ইতিবাচক সুপারিশ:
এই সুপারিশের অনুমতি রয়েছে এবং সুপারিশ আল্লাহর নিকটেই করতে হবে।

এক্ষেত্রে সুপারিশ আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে হবে এবং সুপারিশ-প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকবে।

দলীল:
ক."কে আছে, যে তার নিকটে সুপারিশ করবে তার অনুমতি ব্যতীত?"[কুরআন ০২:২৫৫]

খ."আল্লাহ যার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন তার জন্যই শুধু তারা সুপারিশ করতে পারবে।"[কুরআন ২১:২৮]

▪️তাওয়াসসুল বা ওয়াসীলাহ:
তাওয়াসসুল বলতে বুঝায় ঐ পন্থা যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী হওয়া যায়।

তাওয়াসসুল প্রধানত দুই প্রকার-
ক.বৈধ তাওয়াসসুল
খ.অবৈধ তাওয়াসসুল

▪️ক.বৈধ তাওয়াসসুল বা ওয়াসীলা:
বৈধ ওয়াসীলা হলো সে ওয়াসীলা যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নিকটে দু'আ করা যায়। বিভিন্ন প্রকার বৈধ ওয়াসীলা হলো-

~১.আল্লাহ তা'আলার নাম এবং গুণাবলির মাধ্যমে/ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করা।

দলীল:
ক."আল্লাহর রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ, তোমরা তাকে সে নামে ডাকো।"[কুরআন ০৭:১৮০]

খ.আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতেন, তখন বলতেন,"হে চিরঞ্জীব, চিরন্তন সত্ত্বা! আপনার রহমতের ওয়াসীলায় আপনার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করছি।"[জামি আত তিরমিজি]

~২.নিজের ঈমান কিংবা সৎকর্মের ওয়াসীলায় দু'আ করা বৈধ।

দলীল:
ক."যারা বলে, হে আমাদের রব্ব!আমরা ঈমান এনেছি,সুতরাং আমাদের অন্যায়-অপরাধ ক্ষমা করে দিন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।"[কুরআন ০৩:১৬]

খ.সহীহ বুখারী এবং মুসলিমে উল্লেখিত হাদিস যেখানে তিনজন ব্যক্তি তাদের সৎকর্মের ওয়াসীলায় বিপদ থেকে মুক্তির দু'আ করেছিলো এবং আল্লাহ তাদের দু'আ কবুল করেছিলেন।

~৩.কাউকে দু'আর জন্য বলা অর্থাৎ অন্য কোনো মুমিন এবং পরহেজগার ব্যক্তিকে তার জন্য দু'আ করতে বলা। এটা বৈধ।

দলীল:
ক.আনাস ইবনু মালিক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: এক ব্যক্তি জুমু'আর দিন দারুল কাযার দিকের দরজা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করল। এ সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি রাসুলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে মুখ করে দাড়িয়ে বলল,"হে আল্লাহর রাসুল! ধন-সম্পদ নষ্ট হয়ে গেলো এবং রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেলো। আপনি আল্লাহ্‌র নিকট দুআ করুন যেন তিনি আমাদের বৃষ্টি দান করেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই হাত তুলে দুআ করলেন,"হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দান করুন।" আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন:আল্লাহর কসম! আমরা তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম মেঘ নেই, মেঘের সামান্য টুকরাও নেই। অথচ সাল'আ পর্বত ও আমাদের মধ্যে কোন ঘরবাড়ি ছিল না। তিনি বললেন, হঠাৎ সাল'আর ওপাশ হতে ঢালের মত মেঘ উঠে এল এবং মধ্য আকাশে এসে ছড়িয়ে পড়লো। অতঃপর প্রচুর বর্ষণ হতে লাগল। আল্লাহর কসম! আমরা ছয়দিন সূর্য দেখতে পাইনি। এর পরের জুমু'আয় সে দরজা দিয়ে এক ব্যক্তি প্রবেশ করল। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন দাড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি তাঁর সম্মুখে দাড়িয়ে বললো,"হে আল্লাহ্‌র রাসুল! ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেলো এবং রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। কাজেই আপনি বৃষ্টি বন্ধের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন।" আনাস বলেন:আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দুই হাত তুলে দু'আ করলেন,"হে আল্লাহ! আমাদের আশে পাশে, আমাদের উপর নয়। হে আল্লাহ! টিলা, মালভূমি, উপত্যকায় এবং বনভূমিতে বর্ষণ করুন।" আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন:তখন বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল এবং আমরা বেরিয়ে রোদে চলতে লাগলাম।[বুখারী]

⬛অবৈধ তাওয়াসসুল:

এ ধরনের তাওয়াসসুলের অন্তর্ভুক্ত হলো –

~১.কারো সম্মানের বা মর্যাদার ওয়াসীলায় আল্লাহর নিকটে দু'আ করা:

এটা নিয়ে আলিমদের মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে।অনেকের নিকটে বৈধ এবং অনেকের নিকটে হারাম কিন্তু এটা শির্ক না যা কাউকে ইসলাম থেকে বের করে দিবে। অধিকাংশের মতো এবং ইমাম হানীফার মত হলো এটা নাজায়িয।

~২.সরাসরি গাইরুল্লাহর নিকটে এমন কিছু চাওয়া যা সে দিতে অক্ষম:

এটা নিঃসন্দেহে শির্ক আল আকবার তথা বড় শির্ক। এটা কাউকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়।[শির্ক সম্পর্কিত লেখায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে]

~৩.কোনো নক্ষত্ররাজির ওয়াসীলায় দু'আ করা কিংবা বলা নক্ষত্রের ওয়াসীলায়/কারণে কোনোকিছু পেয়েছে:

এটা কুফর বৈ কিছুই না।

দলীল:
ক.যায়দ ইবনু খালিদ জুহানী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে বৃষ্টিপাতের পরে আমাদের নিয়ে হুদাইবিয়ায় সালাতুল ফজর আদায় করেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরিয়ে লোকদের দিকে মুখ করে বললেন,"তোমরা কি জানো তোমাদের রব কী বলেছেন?" তারা বললেন,"আল্লাহ এবং তার রাসুল ই ভালো জানেন।" তিনি তখন বললেন,"[আল্লাহ বলেছেন] আমার কিছু সংখ্যক বান্দা বিশ্বাসী এবং কাফির হয়ে গেলো। যে ব্যক্তি বলে, আল্লাহর ফযল ও রহমতে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, সে আমার প্রতি ঈমানদার এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী। আর যে ব্যক্তি বলে, অমুক অমুক নক্ষত্রে উদয়ের ফলে [বৃষ্টি হয়েছে] সে ব্যক্তি আমার প্রতি কাফির এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী।"[সহীহ বুখারী]

⬛গাইরুল্লাহর উপর ভরসা করা:
[এ ব্যাপারে শির্ক সম্পর্কিত লেখায় উল্লেখ করেছি]

⬛সংশয় নিরসন:
~১."অনেকে বলে থাকে যে, মানুষ বেশি পাপ হলে আল্লাহ তায়া'লা তার কথা শুনতে চান না, তাই এর জন্য মাধ্যম হিসেবে কোনো পীর কে প্রয়োজন।"

নিরসন:

উক্ত কথা নিঃসন্দেহে বাতিল। এবং তা কুফরের পথ উন্মুক্ত করে।কেননা আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন সরাসরি তাকে ই ডাকতে।[দলীল পূর্বে উল্লেখিত]

~২."অমুক অমুক পীর হাশরের মাঠে ইয়া বড় বড় জাহাজ নিয়ে যাবে, শাফা'আত করবে।"

নিরসন:
এটাও নিঃসন্দেহে ভ্রান্তি এবং কুফরের দিকে নিয়ে যায়। এখানে একটি প্রধান শির্ক বিদ্যমান -
কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অন্যান্য নবীগণ ব্যতীত আর কে শাফা'আত করবে তা আল্লাহ তায়া'লা ই জানেন। নির্দিষ্ট করে নাম গাইরুল্লাহ জানবে না কারণ এটা ইলমুল গাইবের ব্যাপার।

আল্লাহ তায়া'লা ভালো জানেন।

📙তৃতীয় নাক্বিদ:

মুশরিকদেরকে/[কাফিরদেরকে] কাফির বলে বিশ্বাস না করলে, বা তাদের কুফরীতে সন্দেহ পোষণ করলে, অথবা তাদের ধর্মমতকে সঠিক বলে মন্তব্য করলে সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে।

📚ব্যখ্যা:
এক্ষেত্রে তিনভাবে কুফর হয়।সেগুলো হলো:
১.মুশরিকদেরকে তাদের কুফরের জন্য তাকফির না করলে।
২.তাদের কুফরে সন্দেহ করলে।
৩.তাদের পন্থা কে সঠিক মনে করলে কিংবা ভুল মনে না করলে কিংবা তারা যে জাহান্নামের অধিবাসী সে ব্যাপারে সন্দেহ করলে।

কেননা যদি তাদেরকে কাফির না বলা হয় কিংবা তাদের কুফরে সন্দেহ করা হয় কিংবা তাদের কর্মপন্থা কে সঠিক মনে করা হয় অথবা তারা যে জাহান্নামের অধিবাসী এ নিয়ে সন্দেহ করা হয় তাহলে কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতকে অস্বীকারের মাধ্যমে কুফর হয়।

দলীল:
১."কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরি করে তারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।"[কুরআন ৯৮:০৬]

২.কাদ্বী ইয়াদ ইজমা উল্লেখ করে বলেন, "....যে ইহুদি, খ্রিস্টান কে এবং দ্বীন ইসলাম পরিত্যাগকারীকে... কাফির মনে করে না সে কাফির।"[আশ শিফা]

যে কোনো মুশরিককে কাফির বলে না কিংবা মনে করে না, তাকে তাকফিরের ক্ষেত্রে দুটি শর্ত বিদ্যমান।
১.তাদের কুফর তার নিকটে কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে স্পষ্ট করা হবে।যদি তার নিকটে তাদের কুফর সুস্পষ্ট হবার পরেও তাদেরকে তাকফির না করে তবে সে

কাফির। শাইখ সুলায়মান ইবনু আব্দুল্লাহ তার মাজমু আত তাওহীদে তা উল্লেখ করেন।

২.যদি তাদের কুফর সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও কেউ তাদেরকে তাকফির না করে তবে সে কাফির।যে কোনো মুশরিককে কাফির বলে না সে কাফির - এ ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করেন ইমাম ক্বাদী ইয়াদ, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ, শাইখ সুলায়মান ইবনু আব্দুল্লাহ।

⬛ যেসকল কাফিরকে তাকফির করা আবশ্যক তাদেরকে দুইভাবে ভাগ করা হয়।

১.যাদের কুফরের ব্যাপারে সকল আলিমের ঐক্যমত রয়েছে এবং যারা আহলুল কিবলার অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন: ইহুদি, খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, মাজুসি, শিখ সহ অন্যান্য। তাদেরকে অবশ্যই তাকফির করতে হবে এবং কেউ তা না করলে সে কাফির।

২.আহলুল কিবলার মধ্যে যারা কুফরে পতিত হয় এবং আহলুল ইল্মের ঐক্যমতে তারা কাফির। যেমন: নুসাইরিয়্যাহ! তাদের সম্পর্কে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তারা অধিকাংশ মুশরিক থেকে ও বেশি অবিশ্বাসী।" কাদিয়ানী রা কাফির, তাছাড়া রয়েছে রাফিদ্বা, বাহাইয়্যাহ, তাইজানিয়্যাহর মতো দল যারা কাফির। বর্তমানে সেক্যুলাররা নিঃসন্দেহে কাফির।

⬛ তাদেরকে যারা তাকফির করে না, তাদের ক্ষেত্রে মূলত তিনটি দৃশ্য প্রতীয়মান।সেগুলো হলো:

১.যে আহলুল কিবলা না এমন কাউকে তাদের কুফরের জন্য তাকফির না করে কিংবা তাদের কুফরের ব্যাপারে সন্দেহ করে কিংবা তাদেরকে সঠিক মনে করে অথবা ভুল মনে না করে কিংবা তারা জাহান্নামি হবার ব্যাপারে সন্দেহ করে, তাহলে সে কাফির। যে আহলুল কিবলা নয় যেমন: খ্রিস্টান, হিন্দু, ইহুদি, বৌদ্ধ, শিখ ইত্যাদি ধর্মের অনুসারীকে তাকফির না করে, সে কাফির এবং এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে।ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এ ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করে বলেন,

"যে ইহুদি, খ্রিস্টান এবং মুশরিকদের কুফর নিয়ে সন্দেহ করবে, সে কাফির।" কাদ্বী ইয়াদ ইজমা উল্লেখ করে বলেন, "যে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে থেকে কাউকে তাকফির করবে না এবং তাদের কুফর নিয়ে দ্বিধাবোধ করবে কিংবা সন্দেহ করবে, তাহলে সে কাফির।"

২.দ্বিতীয় প্রকার আলোচনা হলো তাদের ক্ষেত্রে যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরেও কুফরে নিমজ্জিত হয়েছে এবং তাদের কুফরের ব্যাপারে আলিমগণ একমত। কেউ যদি জানে যে কেউ সুস্পষ্ট কুফরে পতিত হয়েছে এবং এই জ্ঞান পরিষ্কার থাকা সত্ত্বেও যদি সে তাকে কাফির না বলে তবে সেও কাফির।

৩.তৃতীয় প্রকার আলোচনা হলো কোনো বিদ'আতী দলের সাধারণ লোককে তাকফির সম্পর্কিত। কারো নিকটে তাদের কুফর সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হলে এবং প্রতিবন্ধকতা না থাকলে তাকে তাকফির করা আবশ্যক, নয়তো যে তাকফির করবে না তার উপর কুফরের হুকুম আসবে। কিন্তু কারো দৃষ্টিকোণে যদি মনে হয় প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, কিংবা তার কুফর সুস্পষ্ট নয় সেক্ষেত্রে তাকফির না করলে কুফরের হুকুম আসবে না।

🔲নাওয়াক্বিদুল ইসলাম এর উক্ত মূলনীতি সম্পর্কে শাইখুল মুহাদ্দিস সুলায়মান ইবনু নাসির আল উলওয়ান এর বক্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

যে কাফিরকে কাফির মনে করে না, সে কাফির।

~মুহাদ্দিস সুলায়মান আল উলওয়ান ফা:আ:

"কাফিরকে কাফির না বললে কাফির হয়ে যাবে"-এই মূলনীতির ব্যখ্যা রয়েছে। এখানে ৭ টি প্রকার রয়েছে-

⬛১.যে ব্যক্তি ইহুদি, খ্রিস্টান কিংবা কোনো পৌত্তলিক জাতিকে বা তাদের কোনো সদস্যকে কাফির বলে না, সে কাফির। কারণ এর মাধ্যমে সে শরীয়তের অকাট্য দলীল কে অস্বীকার করেছে।

২.যে ব্যক্তি প্রাচীন ধর্মে প্রত্যাবর্তনকারীকে কাফির বলে না সে কাফির।যেমন: কেউ কেউ ইহুদি, খ্রিস্টান কিংবা মাজুসি [অগ্নিপূজক] ধর্মে রূপান্তরিত হলে যে ব্যক্তি তাকে [প্রাচীন ধর্মে প্রত্যাবর্তনকারী] কাফির মনে করবে না সে কাফির হয়ে যাবে।

৩.যে ব্যক্তি ঈমান ভঙ্গের সর্বস্বীকৃত কর্মে লিপ্ত হয়ে কাফির হয়েছে এবং তার উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ও সংশয় নিরসন করা হয়েছে ; কেউ যদি সন্দেহের কোনো কারণ এবং ব্যখ্যার আশ্রয় ছাড়া শুধুমাত্র মনের খাহেশাতের কারণে অথবা গুরুত্বহীনতার কারণে তাকে [যে কাফির হয়েছে] কাফির না মনে করে তাহলে সেও এই মূলনীতির আওতাভুক্ত হবে -"যে কাফিরকে কাফির মনে করে না, সে কাফির।"

৪.ঈমান ভঙ্গের কোনো কর্মে লিপ্ত কাফিরকে যদি কাফির মনে করে না এই জন্য যে, এই কর্ম দ্বারা ঈমান ভঙ্গের ব্যাপারে তার [যে কাফির মনে করে না] সংশয় রয়েছে অথবা তার [যে কাফির মনে করে না] বিশ্বাস সেই ব্যক্তির সামনে হুজ্জাহ [প্রমাণ] প্রতিষ্ঠিত হয়নি অথবা তার [যে কুফরে লিপ্ত] ক্ষেত্রে কাফির হবার শর্তসমূহ পরিপূর্ণ উপস্থিত নেই তাহলে এমতাবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে এমন কাফিরকে কাফির না বলার জন্য সে [যে কাফির মনে করছে না] কাফির হবে না।

৫.কেউ কাফিরকে কাফির মনে করছে না নিজের কোনো বিদ'আতী মতবাদের কারণে যেমন: মুরজিয়্যাহ যে কিনা ঈমান ভঙ্গের কারণকে সীমিত করে রেখেছে বিশ্বাস অথবা অস্বীকার কিংবা হারামকে হালাল বানানোর মাধ্যমে। সবার ঐক্যমতে সে কাফির নয়। কারণ তাকে কাফির বলা হলে এমন বিদ'আতী আক্বীদাহ পোষণকারী দলগুলো যেমন: মুরজিয়্যাহ, আশা'রিয়া, কাররামিয়া, সালিমিয়া সব ফিরক্বাকে ই কাফির বলতে হয়। অথচ কেউ এমন বলে না।

৬.ঈমান ভঙ্গের মতো কর্মে লিপ্ত ব্যক্তি যেমন: ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত ত্যাগকারী, জাদুকর ইত্যাদিকে যে কাফির বলে না, এদেরকে কাফির না বলার দুই অবস্থা-

একটি হলো আমল পর্যায়ভুক্ত বলে সংশ্লিষ্টদের কাফির না বলা। এটা বিদ'আতী মতাদর্শের লোকদের বক্তব্য। এদেরকে কাফির বলা হবে না। এক্ষেত্রে ও দ্বিমত নেই।

দ্বিতীয় অবস্থা হলো, দলীল সমূহের পারস্পরিক ভারসাম্য করতে যেয়ে কাফির না বলা। এই ব্যক্তিকেও সর্বসম্মতিক্রমে কাফির বলা যাবে না। কারণ এই ব্যক্তিকে যদি কাফির বলা হয় তাহলে আইম্মায়ে আরবায়া সহ পূর্ববর্তী অনেক আলিম যেমন: ইমাম যুহরী.. তাদেরকে কাফির বলতে হবে। এই কারণেই সালাফদের মধ্যে খারিজীদের ব্যাপারে মতানৈক্য হয়েছে, মুতাযিলাদের ব্যাপারে মতানৈক্য হয়েছে, পূর্ববর্তী ইমামদের মধ্যে হাজ্জাজের মতো ব্যক্তি বিশেষদের ব্যাপারে ও মতভিন্নতা ছিল। এতদসত্বেও তারা একে অপরকে কাফির বলেননি। বরং একে অন্যকে বিদ'আতী ও বলেননি কারণ কারণ এটি হয়েছে তাদের ইজতিহাদ [গবেষণা] এবং তাবীলের [ব্যখ্যা] আলোকে। এইতো সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে খারিজীদের ব্যাপারে মতানৈক্য হয়েছে। এক্ষেত্রে কাফির আখ্যায়িতকারীগণ যারা এদের [খারিজী] কাফির বলেনি, তাদেরকে মুরজিয়্যাহ বলেনি। আবার যারা খারিজীদেরকে কাফির বলেনি তারা কাফির আখ্যায়িত কারীদেরকে খারেজি বলেননি। এই যে হাসান আল বসরি, ওমর ইবনু আব্দুল আজিজ, মুজাহিদ প্রমুখ সালাফ হাজ্জাজ কে কাফির মনে করতেন আর মুহাম্মদ ইবনু সিরীন ও একদল তাকে কাফির মনে করতেন না। তবুও একে অন্যকে বিভ্রান্ত বলতেন না বা একে অন্যকে কাফির ও বলেননি। কারণ এটি ছিল ইজতিহাদী [গবেষণাধর্মী] বিষয়, যেহেতু প্রত্যেকেই এই অভিমত পোষণ করতেন যে, আসলে তার মধ্যে কুফরী সাব্যস্ত হবার মতো যথেষ্ট দলীলপত্র পাওয়া যাচ্ছে না বা কুফর সাব্যস্ত হবার পরিপূর্ণ দলীলসমূহ বিদ্যমান নেই। এই ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে, এজন্য ই একে অন্যকে কাফির বলেননি বরং বিদ'আতী ও বলেননি বরং মর্যাদাহানি ও করেননি, বিদ'আতী বলা তো বহুদূর! কাফির বলা তো আরো দূরের বিষয়।

⬛৭.কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণির ক্ষেত্রে সর্বসম্মতভাবে কুফরি সাব্যস্ত হয়েছে, এখন কেউ সেই শ্রেণির কাফির হবার ব্যাপারে নয় বরং ওই শ্রেণির নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে কুফরির বিধান প্রয়োগে মতানৈক্য রয়েছে। বলা যায়, সে শ্রেণির কাফির হওয়া স্বীকার করেছে কিন্তু এই শ্রেণির প্রতিটি ব্যক্তি সুনির্দিষ্ট ভাবে কাফির, এটা স্বীকার করে না। আর ইজমা সংঘটিত হয়েছিল ওই শ্রেণির কুফরের ক্ষেত্রে, প্রতিটি সদস্যের ক্ষেত্রে নয়। বিধায় তাকে কাফির বলা যাবে না কারণ সে কোনো অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করেনি আর এখানে কাফির আখ্যা প্রদানের শর্তসমূহের মধ্যে

এটিও একটি যে অকাট্য বিষয়ের অস্বীকার সাব্যস্ত হতে হবে আর এখানে অকাট্য বিষয় হলো শ্রেণি, ব্যক্তি নয়।

হ্যাঁ, যেখানে ব্যক্তি বিশেষের পর্যায়ে কাউকে কাফির আখ্যা না দেওয়া হলে অকাট্য বিষয় অস্বীকার সাব্যস্ত হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষকেও কাফির না বললে কাফির হয়ে যায়। যেমনঃ দ্বিতীয় প্রকারে।
এমনিভাবে তৃতীয় প্রকার কাফিরদের ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষকে কাফির না বললেও অকাট্য বিষয়ের অস্বীকার সাব্যস্ত হয়ে যায়।

নোট: পাঠকের বুঝার সুবিধার্থে কিছু জায়গায় মূলভাব ঠিক রেখে ভাবার্থ করা হয়েছে।

🔲কোনো বিধর্মী মারা গেলে RIP বলা কিংবা তাদের জন্য দু'আ করলে কি সমস্যা?

উত্তর:
আল্লাহ তায়া'লা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন তারা[মুশরিকরা] চিরস্থায়ী জাহান্নামী এবং তাদের জন্য দু'আ করা যাবে না।[দেখুন সূরা তাওবাহ, আয়াত:১১৩]

🔲সংশয় নিরসন:
১."আল্লাহ তায়ালা কি কাফির কে কাফির বলতে বলেছেন?"

নিরসন:
আল্লাহ তায়া'লা কাফিরকে কাফির বলতে বলেছেন।

আল্লাহ তায়া'লা ভালো জানেন। সূরাহ আল কাফিরুনের প্রথম আয়াতে [কুরআন ১০৯:০১] বলেন, " قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ " অর্থাৎ "বলো: হে কাফিরেরা।"

২. যারা সূরা বাকারাহ'র ১০৫ তম আয়াত [আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কাফির এবং মুশরিকরা মোটেই পছন্দ করেনা যে, তোমাদের রবের পক্ষ হতে তোমাদের

উপর কোন কল্যাণ বর্ষিত হোক, আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাঁর করুণার জন্য নির্দিষ্ট করে নেন এবং আল্লাহ মহা করুণাময়।]
উল্লেখ করে বলে যে সকল ইহুদি ও খ্রিস্টান কাফির নয়, তাদের প্রতি জবাব কি?

নিরসন:
১.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর নাজিলকৃত কিতাব পূর্বের সব কিতাবকে রহিত করে এবং তার আনীত শরীয়াহ অন্য সকল শরীয়াহকে বাতিল করে দেয়। কারো বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই তার শরীয়াহ থেকে বের হবার। যে ব্যক্তি তার শরীয়াহ ব্যতীত ভিন্ন শরীয়াহ কিংবা নিয়ম কিংবা আইন অথবা ভিন্ন কিতাব অনুসরণ করবে, সে নিঃসন্দেহে কাফির।

২.আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও খিস্টানেরা আল্লাহ তায়া'লার সাথে সুস্পষ্ট শির্ক করে এবং শির্ক তাদের মৌলিক আক্বীদাহ ই!

৩. কাদ্বি ইয়াদ রাহিমাহুল্লাহ ইজমা উল্লেখ করেছেন এ ব্যাপারে যে, কেউ যদি ইহুদি কিংবা খ্রিস্টানদের একজনকেও কাফির মনে না করে, তবে সে নিজেও কাফির।

সুতরাং নিজের মতো ব্যখ্যা করে দ্বীনের একটি মূলনীতির অপব্যখ্যা ও জঘন্য কাজ।

আল্লাহ তায়া'লা ভালো জানেন।

📙 চতুর্থ নাক্বিদ:

যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনপদ্ধতির চেয়ে অন্য পথ-পদ্ধতিকে পরিপূর্ণ বলে বিশ্বাস করে; কিংবা নবীর বিধানের চেয়ে অন্য কারও বিধানকে উত্তম বলে মনে করে, তবে সে-ব্যক্তি কাফির। যেমন, যদি কোন ব্যক্তি তার আনীত বিধানের উপর তাগুতের [মানব রচিত] বিধানকে অগ্রাধিকার দেয় - তবে সে ব্যক্তি কাফির।

ব্যখ্যা:
আমরা এই নাক্বিদ কে বেশ কয়েকটি পার্টে লিখবো যাতে অনেকগুলো বিষয় পরিষ্কার হয় ইনশাআল্লাহ। এবং আনুষাঙ্গিক অন্য বিষয় ও যুক্ত করবো ইনশাআল্লাহ।

এই নাক্বিদকে আমরা চারটি ভাগে ভাগ করবো–
১.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনীত শরী'আহ থেকে অন্য জীবনব্যবস্থাকে সমকক্ষ বা উত্তম মনে করার ব্যাপার।

২.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কৃত ফায়সালার ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকা

৩.মানবরচিত বিধান প্রণয়ন এবং হালাল–হারাম প্রণয়ন

৪.মানবরচিত বিধান দ্বারা শাসন পরিচালনা করা এবং বিভিন্ন সংশয় নিরসন

🔳 রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনীত শরী'আহ থেকে অন্য জীবনব্যবস্থাকে সমকক্ষ বা উত্তম মনে করার ব্যাপার:

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জীবনব্যবস্থা নিয়ে এসেছে আমাদেরকে তা আকড়ে ধরতে হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরী'আহ

ব্যতীত অন্য জীবনব্যবস্থাকে উত্তম মনে করা বা সমকক্ষ মনে করা বা বৈধ মনে করা কুফর।

হোক এটা ওয়াজিব কিংবা সুন্নাহ - সর্বক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনিত শরী'আহ ই একমাত্র গ্রহণযোগ্য এবং সর্বোত্তম।

কেউ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত কোনো সুন্নাহকে ও যদি অন্য জীবনবিধানের সমকক্ষ ও মনে করে - তাহলে সে কাফির।

সুন্নাহ আমল ইচ্ছাকৃতভাবে বা খাহেশাতের কারণে ত্যাগ করলে কোনো গুণাহ হয় না - এটা ঠিক ; কিন্তু কেউ কোনো সুন্নাহকে অন্য জীবনবিধানের সমকক্ষ মনে করা ই কুফর।

দলীল:
ক."এবং যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছুকে দ্বীন হিসেবে অনুসন্ধান করবে, তার থেকে তা কিছুতেই গৃহীত হবেনা।এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[কুরআন ৩:৮৫]

খ."আজ আমি তোমাদের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি।"[কুরআন ০৫:০৩]

তাছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ থেকে কিছুই বলেন না বরং তার সবকিছু ই আল্লাহ তা'আলা কতৃক প্রদত্ত।

দলীল:
ক."তিনি প্রবৃত্তি থেকে কথা বলেন না বরং তিনি যা বলেন তা শুধু অবতীর্ণ ওহীর ভিত্তিতেই বলেন।"[কুরআন ৫৩:৩-৪]

খ.ইমাম আল ইরাক্বী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"কুরআনের মতো সুন্নাহ ও ওহী হিসেবে অবতীর্ণ হতো।"[তারহুত তাসরীব ১/১৫]

গ.ইমাম খতিব আল বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"তিনি পৃথিবীকে কিতাব এবং সত্যিকারের ওহীর মাধ্যমে ভ্রষ্টতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করেছেন।যে দুটি অবতীর্ণ হয়েছে বিশ্বজগতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির উপর।"[কিফায়াহ]

ঘ.হাসসান ইবনু আতিয়্যাহ রাঃ বলেন,"জিবরীল আলাইহিসসালাম নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে সুন্নাহ নিয়ে আসতেন, ঠিক যেমন কুরআন নিয়ে অবতীর্ণ হতেন।"

🔳 বিচার ফায়সালার ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফায়সালা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়া:

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফায়সালা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়া ওয়াজিব, ঈমানের পূর্বশর্ত! এবং না মেনে নেয়া নিফাক এবং কুফর।

দলীল:
ক."না! তোমার রব্বের কসম, এরা কখনোই মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এদের পারস্পরিক মতবিরোধের ক্ষেত্রে এরা আপনাকে ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে না নিবে। অতঃপর আপনি যা ফায়সালা করবেন তার ব্যাপারে নিজেদের মনের মধ্যে কোনো প্রকার কুন্ঠা এবং দ্বিধার স্থান দিবেনা বরং সর্বান্তকরণে[তা] মেনে নিবে।"[কুরআন ০৪:৬৫]

তৃতীয়ত আমরা আলোচনা করবো "বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহর" এই শিরোনামে।

🔲বিধান দেবার অধিকার কেবল ই আল্লাহর:

আল্লাহ তায়া'লা হলেন জগতসমূহের একমাত্র প্রতিপালক যিনি আরশের উর্ধ্বে সমুন্নত এবং যিনি আর রহমান। তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত মানবজাতির দ্বীন এক হলে তাদের নিকট প্রেরিত নবী রাসুলগণের শরীয়াহ ছিল

ভিন্ন ভিন্ন। প্রত্যেক শরীয়াহর বিষয়বস্তু এবং প্রয়োজনীয় বিধান আল্লাহ তায়া'লা ই দিয়েছেন এবং এর অধিকার কেবল মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তায়া'লার।

নিশ্চয়ই বিধান দেবার অধিকার কেবল ই আল্লাহর।

দলীল:
১."বিধান দেয়ার অধিকার শুধু আল্লাহরই।"[কুরআন ১২:৪০]

তাফসীর:
ক. তাফসির আস সাদী:
...তিনি[আল্লাহ তায়ালা] ই এক যিনি আদেশ করেন এবং নিষেধ করেন, আইন প্রণয়ন করেন...।[তাফসির আস সাদী, সংক্ষিপ্ত]

খ.তাফসির ইবনু কাসির:
ইউসুফ আলাইহিসসালাম এর কারাসঙ্গীদ্বয় তার কাছে তাদের স্বপ্নের তাৎপর্য জিজ্ঞেস করতে আসে। তিনি তাদেরকে তা বলার ওয়াদা করেন। কিন্তু এর পূর্বে তিনি তাদেরকে তাওহীদের কথা শোনাচ্ছেন এবং শিরক হতে ও মাখলুকের ইবাদাত হতে বিরত থাকতে বলছেন। তিনি বলছেন, সেই এক আল্লাহ যিনি সকল বস্তুর উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যার সামনে সমস্ত মাখলুক নত, অক্ষম ও শক্তিহীন, যার কোন অংশীদার নেই, সব কিছুরই উপর যার রাজত্ব ও আধিপত্য তিনিই উত্তম, না তোমাদের কাল্পনিক দুর্বল ও অপদার্থ বহু উপাস্য উত্তম? এরপর তিনি বলেন, "তোমরা যেগুলির ইবাদাত করছো সেগুলো একেবারে অকেজো। এই নামগুলি এবং এগুলির ইবাদত শুধু তোমাদের মনগড়া। খুব বেশি বললে তোমরা শুধু এতটুকুই বলতে পারবে যে, তোমাদের পূর্ব পুরুষরাও এই রোগেরই রোগী ছিল। কিন্তু এর কোন প্রমাণ তোমরা উপস্থাপন করতে পারবে না। আল্লাহ তায়া'লা এর কোন আকলী ও নকলী দলীল দুনিয়ায় তৈরিই করেন নি। হুকুম, আধিপত্য, ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই। তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে তারই ইবাদত করার এবং তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা হতে বিরত থাকার অকাট্য হুকুম দিয়েছেন। দ্বীনে মুসতাক্বীম এটাই যে, আল্লাহর একত্ব ঘোষিত হবে, আমল ও ইবাদত হবে একমাত্র তারই জন্যে এবং হুকুম চলবে শুধুমাত্র তারই। এর উপর অসংখ্য দলীল প্রমাণ

বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা অবগত নয়। তারা তাওহীদ ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না।

২."তাদের কী এমন শরীক আছে যারা তাদের জন্য দ্বীনে এমন কোনো বিধান প্রণয়ন করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি।"[কুরআন ৪২:২১]

তাফসীর:
ক.তাফসীর ইবনু কাসীর:
এরপর মহান আল্লাহ বলেন: এই মুশরিকরা তো আল্লাহর দ্বীনের অনুসরণ করে না, বরং তারা জ্বিন, শয়তান ও মানবদেরকে নিজেদের উপাস্য হিসেবে মেনে নিয়েছে। ওরা যে আহকাম এদেরকে বাতলে দেয় এগুলোর সমষ্টিকেই এরা দ্বীন মনে করে। ওরা যেগুলোকে হারাম বা হালাল বলে, এরা সেগুলোকেই হারাম বা হালাল মনে করে থাকে। তাদের ইবাদতের পন্থা এদেরই আবিষ্কৃত। মোটকথা, এই জ্বিন ও মানুষ যেটাকে শরী'আহ বলেছে সেটাকেই এই মুশরিকরা শরী'আহ বলে মেনে নিয়েছে। যেমন অজ্ঞতার যুগে তারা কতকগুলো জন্তুকে নিজেরাই হারাম করে নিয়েছিল। যেমন কোন কোন জন্তুর কান কেটে নিয়ে তারা ওটাকে তাদের বাতিল দেবতাদের নামে ছেড়ে দিতো। দাগ দিয়ে তারা ষাঁড় ছেড়ে দিতো এবং মাদীর বাচ্চাকে গর্ভাবস্থাতেই ঐ দেবতাদের নামে রেখে দিতো। যে উষ্ট্রীর তারা দশটি বাচ্চা লাভ করতো ওটাকেও তাদের নামে ছেড়ে দিতো। অতঃপর ওগুলোকে সম্মানিত মনে করে নিজেদের উপর হারাম করে নিতো। আর কতকগুলো জিনিসকে নিজেরাই হালাল করে নিতো। যেমন, মৃত, রক্ত, জুয়া ইত্যাদি। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"আমি আমর ইবনু লুহাই ইবনু কামআহকে দেখি যে, সে নিজের নাড়িভূড়ি জাহান্নামের মধ্যে টানতে রয়েছে।" সে ঐ ব্যক্তি যে সর্বপ্রথম গাইরুল্লাহর নামে জন্তু ছেড়ে দেয়ার প্রথা চালু করেছিল। সে ছিল খুযাআ'হর বাদশাহদের একজন। সেই সর্বপ্রথম এসব কাজের সূচনা করেছিল। সেই কুরাইশদেরকে প্রতিমা পূজায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অভিসম্পাত নাযিল করুন!

খ.তাফসীর ফাতহুল মাজীদ:

"তাদের কি এমন কতকগুলো শরীক আছে যারা তাদের জন্য দীনের এমন বিধান প্রবর্তন করেছে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অনুমতি দেননি এমন কোন দ্বীন, বিধান ও ইবাদত কেউ বিধান হিসেবে জারি করলে আর তা মাথা পেতে মেনে নিলে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার সাথে অংশী স্থাপন করা হয়। যেমন ইসলাম ছাড়া যত ধর্ম রয়েছে, আল্লাহর বিধান ছাড়া মানবরচিত যত বিধান রয়েছে ইত্যাদি। মূলত এভাবে বলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তিরস্কার করছেন যারা আল্লাহ তা'আলার দেয়া দ্বীন ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীন মেনে চলে, আল্লাহ তা'আলার দেয়া বিধান ছাড়া অন্যের বিধান মেনে চলে এবং আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যের ইবাদত করে।

৩."তার ই কাজ সৃষ্টি করা ও বিধান দেয়া।"[কুরআন ০৭:৫৪]

৪."বিধান তারই, তারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" [কুরআন ২৮:৮৮]

সুতরাং আল্লাহ তায়া'লা যে বিধান দিয়েছেন কিংবা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে অবহিত করেছেন এ বিষয়ে কোনো বিধান প্রণয়ন, পরিবর্ধন, পরিবর্তন কিংবা কমানো নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়া'লা তাওহীদ আল হাকিমিয়্যাহর সাথে শির্ক। কেউ জেনে বুঝে করলে সে নিঃসন্দেহে কাফির।

এমন কুফরের কিছু উদাহরণ হলো:
১.বিভিন্ন মানবরচিত সংবিধান প্রণয়ন যাতে নিজেদের পছন্দমতো আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.সংসদে কিংবা বিভিন্ন সভায় ইসলাম বিরোধী এবং শরীয়াহর বিপরীতে আইন পাশ করা ইত্যাদি।

[ট্রাফিক আইন সহ আরো কিছু ইস্যু নিয়ে সংশয় নিরসন পর্বে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ]

◾ তাতারদের প্রসঙ্গ:

তাতার তথা মঙ্গোলিয়ানরা মুসলিম ভূখণ্ডে আক্রমণ করলো এবং ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালালো। পরবর্তীতে তাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয় এবং মুসলিমদের সাথে ভ্রাতৃত্বের ঘোষণা দেয়। কিন্তু অধিকাংশ ই তাদের প্রয়াত নেতা চেঙ্গিস খানের প্রণিত সংবিধান "আল ইয়াসাক্ব" যা "আল ইয়াসা" নামেও পরিচিত - তা দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করতো। আল ইয়াসাক্ব ছিলো বিভিন্ন ধর্মের বিধাণসমূহ এবং নিজের মতামত মিশ্রিত এক সংবিধান যা শরী'আহ বহির্ভূত। তাই তৎকালীন হক্বপন্থী আলিমগণ তাতারদেরকে কাফির ঘোষণা করতো, এমনকি ইসলামের ঘোষণা দেবার পরেও।

একমাত্র তাতারদের সময়েই সর্বপ্রথম কুরআন সুন্নাহর আইন বাদ দিয়ে মানবরচিত বিধান মুসলিম উম্মাহর মধ্যে প্রচলন করা হয় এবং তার পরে বর্তমানে এই মারাত্মক শির্ক পুরো বিশ্বে প্রতিনিয়ত হচ্ছে।

▪️ হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম বানানো:

হারাম এবং হালাল প্রণয়নের অধিকার কেবল ই আল্লাহর। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কারো অধিকার নেই হারামকে হালাল করার এবং হালালকে হারাম করার।

যে ব্যক্তি অকাট্য কোনো হারামকে হালাল করলো এবং হালালকে হারাম করলো সে নিঃসন্দেহে মুশরিক কেননা সে নিজেকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে নিলো।

আহলুল কিতাবেরা তাদের ধর্মযাজকদেরকে রব্ব বানিয়েছিলো তাদের ইবাদাত করার মাধ্যমে নয় বরং তারা যারা হারাম-হালাল করতো, তারা তা ই মেনে নিতো।

দলীল:
আদী ইবনু হাতিম রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, আমি গলায় স্বর্ণের ক্রুশ পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর সামনে এলাম। তিনি বললেন,"হে আদী! তোমার গলা হতে এই প্রতীমা সরিয়ে ফেলো। এই বলে আমি তাকে সূরা বারাআতের[আত তাওবাহ] নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ

করতে শুনলাম [অনুবাদ],"তারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসারবিরাগীগণকে তাদের রব্ব বানিয়ে নিয়েছে"[সূরা আত-তাওবাহ - ৩১] তারপর তিনি বললেন,"তারা অবশ্য তাদের ইবাদাত করতো না। তবে তারা কোনো জিনিসকে যখন তাদের জন্য হালাল বলত তখন সেটাকে তারা হালাল বলে মেনে নিতো। আবার তারা কোন জিনিসকে যখন তাদের জন্য হারাম বলত তখন নিজেদের জন্য সেটাকে হারাম বলে মেনে নিতো।"[জামি আত তিরমিজি]

হারাম হালাল সম্পর্কিত ভিন্ন নাক্বিদে হালাল হারাম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

⬛মানবরচিত বিধান দিয়ে বিচারকার্য এবং শাসনকার্য পরিচালনা:

মানবরচিত বিধান দিয়ে শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নের দৃশ্যপটগুলো সামনে আসে–

~আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য কোনো বিধানকে উত্তম মনে করা কিংবা সমকক্ষ মনে করা কুফর।

~মানবরচিত বিধানকে বৈধ মনে করা নিঃসন্দেহে কুফর।

~আল্লাহর বিধানকে অপ্রয়োগযোগ্য মনে করলে কিংবা অবজ্ঞা করলে কিংবা গুরত্বহীন মনে করলে কিংবা প্রত্যাখ্যান করলে - তা নিঃসন্দেহে কুফর।

~যে ব্যক্তি মাঝে মধ্যে[খুবই নগন্য] কোনো প্রবৃত্তি, খাহেশাতের জন্য মানবরচিত বিধান দিয়ে শাসন করে সে কাফির নয় কিন্তু কবীরাহ গুণাহগার।

~যে ব্যক্তি লাগাতার মানবরচিত বিধান দিয়ে শাসন করে, সে নিঃসন্দেহে বড় কুফরে লিপ্ত যা কাউকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

🟦কুরআনের দলীল:

ক."আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবি করে যে,আপনার ও আপনার আগে অবতীর্ণ বিষয়ের ওপর তারা ঈমান এনেছে? কিন্তু তারা তাদের বিরোধীয় বিষয়ের ফায়সালা করার জন্য তাগুতের দিকে ফিরতে চায়।অথচ তাদেরকে একে[তাগুতকে] অস্বীকারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"[কুরআন ০৪:৬০]

খ."কিন্তু না,তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না, যে পর্যন্ত তারা তাদের বিবাদ মীমাংসার ভার তোমার[রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] উপর ন্যস্ত না করে, অতঃপর তোমার ফায়সালার ব্যাপারে তাদের মনে কিছুমাত্র কুন্ঠাবোধ না থাকে, আর তারা তার সামনে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সমর্পণ না করে।"[কুরআন ০৪:৬৫]

➡️গ."আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করেনা, তারাই কাফির।"[কুরআন ০৫:৪৪]

⬛ ~আহলুল কিতাবদের পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতটি নাজিল হয়। আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট নিয়ে অনেক মতপার্থক্য আছে, তার মধ্যে অন্যতম দুটি মত হলো-

ক.ইয়াহুদীদের জ্বিনা সম্পর্কিত বিচার এর প্রেক্ষাপট নিয়ে আয়াতটি নাজিল হয়।
খ.ইয়াহুদীদের কিসাস সম্পর্কিত বিচারের ঘটনার [বনু কুরাইযাহ এবং বনু নাদীরের মধ্যে] প্রেক্ষাপটে নাজিল হয়।

বিস্তারিত জানতে পড়ুন সহীহ মুসলিম এর কিতাবুল হুদুদ এর বাব রজম আল ইয়াহুদ এবং সুনান আবু দাউদ এর কিতাব আদ দিয়্যাতের বাব আন নাফস বি'ন নাফস।

এটা প্রমাণিত যে আয়াতটি নাজিলের প্রেক্ষাপট মূলত ইয়াহুদীদের বিচার সম্পর্কিত ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে।

⬛ সুরা মায়িদাহর তিনটি আয়াত[৪৪,৪৫,৪৭] নিয়ে বিভিন্ন মতামত:

1যারা মনে করেন আয়াতগুলো কাফিরদের সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে:

এই মত আল বারা ইবনু আযিব এর।

আবু সালিহ, দাহহাক, আবু মিজলায, ইকরিমাহ,কাতাদাহর মতানুসারে আয়াতগুলো কাফিরদের সম্পর্কে নাজিল হয়।

2যারা মনে করে কাফিরুন হলো মুসলিমরা, জালিমুন হলো ইয়াহুদীরা এবং ফাসিকুন হলো খ্রিস্টানরা:

এই মত হলো সুফইয়ান আস সাওরী,ইবনু ওয়াকী, আশ শাবি -এর।

~সুরাহ মায়িদার ৪৪,৪৫,৪৭ নং আয়াত সম্পর্কে ইমাম সুফইয়ান আস সাওরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"প্রথমটি হলো এই উম্মাতের জন্য, দ্বিতীয়টি ইয়াহুদীদের জন্য এবং তৃতীয়টি নাসারাদের জন্য।"[তাফসীর আব্দুর রাযযাক]

তাছাড়া এই মত ইবনু আব্বাস, জাবির, ইবনু আবি যায়িদাহ, ইবনু সুবরুমাহ এর।[আহকাম আল কুরআন, ইবনুল আরাবী]

এই মত ইবনুল আরাবী, আল কুরতুবী, আশ শানকীতি এর।

3এই কুফর দ্বারা কেউ ইসলাম থেকে বের হয়না - এই মত:

এই মত হলো ইবনু আব্বাস, আত্বা, ত্বাউস - এর।

এটা নিয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

4 কতকের মতে কাফিরুন হলো তারা যারা অস্বীকার বশত আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান দ্বারা বিচার করেনা। এবং ফাসিকুন এবং জালিমুন হলো তারা যারা আল্লাহর বিধানের আবশ্যকতা স্বীকার করে কিন্তু তা দ্বারা বিচার ফায়সালা করেনা।

5 কতকের মতে এই আয়াতে কাফিরুন তারা যারা মানবরচিত বিধানকে আল্লাহর আইনের সমকক্ষ কিংবা আল্লাহর বিধান থেকে উত্তম মনে করে - চাই তারা আল্লাহর বিধান দিয়ে বিচার করুক বা না।

6 যারা মনে করে আয়াতসমূহ আহলুল কিতাব সম্পর্কেই নাজিলকৃত কিন্তু এর বিধান সমগ্র মানবজাতির জন্য।

এই মত ইবনু মাস'উদ, মাসরূক, হাসান আল বাসরী, ইবরাহীম আন নাখ'ঈ সহ অনেকের মত।

~একবার ইবনু মাস'উদ রাদিআল্লাহু আনহুকে ঘুষ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,"এটা অবৈধ।" তখন তারা আবার বললো,"না, আমরা বিচার ফায়সালার ব্যাপারে বলছি।" তিনি উত্তর দিলেন,"এটাই হলো কুফর।" অতঃপর তিনি সুরাহ মায়িদার ৪৪ তম আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।[ফাতহুল কাদীর]

তিনি আরো বলেন,"এই আয়াত আমভাবে সবার উপর প্রযোজ্য - হোক তারা মুসলিম, ইয়াহুদী কিংবা অন্য কোনো কাফির।"[জামিউল আহকাম]

~ইমাম হাসান আল বাসরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"এই আয়াত আমাদের জন্য ও প্রযোজ্য।"[তাফসীর ইবনু কাসীর]

~এই আয়াতের তাফসীরে শাইখ আব্দুর রহমান আস সাদী রাহিমাহুল্লাহ তার লিখিত তাফসীরে এমন কুফরকে বড় কুফর বলে উল্লেখ করেন যা কাউকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

■ এখন আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো এই আয়াতের বিধান কি শুধুমাত্র আহলুল কিতাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাকি মুসলিমের উপর ও প্রযোজ্য?

সুরাহ মায়িদাহর ৪৪ তম আয়াতটি আহলুল কিতাবদের প্রেক্ষাপটে নাজিল হলেও এর বিধান আমভাবে সবার জন্য প্রযোজ্য। কতক সালাফ আয়াতটির বিধান আহলুল কিবলার জন্য খাস বললেও, এই মত সঠিক নয় কারণ এর বিপরীতে সালাফদের শক্তিশালী ক্বওল এবং প্রমাণ রয়েছে। তাছাড়া পরবর্তীতে এর উপর ইজমার কথা উল্লেখ করেন ইমাম ইবনু কাসীর রাহিমাহুল্লাহ।

~একবার ইবনু মাস'উদ রাদিআল্লাহু আনহুকে ঘুষ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,"এটা অবৈধ।" তখন তারা আবার বললো,"না, আমরা বিচার ফায়সালার ব্যাপারে বলছি।" তিনি উত্তর দিলেন,"এটাই হলো কুফর।" অতঃপর তিনি সুরাহ মায়িদার ৪৪ তম আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। [ফাতহুল কাদীর]

তিনি আরো বলেন,"এই আয়াত আমভাবে সবার উপর প্রযোজ্য - হোক তারা মুসলিম, ইয়াহুদী কিংবা অন্য কোনো কাফির।"[জামিউল আহকাম]

~ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,"যে ব্যক্তি বিচার ফায়সালার ক্ষেত্রে জেনেশুনে স্বেচ্ছাচারিতা করে, জ্ঞান ব্যতীত বিচার করে, কিংবা বিচারের ব্যাপারে ঘুষ গ্রহণ করে সে কাফির।"[আখবারুল কুদাহ]

সুরাহ মায়িদাহর ৪৪ নং আয়াত সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,"এটা কুফর।", আরেক বর্ণনায় "এটা তার কুফরের জন্য যথেষ্ট।"[আখবারুল কুদাহ]

সবগুলো বর্ণনা সহীহ।

~ইমাম হাসান আল বাসরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"এই আয়াত আমাদের জন্য ও প্রযোজ্য।"[তাফসীর ইবনু কাসীর]

~এটা মনে রাখতে হবে আবু মিজলায রাঃ এই আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যখন তিনি ইবাদিয়্যা খাওয়ারিজদের সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। আবু সালিহ রাহিমাহুল্লাহর মতে আয়াতটি আদৌ মুসলিমের সম্পর্কে নয়, কাফিরদের সম্পর্কে। কিন্তু তাদের ক্বওল থেকে এটাও স্পষ্ট নয় যে আয়াতগুলো সবার জন্য আম ছিলো নাকি আহলুল কিতাবদের জন্য খাস ছিলো, তার শুধু কাদের প্রেক্ষিতে নাজিল তা বলেছেন।

যদি ধরেও নেই তারা সবার জন্য আম বলেননি কিন্তু এই সম্ভাবনা ও প্রবল তারা খাওয়ারিজদের উদ্দেশ্যে বলেছেন কিংবা তাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন যারা জালিম শাসককে কাফির মনে করে।

~অধিকাংশ সালাফ এই আয়াতটিকে সবার জন্য আম হিসেবেই গ্রহণ করেছেন।

তাছাড়া-
সুরাহ মায়িদার উক্ত আয়াতের বাহ্যিক অর্থানুসারে এটা সবার জন্য প্রযোজ্য।

আয়াতটি শুধু মাত্র আহলুল কিতাবের দিকে খাস করার ক্ষেত্রে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"এটা কুরআনের বাহ্যিক অর্থের বিরুদ্ধে যায়, তাই এটা বাতিল।"

~সুরাহ মায়িদাহর ৪৪তম আয়াতের "যারা আল্লাহ যা নাজিল করেছে তা দ্বারা... " এর "যারা"- সর্বনাম দ্বারা আমভাবে সবাইকে বুঝানো হয়েছে যা সুস্পষ্ট। অধিকাংশ সাহাবী ও মুফাসসিরীন তাই এটাকে সবার জন্য সাধারণ অর্থে নিতেন।

~৪২ তম আয়াত এ [" তবে তাদের মধ্যে ফায়সালা করো কিংবা তাদেরকে উপেক্ষা করো.."] এবং ৪৮ তম আয়াত এ ["আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তা দ্বারা ফায়সালা করো এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না..।"] দ্বারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার উম্মাহর ক্ষেত্রে নির্দেশ করা হয়েছে।

~রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ এবং সাহাবীদের সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত যে তারা আহলুল কিতাবদের সম্পর্কে নাজিলকৃত আয়াত সাধারণ অর্থে ব্যবহার করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমা এবং আলীর ক্ষেত্রে কুরআনের [১৮:৫৪] আয়াত দিয়ে উদাহরণ দিয়েছেন যদিওবা আয়াতটা আহলুল কিতাবদের ক্ষেত্রে নাজিলকৃত।

সবকিছু নিরীক্ষণ করে এটা সুস্পষ্ট যে এই আয়াতের বিধান সবার জন্য আমভাবে প্রযোজ্য।

◾ এ ধরনের কুফর কি বড় কুফর?

নিঃসন্দেহে এই ধরনের কুফর বড় কুফর এবং যারা একে ছোট কুফর বলেছেন তাদের ব্যাপারে পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

তাছাড়া এখানে কুফর[كفر] শব্দটি আলিফ লাম মা'রিফা দ্বারা নির্দিষ্ট যা কুফর আল আকবার নির্দেশ করে।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন," كفر শব্দটি যখন আলিফ লাফ দ্বারা মা'রিফা হয় অর্থাৎ الكفر হয় তখন ব্যতিক্রম ব্যতীত এটি কুফর আল আকবার উদ্দেশ্য হয়।

অর্থাৎ, বিপরীতে ব্যতিক্রম নস পাওয়া না গেলে আল কুফর দ্বারা কুফর আল আকবার উদ্দেশ্য।

◾ মানবরচিত বিধান দিয়ে শাসন করলে এর বিধান কি?

মানবরচিত বিধানের ক্ষেত্রে কিছু ব্যাপার দেখা যায়-

১.কেউ যদি গাইরুল্লাহর বিধানকে আল্লাহর আইন এর সমতুল্য ভাবে তাহলে সে কাফির।

২.কেউ গাইরুল্লাহর আইনকে আল্লাহর আইন থেকে উত্তম ভাবলে সে কাফির।

৩.কেউ আল্লাহর আইনকে অসামঞ্জস্য কিংবা অপ্রয়োজনীয় মনে করলে কিংবা আল্লাহর আইন প্রযোজ্য নয় মনে করলে কিংবা আল্লাহর আইনকে অমানবিক মনে করলে সে কাফির।

৪.কেউ যদি মনে করে কারো জন্য কুরআন সুন্নাহর বিপরীত আইন মানার বৈধতা রয়েছে, তাহলে সে কাফির।

৫.কেউ যদি আল্লাহর বিধানের উপর বিশ্বাস রাখে, তাকে উত্তম ও একমাত্র গ্রহণযোগ্য মনে করে এবং তা দ্বারা বিচার ফায়সালা করে কিন্তু –

~কারো ক্ষতি কিংবা লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্য বিধান ত্যাগ করে কয়েকবার ইচ্ছামত ফায়সালা করে - এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি জালিম কিন্তু কুফর আল আকবারে লিপ্ত নয়। সুরাহ মায়িদাহর ৪৫ তম আয়াত এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অনেকে যারা সুরাহ মায়িদাহর ৪৪ তম আয়াত দিয়ে ছোট কুফর বুঝিয়েছেন - এটা সেই ছোট কুফরের অন্তর্ভুক্ত।

~নিজের প্রবৃত্তির দাসত্বে লিপ্ত হয়ে কিংবা নিজের লাভের জন্য আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে কয়েকবার ফায়সালা করলে - ফায়সালাকারী ফাসিক কিন্তু বড় কুফরে লিপ্ত নয়। এক্ষেত্রে সুরাহ মায়িদাহর ৪৭ তম আয়াত প্রযোজ্য এবং অনেকের মতানুসারে এটা ছোট কুফরের অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু উপরের দুইক্ষেত্রে শর্ত হলো–

~আল্লাহর বিধান অবশ্যই সর্বদা বিজয়ী থাকতে হবে এবং শাসক/বিচারকের চ্যুতি মাত্র কয়েকবার হবে।

৬.কেউ যদি এই দাবী করে যে সে আল্লাহর বিধান দিয়ে শাসন পরিচালনা করে কিংবা এই দাবি না ও করে কিন্তু সে –

~বিচারের জন্য প্রধান গ্রন্থ হিসেবে গাইরুল্লাহর বিধান কিংবা গাইরুল্লাহর মতকে আকড়ে ধরেছে যা শরী'আহর বিপরীতে! এবং /কিংবা–

~সে বারংবার গাইরুল্লাহর বিধান দিয়ে শাসন /বিচার করে যাতে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় সে আল্লাহর বিধান ত্যাগ করেছে!

এটা নিঃসন্দেহে বড় কুফর যা কাউকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় এবং বর্তমানে সকল ভূখণ্ডে এটা মারাত্মক ভাবে প্রচলিত।

কেউ বারংবার আল্লাহর বিধান ত্যাগ করেও যদি দাবী করে সে আল্লাহর বিধান দিয়ে শাসন করে কিংবা গাইরুল্লাহর বিধানকে হারাম মনে করে - তার দাবী মিথ্যা এবং সে কাফির।

⬛ আহলুল ইল্মের ইজমা, ফাতওয়া:

➡️মুতাকাদ্দিমীন এবং মুতাওয়াসিত্বীনদের ক্বওল:

~ইমাম মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"তাগুত হচ্ছে মানবরূপী শাইতান যার নিকটে মানুষ বিবাদ নিয়ে উপস্থিত হয় এবং তাকে বিচারক হিসেবে মেনে নেয়।"[তাফসীর মুজাহিদ]

~ইমাম সুদ্দী রাহিমাহুল্লাহ উক্ত আয়াত –"যে ব্যক্তি আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না" এর তাফসীরে বলেন: যে ব্যক্তি এই

নির্দেশ ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিবে অথবা জেনেশুনে বাড়াবাড়ি করবে, সে কাফির হয়ে যাবে।

~ইমাম ইবনু যাইদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"যে ব্যক্তি কিতাব রচনা করে তা দিয়ে ফায়সালা করে, আল্লাহর কিতাবকে প্রত্যাখ্যান করে এবং মনে করে কিতাবটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত, সে কাফির হয়ে গেলো।"

~ইমাম ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ বলেন,"এ ব্যাপারে ইজমা হয়েছে যে....,আল্লাহর নাজিলকৃত বিধানকে দূরে ঠেলে দিবে..সে কাফির হয়ে যাবে যদিও সে আল্লাহ যা নাজিল করেছে তা স্বীকার করে।"[আস সারিমুল মাসলুল আলা শাতিমির রাসুল]

~ইমাম ইবনু জারীর আর ত্ববারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"যে ব্যক্তি আল্লাহর ওই বিধান যা তিনি স্বীয় কিতাবে নাজিল করেছেন এবং স্বীয় বান্দার জন্য আইন নির্ধারণ করেছেন, তা গোপন করে অন্য আইন দ্বারা ফায়সালা করবে 'তারাই'- যারা আল্লাহ স্বীয় কিতাবে যা নাজিল করেছেন তদনুযায়ী বিচার করেনা কিন্তু...তারা কাফির।"

~ইমাম ইবনু আব্দিল বার রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"আলিমগণ এ ব্যাপারে সর্বসম্মতিক্রমে একমত, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা কিংবা তার রাসুলকে অপমান করে বা গালি দেয় কিংবা আল্লাহর নাজিলকৃত আইনের কোনো একটিকে প্রতিহত করে.... সে কাফির।"[আত তামহীদ]

~ইমাম ইবনু হাযম রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"যে বিষয়ে ইসলামি শরী'আহ এর কোন দলিল [কুরআনের আয়াত বা হাদিস] নেই এমন বিষয়েও যদি কেউ তাওরাত কিংবা ইঞ্জিল দ্বারা বিচার করে, তবে সে একজন কাফির মুশরিক। ইসলামে তার জন্য কোন জায়গা নেই। আর এ ব্যাপারে ফক্বীহগণের ইজমা আছে।"[ইহকাম আল আহকাম ফি উসুল আল আহকাম]

তিনি আরো বলেন,"আইন প্রনয়ণ চার ধরণের-

১.অবশ্য পালনীয় ফরজকে বিলুপ্ত করা।যেমন সালাত,সিয়াম এর কিছু অংশ কিংবা জ্বিনার হাদ্দের কিছু অংশ বিলুপ্ত করা।

২.ঐসকল বিষয়ের বৃদ্ধি ঘটানো কিংবা নতুন ফরজ আবিষ্কার করা।

৩.হারামকে হালাল মনে করা।

৪.হালালকে হারাম মনে করা।

সুতরাং এর যে কোনো একটি প্রকারের উক্তিকারী কাফির, মুশরিক এবং সে ইয়াহুদী-নাসারাদের সাথে যুক্ত।যে ব্যক্তি এর একটির অনুমোদন দিবে তাকে তাওবাহর সুযোগ না দিয়ে এবং তাওবাহ করলে তা কবুল না করে, প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয তাকে হত্যা করা। তার মাল সম্পদ মুসলিমদের বাইতুল মালে জমা হবে কারণ সে তার দ্বীন পরিবর্তন করে ফেলেছে।"[আল ইহকাম থেকে সংক্ষেপিত]

~ইমাম জাসসাস রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"যে ব্যক্তি আল্লাহর তা'আলার নির্দেশ সমূহের কোনো বিষয় বা তার রাসুলের আদেশ সমূহের কোনো একটি প্রত্যাখ্যান করবে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।"[আহকামুল কুরআন]

~ইমাম বাগবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"জুমহুর উলামাগণ বলেন:বিধানের ক্ষেত্রে কুফরী হচ্ছে- তাতে অজ্ঞতাবশত কিংবা ভুল করে নয় বরং ইচ্ছাকৃত কাত'ঈ প্রমাণের বিরোধিতা করে।"

~শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"যে ব্যক্তি ইজমা হয়েছে এমন হারামকে হালাল করবে, ইজমা হয়েছে এমন হালালকে হারাম করবে এবং ইজমা হয়েছে এমন আইনকে পরিবর্তন করবে, সে ফুক্বাহাদের ঐক্যমতে কাফির এবং মুরতাদ হয়ে যাবে।"[মাজমু আল ফাতাওয়া]

তিনি আরো বলেন,"যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রাসুলের ফায়সালাকে বাধ্যতামূলক গ্রহণ করবে না, সে কাফির।"[মিনহাজ আস সুন্নাহ]

তিনি তার ফাতাওয়ায় বলেন,"আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ আইন হচ্ছে কিতাব এবং সুন্নাহ যা আল্লাহ তা'আলা তার রাসুলকে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং এই শরী'আহ তথা আইন কানুন থেকে সৃষ্টির বের হওয়া অসম্ভব। কেবল কাফিরেরা ই তা থেকে বের হয়ে যায়।"

~ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"অতএব প্রত্যেক জাতির তাগুত হচ্ছে ওই ব্যক্তি যার নিকটে লোকেরা আল্লাহ ও তার রাসুল ব্যতীত বিচার প্রার্থনা করে।"

~ইমাম ইবনু আবিল ইজ্জ আল হানাফী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"শাসক যদি বিশ্বাস রাখে আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করা ওয়াজিব নয় অথবা সে এক্ষেত্রে স্বাধীন কিংবা এটা আল্লাহর বিধান তাতে দৃঢ় ঈমান রাখে তথাপি এটাকে সে হালকা মনে করলো তবে তা সবচেয়ে বড় কুফর।"[শারহ আক্বীদাহ আত ত্বহাবিয়্যাহ]

~ইজমা উল্লেখ করে ইমাম ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর নাজিল হওয়া শরী'আহকে যে পরিত্যাগ করবে, অন্যান্য বাতিল বিচারব্যবস্থার নিকট বিচার এর ভার অর্পণ করবে, নিশ্চিত সে কাফির হিসেবে গণ্য হবে।.....। মুসলিমদের ঐক্যমতে সে কাফির।"[আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া]

তাছাড়া কোনো দার[ভূখণ্ড] কি ইসলামের ভূখণ্ড[দার আল ইসলাম] নাকি কাফিরের ভূখণ্ড[দারুল কুফর] - তা নির্ধারিত হয় আল্লাহর বিধান বিজয়ী কিনা সে হিসেবে। অর্থাৎ, আল্লাহর বিধান দিয়ে বিচার-আইন হলেই কেবল সেটা দারুল ইসলাম।

~বাহয ইবনু হাকীম রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"মহান আল্লাহ মুশরিকদের ইসলাম গ্রহণের পরেও তাদের কোনো ইবাদাত কবুল করবেন না যতক্ষণ না তারা মুশরিকদেরকে[এলাকা] পরিত্যাগ করে মুসলিমদের[এলাকায়] নিকটে আসে।" [সুনান আন নাসা'ঈ]

~জাবির ইবনু যাইদ রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন: [আব্দুল্লাহ] ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,"রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু, উমার রাদিআল্লাহু আনহু ও মুহাজির ছিলেন।কেননা তারা মুশরিকদেরকে[এলাকা] পরিত্যাগ করেছিলেন। আর কোনো কোনো আনসার ও মুহাজির ছিলেন কারণ মদীনাহ ছিল মুশরিকদের আবাসস্থল, পরে তারা আকাবার রাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে চলে[হিজরত] আসেন।"[সুনান আন নাসা'ঈ]

~ইমামু দারিল হিজরাহ মালিক ইবনু আনাস রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"আর তখন মক্কা ছিল দার আল হারব কারণ তখন জাহিলি যুগের আইন এবং সংবিধান প্রতিষ্ঠিত ছিল।"

~ইমামু আহলিস সুন্নাহ আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"কোনো ভূখণ্ডে যখন কুরআন সৃষ্ট হবার মতবাদ, তাকদীর অস্বীকার করার মতবাদ এবং এ জাতীয় অন্য কুফরি ও শির্কী আক্বীদাহ বিজয়ী হবে, তখন সেটাকে দার আল কুফর বলা হবে।"

~ইমাম ইবনু হাজম আল আন্দালুসী রাহিমাহুল্লাহ আল মুহাল্লাতে বলেন,"দেশকে সম্বন্ধিত করা হয় দেশের বিজয়ী শক্তি,শাসক এবং অধিকারীর ভিত্তিতে।"

~ইমাম আল ক্বাদী আবু ইয়ালা রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"প্রত্যেক এমন ভূখণ্ড যেখানে কুফরি সংবিধান নয় বরং ইসলামী বিধিবিধান বিজয়ী তা ই "দার আল ইসলাম"। এবং প্রত্যেক এমন ভূখণ্ড যেখানে ইসলামী সংবিধান নয় বরং কুফরি বিধিবিধান বিজয়ী তা ই "দার আল কুফর"।"

তিনি আরো বলেন,"এমনটা হবার অবকাশ নেই যে কোনো মুকাল্লাফ কাফির ও হবে না, আবার মুমিন ও হবে না।অনুরূপভাবে দার ও দুই অবস্থা থেকে মুক্ত নয়।হয় তা দার আল কুফর হবে নয়তো দার আল ইসলাম হবে।"

~ইমাম ইবনু মুফলিহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"যে ভূখণ্ডে ইসলামি বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত তা দার আল ইসলাম। এবং যে ভূখণ্ডে কুফরি বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত তা দার আল কুফর। এই দুই প্রকারের বাইরে অন্য কোনো দার নেই।"

~ইমাম মনসূর ইবনু ইউনুস আল বুহুতি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"দার আল হারব হলো এমন ভূখণ্ড যেখানে কুফরের বিধিবিধান বিজয়ী।"

~ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"অধিকাংশ ফুক্বাহা বলেন: দার আল ইসলাম ওই ভূখণ্ডকে বলা হয় যেখানে মুসলিমরা বসবাস করে এবং সেখানে ইসলামি বিধিবিধান চালু থাকে।সেখানে ইসলামী বিধিবিধান চালু না থাকলে সেটা দার আল ইসলাম হবে না যদিওবা সেটা দার আল ইসলামের সাথে সংযুক্ত এলাকা হয়।"

➡️মুতাআখখিরীনদের ক্বওল:

~ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ তাগুতের প্রকারভেদে তাদেরকে তাগুত হিসেবে উল্লেখ করেন যারা আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে নিজেরা বিধান প্রণয়ন করে এবং যারা আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুসারে ফায়সালা করেনা।

~ইমাম আশ শাওকানী রাহিমাহুল্লাহ ও এমন ব্যক্তি কাফির হবার কথা উল্লেখ করেন।[দ্রষ্টব্য - ফাতহুল কাদীর]

~ইমাম আল আমিন আশ শানকীতিও তাদের কাফির হবার ব্যাপারে বলেছেন।[দ্রষ্টব্য - আদওয়া আল বায়ান]

~শাইখ আহমাদ শাকির রহিমাহুল্লাহ বলেন," আল্লাহর বিধান ছাড়া শাসন করা নিশ্চিত কুফর এবং এতে কোন সন্দেহ নেই। ইসলামের অনুসারী কোন ব্যক্তির এ ব্যাপারে কোন প্ররোচনা বা কোনো অজুহাতের সুযোগ নেই। সে যেই হোক ইসলামের উপর তাকে আমল করতে হবে, আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং এটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।"[উমদাতুত তাফসির, সূরা আল মায়িদা, আয়াত ৫০]

শাইখ আরো বলেন," আবু মিজলায এবং ইবনু আব্বাসের প্রতি খারিজিদের প্রশ্ন আজকের যুগের বিদ'আহর মত ছিল না, যেখানে আইন প্রণয়ন এবং মানুষের জান-মালের ব্যাপারে বিচার করা হয় এমন আইন দিয়ে যা আল্লাহর শরী'আহ বিরোধী। ...এ ধরনের কাজ হলো আল্লাহর বিচার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এটি হল কুফর আর আহলুল কিবলার কারো মধ্যে এ কাজ কুফরি হওয়া নিয়ে সন্দেহ নেই।
আজ আমরা যেখানেই অবস্থান করি না কেন, সব জায়গাতেই আল্লাহর বিধান সমূহকে ত্যাগ করা হচ্ছে। তার কিতাবে এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহতে যে বিধানাবলি দেওয়া হয়েছে তা ছেড়ে আজ আমরা অন্য বিধান গ্রহণ করছি এবং শরী'আহকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করছি।
যারাই ইবনু আব্বাস ও আবু মিজলাযের বক্তব্য [কুফর দুনা কুফর] ব্যবহার করে, সেগুলোর প্রেক্ষাপট বদলে দিয়ে আল্লাহর শরীয়াহ ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে শাসন করাকে ইসলামে বৈধতা দিতে চায়, শাসকদের নৈকট্য অর্জন করতে চায়, এ রকম ব্যক্তি আল্লাহর বিধান অস্বীকারকারী। তাকে অবশ্যই তাওবাহ করতে হবে। যদি সে তাওবাহ করে, তবে তার কাজ [অর্থাৎ অপব্যাখ্যার মাধ্যমে শরীয়াহ ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা শাসনের বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করা] ছোট কুফর গণ্য করা হবে। আর যদি সে তাওবাহ না করে এবং তার এই বক্তব্যের উপর অটল থাকে এবং [শাসকদের] এসব বিধানকে গ্রহণ করে, তবে এটি তো সবার জানা কথাই যে, কুফরের উপর অটল থাকা কাফিরের সাথে কিভাবে বোঝাপড়া করতে হয়।"[তাখরিজ তাফসির আত তাবারি]

~শাইখ মুহাম্মদ ইবনু ইব্রাহিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"এ ব্যাপারে বলা হয় যে, এটি ছোট কুফর যখন আল্লাহর বিধান ব্যতীত বিচার ফয়সালা করে এই বিশ্বাস সত্ত্বেও যে, সে পাপী এবং আল্লাহর বিধানই যথার্থ। আর এটি তার পক্ষ থেকে একবার বা অনুরূপ সংখ্যকবার প্রকাশিত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত বা ধারাবাহিকভাবে এটি করে সে কাফির। যদিও তারা বলে যে, আমরা ভুল করছি বা শরীয়াহর বিধানই অধিক ন্যায়নিষ্ঠ, যুক্তিযুক্ত।"[ফাতওয়া মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহিম]

~শাইখ আব্দুর রহমান ইবনু হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"আল্লাহ তায়া'লা বান্দাদের উপর যে বিধান নাজিল করেছেন তার বিপরীত বিধান দ্বারা মানুষের মধ্যকার বিচার ফায়সালা করে আল্লাহ তায়া'লা ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরোধিতা করবে,বা নিজ উদ্দেশ্য বা প্রবৃত্তির জন্য করতে চাইবে সে ইসলাম ও ঈমানের বন্ধনীকে নিজের গলদেশ থেকে খুলে ফেললো যদিওবা সে নিজেকে মুমিন দাবি করে।"[ফাতহুল মাজিদ]

~শাইখ আব্দুর রাযযাক আফিফি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"তৃতীয় প্রকারের শাসক হলো সেই শাসক যে নিজেকে মুসলিম দাবি করে এবং শরীয়াহর বিধানাবলী সম্পর্কে জানা সত্বেও সে আইন প্রণয়ন করে এবং বিচার ব্যবস্থা তৈরি করে এবং মানুষকে বাধ্য করে এই ব্যবস্থার অনুসরণ করতে, যদিও সে জানে এই বিচার ব্যবস্থা এবং এসব আইন শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক। এ রকম ব্যক্তি কাফির, যে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে গেছে।
একই হুকুম তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা বিচার ও আইন প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন সংসদ কিংবা আইনসভা তৈরির নির্দেশ দেয় এবং লোকদের আদেশ দেয় এবং বাধ্য করে আইনসভা সংসদ এবং এদের প্রণীত আইনের অনুসরণের, যদিও তারা জানে এগুলো শরীয়াহ বিরোধী।একইভাবে যে ব্যক্তি এগুলোর ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিচার করে এবং প্রয়োগ করে তার ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য। আর যারা এক্ষেত্রে জেনে-বুঝে, স্বেচ্ছায় তাদের আনুগত্য করে এবং আল্লাহর শরীয়াহ ছাড়া এসব আইন দ্বারা বিচার আকাঙ্ক্ষা করে তাদের ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য। তারা আল্লাহর হুকুম, আল্লাহর আইন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার দোষে দোষী।"[শুবাহাত হাওল আস সুন্নাহ এবং আল হুকুম বি গাইরি মা আনযালা]

সংক্ষিপ্ত কলেবরের নোট বিধায় অন্যদের ক্বওল উল্লেখ করলাম না। তাদের কুফরের ব্যাপারে বক্তব্য আছে আরো অনেকের - যেমন: শাইখ আব্দুল হামিদ কিশক, ইবনু উসাইমিন, ইবনু বায, হামুদ আত তুওয়াইজিরি, ইবনু জিবরীন, আব্দুল কাদির ইবনু আব্দুল আজিজ, মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ আল কাহতানী,নাসির ইবনু আব্দুল করীম আক্বল, আবু ক্বাতাদাহ, আবু মুহাম্মাদ, আলী আত ত্বানতাবী, আব্দুর রহমান দামেশকী,সুলায়মান আল আলওয়ান, সালমান আল আওদাহ, সাফর আল হাওয়ালী,

সালিহ আল মুনাজ্জিদ,আবু বকর আল জাযায়িরী,সালিহ আল ফাউজান সহ আরো অনেকের!

◾আল্লাহর বিধান দিয়ে যারা ফায়সালা করে না তাদের অনুসারীদের বিধান কি?

~যারা সুস্পষ্টভাবে হারাম-হালাল এবং শাসক কতৃক সেগুলোর পরিবর্তন সম্পর্কে জানাসত্ত্বেও হারাম হালাল এবং বিধানের ক্ষেত্রে তাদেরকে অনুসরণ করে তার নিঃসন্দেহে বড় কুফরে লিপ্ত এবং তারা শাসকদেরকে রব্ব বানিয়ে নিয়েছে।

~যে জানে শাসক আইন পরিবর্তন করেছে তবুও সে গাইরুল্লাহর আইনকে বৈধ মনে করে কিংবা এটাকে আল্লাহর বিধানের সমকক্ষ কিংবা তা থেকে উত্তম মনে করে শাসক/বিচারকের বাধ্যগত থাকে তাহলে সে কুফরে লিপ্ত।

~যে আল্লাহর বিধানকে উত্তম এবং একমাত্র বিধান মনে করে কিন্তু খাহেশাতের কারণে শাসক / বিচারকের অনুসরণ করে - সে কাফির নয় কিন্তু ফাসিক।

~যে অজ্ঞতার জন্য শাসকের কুফরী সম্পর্কে জানে না কিন্তু আলিমের ভুল ইজতিহাদের অনুসরণ করে তাদের কুফরকে সাব্যস্ত করে ব্যর্থ হয়ে তাদের অনুসরণ করলে সেটা কুফর না কিন্তু সে ব্যক্তি ফাসিক।

কিন্তু সত্য জানার সুযোগ না থাকলে সে ফাসিক হিসেবে সাব্যস্ত হবেনা।

~যে কুফরী বিধান সম্পর্কে জানে এবং সে যদি তাদের উপর একটি ধুলিকণা ও নিক্ষেপ করে যারা আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করতে চায় - সে কুফরে লিপ্ত।

◾তাগুতের কাছে বিচার চাওয়ার বিধান কি?

এটা সুস্পষ্ট যে যারা আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান বাদ দিয়ে গাইরুল্লাহর বিধান দিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করে সে কাফির এবং তাগুত।

তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করা ঈমানের পূর্বশর্ত এবং মানুষ যে তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যায় সেটা কুরআনের আলোকে সুস্পষ্ট -

ক."আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবি করে যে,আপনার ও আপনার আগে অবতীর্ণ বিষয়ের ওপর তারা ঈমান এনেছে? কিন্তু তারা তাদের বিরোধীয় বিষয়ের ফায়সালা করার জন্য তাগুতের দিকে ফিরতে চায়।অথচ তাদেরকে একে[তাগুতকে] অস্বীকারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"[কুরআন ০৪:৬০]

খ."কিন্তু না,তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না, যে পর্যন্ত তারা তাদের বিবাদ মীমাংসার ভার তোমার[রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] উপর ন্যস্ত না করে, অতঃপর তোমার ফায়সালার ব্যাপারে তাদের মনে কিছুমাত্র কুন্ঠাবোধ না থাকে, আর তারা তার সামনে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সমর্পণ না করে।"[কুরআন ০৪:৬৫]

গ."আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসুলকে পাঠিয়েছি [এটা বলার জন্য যে], আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর।"[কুরআন ১৬:৩৬]

~শাইখ আব্দুর রহমান ইবনু হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন,<<দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হিদায়াত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে। অতএব, যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়...[কুরআন ০২:২৫৬]>> বলে যে, যে তাগুতের নিকটে বিচার কামনা করে সে তাগুতকে অস্বীকার করেনি উপরন্তু [তাগুতের উপর] ঈমান এনেছে।"তিনি মুনাফিক এবং উমার রাদিআল্লাহু আনহু এর ঘটনা উল্লেখ করে বলেন যে ব্যক্তি এমন কুফর করে তাকে হত্যা করা হবে।[ফাতহুল মাজিদ]

~শাইখ হামদ ইবনু আতিক রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"মানুষকে মুসলিম থেকে মুরতাদে পরিণত করার একটি বিষয় হলো আল্লাহ এবং তার রাসুল ব্যতীত অন্যের নিকটে বিচার কামনা করা।"[মাজমু' আত তাওহীদ]

~শাইখ জামালউদ্দীল কাসিমী, শাইখ সুলায়মান ইবনু সামহান, শাইখ সুলায়মান ইবনু আব্দুল্লাহ এই কুফরকে এবং ভিন্ন মত যা সঠিক নয় - এসব নিয়ে ব্যখ্যা করেছেন যা আদ দুরার আস সানিয়্যাহতে রয়েছে।

সুতরাং তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করা ঈমানের দাবি এবং তাগুতের কাছে বিচার ফায়সালা চাওয়া কুফর।

অনেক আহলুল ইল্মের মতে খুব ই প্রয়োজনে তাগুতের কাছে বিচার চাওয়া বৈধ। কিন্তু সঠিক মত হলো তা বৈধ নয়।

কিন্তু কেউ যদি বলপ্রয়োগে বাধ্য হয়ে কিংবা খুব ই জরুরতের কারণে কিংবা ভুল তাওয়ীলের স্বীকার হয়ে তাগুতের দ্বারস্থ হয়, তবে সে কাফির হবে না।

বিভিন্ন শর্ত এবং সংশ্লিষ্ট বিধানের ক্ষেত্রে যোগ্য আলিমগণ ফাতাওয়া দিবেন অর্থাৎ কেউ তাগুতের কাছে বিচার চাইলেই সাথে সাথে তাকে কাফির ঘোষণা করবো না, এটা যোগ্য উলামাদের উপর ন্যস্ত করবো।

◾ বর্তমানে কথিত মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর কুফর এবং শির্ক কি সুস্পষ্ট?

~অধিকাংশ ভূখণ্ডে জনসংখ্যার অধিকাংশ ই মুসলিম কিন্তু সেখানে আইনের উৎস ই গাইরুল্লাহর বিধান অর্থাৎ লিখিত সংবিধান যা শরী'আহর বিপরীত। এটা নির্জলা কুফর।

~সংবিধানে হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করা হয়েছে, বিভিন্ন সংসদ / মন্ত্রীপরিষদে শরী'আহর সাংঘর্ষিক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে - যা শির্ক আল আকবার।

~এদের ক্ষেত্রে "কুফর দুনা কুফর" প্রযোজ্য নয় কারণ কুফর দুনা কুফর তখন ই হতো যখন সংবিধান থাকতো আল্লাহর বিধান কিন্তু শাসক/বিচারক অল্প কিছুবার

তা বাধ দিয়ে ফায়সালা দিতো প্রবৃত্তির শিকার হয়ে। কিন্তু এরা আকড়ে ই ধরেছে গাইরুল্লাহর বিধান কে এবং তারা ইসলামের সেসব আইন গ্রহণ করে যা সংবিধানের সাথে মিলে এবং যা মিলে না সেগুলোকে বর্জন করে।

সুতরাং তাদের কাফির হওয়া নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই এমনকি তাদের ব্যাপারে ওজরের প্রশ্ন তোলা হলেও তা অবান্তর কেননা তারা জেনে বুঝে, ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর বিধানকে প্রত্যাখ্যান করছে।

■ বিভিন্ন সংশয় এবং নিরসন:

1 সাইয়িযদুনা আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু এর "কুফর দুনা কুফর" ইস্যু!

নিরসন:

বর্তমানে অনেকে সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস এর "কুফর দুনা কুফর" ক্বওলটিকে ভুলভাবে এমনভাবে ব্যবহার করছে যা দ্বারা সুস্পষ্ট মুরতাদ শাসকদেরকেও মুসলিম সাব্যস্ত করছে। এটা নিয়ে নিচে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

১.প্রথমত আসি ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু এর ক্বওলের সনদ নিয়ে।

~ইবনু আবি তালহা, ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণনার সনদে একজন রাবি আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ অধিকাংশের মতে দুর্বল, কারো মতে সিকাহ কিন্তু বেশ ভুল করেন।

~ইবনু আব্বাস থেকে তাউস, তার থেকে একজন ব্যক্তি, তার থেকে সুফইয়ান - এর সনদে একজন মাজহুল ব্যক্তি রয়েছে।

~তাছাড়া আরো অনেকগুলো সনদে ইবনু আব্বাসের ক্বওল টা রয়েছে

~সবগুলো সনদ মিলিয়ে একটা আরেকটা সাপোর্টিভ,তাই সবগুলো সনদ মিলিয়ে এটাকে সহীহ বলা যায়।

কিন্তু এটা যথেষ্ট নয়, কুফর আল আকবর কে ছোট কুফর সাব্যস্ত করতে।

২.তাছাড়া ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু এর বিপরীত ক্বওল রয়েছে যা "কুফর দুনা কুফর" এর সনদ থেকে অধিক সহীহ এবং শক্তিশালী সনদে বর্ণিত হয়েছে।

ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,"যে ব্যক্তি বিচার ফায়সালার ক্ষেত্রে জেনেশুনে স্বেচ্ছাচারিতা করে, জ্ঞান ব্যতীত বিচার করে, কিংবা বিচারের ব্যাপারে ঘুষ গ্রহণ করে সে কাফির।"[আখবারুল কুদাহ]

সুরাহ মায়িদাহর ৪৪ নং আয়াত সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,"এটা কুফর।", আরেক বর্ণনায় "এটা তার কুফরের জন্য যথেষ্ট।"[আখবারুল কুদাহ]

৩.শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ তার রচিত "আল উসুলু মিন ইল্মিল উসুল" এ বলেন,"একজন সাহাবীর বক্তব্যের সেই অধিকার যে, আল্লাহ যে আয়াতকে সাধারণ করেছেন,তা তাকে নির্দিষ্ট করে দিবে।"

সুতরাং ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু এর বক্তব্য কোনো বক্তব্য কোনো আম বিধানকে খাস করবে না।

তাছাড়া এটাও উসুল যে, কুরআনের অন্য কোনো আয়াত না থাকলে, তখন একজন সাহাবীর ক্বওল গৃহীত হবে।

৪.সাইয়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু এর ক্বওল এর প্রেক্ষাপট ও ভিন্ন কেননা তখন খারিজীদের দৌড়াত্ম ও ছিলো। তাই তিনি এটা বলে থাকতে পারেন।

[2]আবু মিযলাজ এবং ইবাদিয়যাহ খারিজীদের বযাপার!

নিরসন:

আবু মিযলাজ রাদিআল্লাহু আনহু ছিলেন সাইয়্যিদুনা আলী ইবনু আবি তালিব রাদিআল্লাহু আনহু এর সমর্থক। কিন্তু তৎকালীন ইবাদিয়্যাহ খারিজীরা আলী সহ অনেক সাহাবীদেরকে কাফির মনে করতো। এ ব্যাপারে আবু মিযলাজ এর সাথে খারিজীদের তর্কের সময় তিনি বলেন যে,কেউ [আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তা ব্যতীত] বিচার করলে সে গুণাহগার হবে।

উল্লেখ্য,

~আলী রাদিআল্লাহু, এমনকি কোনো খিলাফাহর সময়কালেও গাইরুল্লাহর বিধান প্রচলিত ছিলো না।

~খারিজীরা সাহাবীদের মত বাদ দিয়ে নিজেরা দ্বীন বুঝতে যেয়ে ভুলে পতিত হয়েছিলো, তারা মুসলিম শাসককে কাফির বলতে থাকে। ঘটনার প্রেক্ষাপটে এবং তাদের জবাবে আবু মিযলাজের বক্তব্য তখন মানানসই ছিলো।

সুতরাং তার সেই পরিপ্রেক্ষিত এবং ঘটনার সাথে বর্তমানের প্রেক্ষিতের আকাশ পাতাল ফারাক।

সুতরাং তার বক্তব্য বর্তমানের সাথে আদৌ সামঞ্জস্য নয় কেননা তার তর্ক ছিলো ইবাদিয়্যাহ খারিজীদের সাথে এবং এমন শাসকের ব্যাপারে যারা শরী'আহ দিয়ে শাসন করতো।

তাদের সাথে বর্তমানের ঘটনা এক না, বরং আকাশ পাতাল তফাৎ, সুতরাং যারা আবু মিযলাজ এর বক্তব্য অপব্যখ্যা করে যারা শাসকের কুফরকে কুফর মনে করে না এরা দ্বীন বিকৃতকারী।

3.কেউ যদি হালাল মনে না করে কোনো গুণাহ করে, সে কি কাফির হবে?

~এ ব্যাপারে হালাল হারাম সম্পর্কিত নাক্বিদে লিখা হবে ইনশাআল্লাহ।

4 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওরাত দিয়ে বিচার করেছেন- তাই আমাদের জন্য ও তা বৈধ।"

নিরসন:

এই সংক্রান্ত হাদিসটি মুসনাদু আহমাদ এবং সুনান আবি দাউদে রয়েছে

১.ইমাম ইবনু হাযম রাহিমাহুল্লাহর মতে এই সংক্রান্ত বর্ণনার সানাদে অস্পষ্ট ব্যক্তি রয়েছে।

ইমামের মতানুসারে যে ব্যক্তি দাবী করবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানসুখ কিতাব তাওরাত দ্বারা ফায়সালা করেছেন সে মুরতাদ।

২.যদি ধরেও নেয়া হয় সানাদ এবং মতন উভয় ই সহীহ সেক্ষেত্রে - এটা বুঝায় না যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওরাতকে অনুসরণ করেন কিংবা এর বৈধতা দিয়েছেন বরং তিনি তাওরাতের সে বিধান এর কথা উল্লেখ করেছেন যা[নাজিলের পরে] পরিবর্তিত হয়নি এবং কুরআনের অনুরূপ।

৩.কুরআন নাজিলের পর সমস্ত কিতাবের বিধান রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং যে কুরআন সুন্নাহ বাদ দিয়ে সেগুলোর বর্তমানের বিকৃত রূপের দ্বারস্থ হবে সে দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে কেননা আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ রহিত করে কুরআনকে আমাদের জন্য খাস করে দিয়েছেন।দেখুন সূরা মায়িদাহর ৪৮ তম আয়াত!

তাছাড়া পূর্বে বিশদভাবে উল্লেখ করেছি কুরআন সুন্নাহ বাদ দিয়ে শাসন করা যে বড় কুফর।

5 'নাজ্জাশী আল্লাহর বিধান দিয়ে শাসন করতো না তবুও সে কাফির হয়নি।"

নিরসন:

~নাজ্জাশী আল্লাহর বিধান দিয়ে শাসন করতো না - এর স্বপক্ষে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই।

~এটা বিভিন্নভাবে প্রমাণিত যে, নাজ্জাশী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদেশ নিষেধ যা জানতেন - সব ই মান্য করতেন।

~নাজ্জাশীর জীবিতকালে দ্বীন সম্পুর্ন হয়নি অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণ ভাবে নাজিলের পূর্বেই নাজ্জাশী মারা গিয়েছিলো।

কুরআনের সুরাহ মায়িদাহর ৩য় আয়াত ["আজ তোমাদের জন্য দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম..."]- নাজিলের আগেই তার মৃত্যু ঘটে।

সুতরাং তার ব্যাপারে জলঘোলা করে শাসকের কুফরকে ঢাকা, শাক দিয়ে তিমি ঢাকার মতো ই।

6"খলিফা মামুনকে কাফির ঘোষণা করা হয়নি।"

নিরসন:

খলিফা মামুন কিছু ক্ষেত্রে জাহমিয়্যাহদের অনুসরণ করলেও তৎকালীন আহলুস সুন্নাহর অনেক বড় বড় ইমাম থাকে কাফির ঘোষণা করেনি। কারণ -

~তার ভুলের পিছনে যথেষ্ট কারণ ছিল। ভুল তাবীলের জন্য সে সত্য অবধি পৌছাতে পারেনি।

কিন্তু মামুন শরী'আহ কিংবা আল্লাহর অকাট্য কোনো বিধান পরিবর্তন করেনি।

7 ট্রাফিক আইন ভঙ্গের জন্য শাস্তির আইন প্রণয়ন কি কুফর?

নিরসন:
প্রথমত সেসব আইন প্রণয়ন কুফর যা কুরআন সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক। আর মানুষের প্রয়োজনে, ইসলামী আইন অনুসারে কোনো আইন প্রণয়ন কুফর নয়। যেমন: ট্রাফিক আইন ইত্যাদি কুফর না।

আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

পঞ্চম নাক্বিদ:

যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত কোনো বিধানের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করবে, সে যদি ঐ বিধানের উপর আমল করেও, তবুও সে কাফির।

ব্যখ্যা:
এই নাক্বিদ সম্পর্কে আহলুল ইল্মের ইজমা রয়েছে যা আল ইক্বনা,আল ইবানাহ, কাশশাফ আল ক্বীনা তে বর্ণিত হয়েছে।

যে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনীত কোনো বিধানের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ পোষণ করে তাহলে সে কাফির হোক সে নারী, পুরুষ কিংবা যেকোনো মুকাল্লাফ ব্যক্তি। তবে এ থেকে সেসকল ব্যক্তি মুক্ত যাদের উপর শরীয়াহ রহিত যেমন শিশু, পাগল ইত্যাদি।সে ব্যক্তি কাফির যদিওবা সে ওই বিধানের উপর আমল করে।

দলীল:
ক."যারা কুফরী করেছে তাদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেবেন। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দেবেন।"[কুরআন ৪৭:৮-৯]

সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,"আল্লাহ তাআলা যা অবতীর্ণ করেছেন, যা দিয়ে আল্লাহ তাআলা জিবরাঈল আলাইহিসসালাম কে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে পাঠিয়েছেন তারা তা অপছন্দ করে ও প্রত্যাখ্যান করে।ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন।"[তাফসীর ইবনু আব্বাস]

খ.যে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা এনেছেন তা ঘৃণা করবে, সে কাফির। এ ব্যাপারে ইমাম বুহুতি রাহিমাহুল্লাহ তার কাশশাফ আল ক্বীনা[৬/১৬৮] তে ইজমা উল্লেখ করেছেন। আর ঈমান ভঙ্গের জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এর আনীত যেকোনো একটি বিষয়ের প্রতি ঘৃণা কিংবা বিদ্বেষ ই যথেষ্ট। যেমন:কুরআন কিংবা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এমন কিছু কর্ম ঘৃণা করা যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কর্ম কিংবা আনীত হিসেবে প্রমাণিত ; উদাহরণস্বরূপ, কোনো সুন্নাহ কে ঘৃণা করা।

গ.আল ইবানাহ তে ইমাম ইবনু বাত্তাহ রাহিমাহুল্লাহ ইজমা উল্লেখ করে বলেন,"কেউ যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোনো একটি বিষয় ব্যতীত সব বিষয়ে ও ঈমান আনে..., তাহলে আলিমদের ঐক্যমতে সে কাফির।"

◾ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু এনেছেন তা মূলত দুই ভাগে বিভক্ত। সেগুলো হলো:

১.আক্বীদাহ অর্থাৎ ইসলামি বিশ্বাস।
২.আহকাম আমালিয়্যাহ অর্থাৎ বিভিন্ন ইবাদাত, সুন্নাহ ইত্যাদি।

যে উপরোক্ত কোনো এক প্রকারের অন্তর্ভুক্ত কোনোকিছু কে ঘৃণা করবে তাহলে সে কুফরে লিপ্ত।

◾ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন [দ্বীন ইসলাম] তার কোনো কিছুর ঘৃণা কিংবা অপছন্দ মূলত দুইভাবে হয়। সেগুলো হলো:

~১.সেগুলো ইসলামের বিধান হওয়ার দরুন, কিংবা সেগুলোকে অনুত্তম ভেবে কিংবা বর্তমানে অকার্যকর ভেবে কিংবা অযৌক্তিক ভেবে কিংবা জুলুম ভেবে কিংবা অনুচিত ভেবে ঘৃণা করা হলে তা নিঃসন্দেহে কুফর। যেমন: আল্লাহর বিধান হবার দরুন বহুবিবাহকে ঘৃণা করা কিংবা কটাক্ষ করা কুফর, জি-হাদকে কটাক্ষ করে জঙ্গীবাদ কিংবা সন্ত্রাসবাদ বলা কুফর ইত্যাদি।

~২.কেউ যদি দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বিধায় কোনো বিষয়কে অপছন্দ না করে বরং দুনিয়াবি ক্ষয়ক্ষতি, দুঃখ-কষ্ট কিংবা স্বভাবজাত ফিতরাতের কারণে কোনো বিষয়কে নিজের জন্য অপছন্দ করে তবে সেটা কুফর নয়। যেমন:

ক.অধিকাংশ মানুষ ই জিহাদকে অপছন্দ করে জান ও মালের ভয়ে, দ্বীনের বিধান হবার জন্য না - এটা কুফর না।
আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তোমাদের উপর ক্বিতালকে ফরয করা হয়েছে অথচ তা তোমাদের নিকটে অপছন্দনীয়।"[কুরআন ০২:২১৬]

খ.অনেক মানুষ ঠান্ডা পানিতে ওযু করতে অপছন্দ করে কারণ ঠান্ডা পানিতে কষ্ট হয়,সে দ্বীনের কোনো কারণে এটাকে অপছন্দ করেনা।
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"..অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও ভালো করে ওযু করা।"[মুসলিম]

গ.কেউ যদি নিজের স্বামীকে একা ই চায় বিধায় অথবা হিংসাবশত তার স্বামীর একাধিক বিবাহ অপছন্দ করে তবে সেটা কুফর নয়। কিন্তু সে যদি বিশ্বাস করে যে শরী'আহতে একাধিক বিয়ের বিধান অনুচিত কিংবা জুলুম তাহলে সে নিঃসন্দেহে কাফির।

ঘ.যে ব্যক্তি কৃপণতার দরুন যাকাত আদায় করে না সে ফাসিক কিন্তু কাফির নয়। কিন্তু সে যদি যাকাতের বিধান কে অযৌক্তিক কিংবা জুলুম ভাবে কিংবা অস্বীকার করে তাহলে সে কাফির।

ঙ.কেউ যদি নিজের কাছে স্বামীকে দাড়ি ছাড়া চায় বিধায়, স্বামীর দাড়ি রাখতে বাধা দেয় তাহলে সে ফাসিক কিন্তু কাফির নয়। আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে এ ব্যাপারে!

◾ এই নাক্বিদে লিপ্ত ব্যক্তিকে তাকফিরের ক্ষেত্রে দুটি শর্ত বিদ্যমান:

১.সে ব্যক্তি কে জানতে হবে যে বিষয়ে সে ঘৃণা কিংবা সন্দেহ পোষণ করেছে সে বিষয় কুরআন কিংবা সুন্নাহ তে বর্ণিত বিষয়। তার প্রতিবন্ধকতা না থাকা সত্ত্বেও কুফরে লিপ্ত হলে সে কাফির।

২.সে ব্যক্তি যদি অজ্ঞ হয় তাহলে তার নিকট কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে প্রমাণ দেখানো হবে। অতঃপর যদি সে নিজ ইচ্ছায় কিংবা অহংকারের দরুন কুফর থেকে ফিরে না আসে, তবে সে কাফির।

উল্লেখ্য, কেউ যদি মতবিরোধপূর্ণ দুটি বিষয়ের একটিকে প্রতিষ্ঠিত জেনেও ঘৃণা না করে অপছন্দ করে তাহলে সে কাফির হবে না। কিন্তু কেউ যদি শতভাগ নিশ্চিত যে দুটো বক্তব্য ই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত তাহলে কোনোটাতেই ঘৃণা করা যাবে না কিন্তু একটির উপর অন্যটিকে প্রাধান্য দিলে কিংবা একটিকে কম পছন্দনীয় মনে করলে তা কুফর হবে না। কিন্তু কেউ যদি এটাকে সুপ্রতিষ্ঠিত মনে না করে ঘৃণা করে তবে তা কুফর নয়।

কেউ কোনো পাপ করলেই কি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনীত দ্বীনকে অপছন্দ করা হলো? এবং তা কি কুফর?

আমরা অহরহ যেসব গুণাহ করি সেগুলো মূলত আমাদের অলসতা, প্রবৃত্তির বাসনা, মনের ইচ্ছা কিংবা শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে করি এবং সেগুলো দ্বীনকে ঘৃণা করার জন্য না তাই সেগুলো কুফর না। কিন্তু সেসব ব্যাপার ভিন্ন যেগুলো শির্ক অথবা কুফর হওয়া নিয়ে উম্মাহর ঐক্যমত রয়েছে অথবা যেগুলো দ্বীনকে ঘৃণা করার কারণে করা হয়।
সাধারণত যেসব হারামে মানুষ লিপ্ত হয়, সেগুলোকে তারা হালাল ভেবে লিপ্ত হয়না। আর এসব মানুষ ফাসিক কিন্তু কাফির না যা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহর আক্বীদাহ। খারিজীদের মতে কবীরা গুণাহগার ব্যক্তি কাফির যা তাদের মারাত্মক ভ্রান্তি।

আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

ষষ্ঠ নাক্বিদ:

যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত সামান্য কোনো বিষয়, আল্লাহ প্রদত্ত সওয়াব-প্রতিদান কিংবা তার কোনো শাস্তির বিধানের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, সে ব্যক্তি কাফির।

এর দলীল আল্লাহ তাআলার বাণী:

"বলুন:তোমরা কি আল্লাহ, তার নিদর্শন ও তার রাসূলকে নিয়ে বিদ্রূপ করছিলে? তোমরা আর অজুহাত পেশ করো না, তোমরা তো ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গেছো।"[কুরআন ০৯:৬৫-৬৬]

ব্যখ্যা:

যে ব্যক্তি ইসলামের যেকোনো বিষয়ে কিংবা কোনো নিদর্শনের ক্ষেত্রে কিংবা কোনো বিধানের প্রতি ঠাট্টা বিদ্রুপ করে, সে কাফির এবং মুনাফিক।

দলীল:
১."বলুন:তোমরা কি আল্লাহ, তার নিদর্শন ও তার রাসূলকে নিয়ে বিদ্রূপ করছিলে? তোমরা আর অজুহাত পেশ করো না, তোমরা তো ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গেছো।"[কুরআন ০৯:৬৫-৬৬]

২.ইমাম মুহাম্মদ ইবনু হাযম আল আন্দালুসী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"বিশুদ্ধ বর্ণনায় প্রমাণিত যে, কারো নিকটে প্রমাণ পৌছার পরেও যদি সে আল্লাহ তায়া'লা কিংবা কোনো ফিরিশতা কিংবা কোনো নবী কিংবা কুরআন এর কোনো আয়াত অথবা দ্বীনের কোনো ওয়াজিব কাজ নিয়ে বিদ্রুপ করে, তাহলে সে কাফির।"[আল ফাসল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল]

৩.ইমাম ইবনু কুদামাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"ইসলামের কোনো বিধান নিয়ে, আল্লাহর আয়াত, আল্লাহর রাসুলকে নিয়ে এবং কিতাবসমূহ নিয়ে মজা করলে, গালিগালাজ করলে তার ঈমান চলে যাবে।"[আল মুগনী]

৪.ইমাম ইবনুল হুমাম আল হানাফী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"তাকফীরের প্রধান উপাদান ই হলো দ্বীনের কোনো বিষয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কিংবা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা।"[আল মুসায়ারাহ]

৫.শাইখ আব্দুর রহমান আস সাদী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"ইসলামের ভিত্তি ই গড়ে উঠেছে আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা, তার প্রেরিত দ্বীন এবং রাসুলের প্রতি সম্মানের উপর। সুতরাং তা নিয়ে উপহাস করা এই মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক এবং সম্পুর্ন বিপরীত।"[তাফসির আস সাদী]

৬.শাইখ বিন বায রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এ ব্যাপারে আলিমগণ একমত যে, কোনো মুসলিম যদি দ্বীন কিংবা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে গালাগালি করে কিংবা অপমান করে অথবা উপহাস করে তাহলে সে কাফির এবং মুরতাদ। তাকে হত্যা করা হবে এবং তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে।"[ফাতাওয়া নূর আলা আদ-দারব]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলামের যেকোনো বিধান, নিদর্শন কিংবা আল্লাহ তায়া'লা সম্পর্কে কিংবা তার আয়াত, রাসুল কিংবা সম্মানের বিষয়ে মজা করবে অথবা উপহাস করবে সে কাফির। যেমন:

১.জান্নাত-জাহান্নাম নিয়ে উপহাস করা কিংবা বলে যে এগুলো অনর্থক।

২.দাড়ি, হিজাব ইত্যাদি বিধান নিয়ে উপহাস করা অথবা পর্দার জন্য নারীকে জীবন্ত তাবু বলা। এসব সুস্পষ্ট কুফর।

৩.কেউ যদি হদের বিধান নিয়ে কিংবা রজমের বিধান নিয়ে উপহাস করে তাহলে সে কাফির।

৪.কেউ যদি কোনো সুন্নাহ কিংবা প্রতিষ্ঠিত বিষয়াবলী নিয়েও উপহাস করে তবে সে কাফির।

৫.কেউ যদি বলে দ্বীন ইসলাম সেকেলে তাহলে সে নিঃসন্দেহে কাফির।

৬.কেউ যদি সাওয়াব কিংবা গুণাহ নিয়ে উপহাস কিংবা মজা করে তাহলে সে কাফির,ইত্যাদি।

■ উপহাসকারী কাফির যদিওবা সে মজার ছলে করে কিংবা উপহাসের ব্যাপারে নিয়্যাত ও না করে।

দলীল:
১.আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদিআল্লাহু
আনহু বর্ণনা করেন যে,"একজন ব্যক্তি কোন এক মজলিসে তাবূক যুদ্ধ সম্পর্কে বলল,'
এই লোকদের মতো পলায়ন কারী, অধিক মিথ্যাবাদী, অধিক পেটুক, যুদ্ধের ময়দানে অত্যাধিক কাপুরুষ কাউকে দেখিনি।' তখন ওই মজলিসে এক ব্যক্তি বলল,'তুমি মিথ্যাবাদী, কেননা তুমি মুনাফিক। আমি অবশ্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এ ব্যাপারে বলে দেব।' অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সংবাদ দিল। অতঃপর কুরআন অবতীর্ণ হলো। আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,'অতঃপর আমি ওই মুনাফিককে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উটের দড়ির সাথে ঝুলন্ত দেখতে পেলাম এবং পাথর তাকে ক্ষতবিক্ষত করছিল।এমতাবস্থায় সে বলছিল,'হে আল্লাহর রাসুল, আমরা কেবল মাত্র খেল-তামাশা করছিলাম।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছিলেন,'তোমরা কি আল্লাহ, তার আয়াত এবং তার রাসুলকে নিয়ে ঠাট্টা করছিলে?' সুতরাং তাদের উক্তি "আমরা কেবল মাত্র খেল-তামাশা করছিলাম।"[ইবনু জারির, ইবনু আবি হাতিম সহ অন্যান্যরা বর্ণনা করেন]

২.ইমাম যারখাশি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"যে ব্যক্তি বিদ্রুপ করে কুফরী কথা বলে, কুফরের নিয়্যাত না করলেও সে কাফির হয়ে যাবে।"[ফিল মানসুর আল আকাঈদ]

৩.শাইখ সুলায়মান আল আশ-শাইখ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যে আল্লাহ, কিতাবুল্লাহ, তার রাসুল, অথবা তার দ্বীন নিয়ে উপহাস করবে আলিমদের ঐক্যমতে সে কাফির যদিওবা প্রকৃতপক্ষে সে উপহাস করার নিয়্যাত না ও করে থাকে।"[তাইসির আল আযীয আল হামিদ]

⬛ কাউকে হাসানোর জন্য কিংবা মজার ছলেও উপহাস করা কিংবা বিদ্রুপ করা কুফর যা ইসলাম থেকে ঈমান আনার পরেও বের করে দেয়।

১.শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহ, তার নিদর্শনসমূহ এবং তার রাসুলকে নিয়ে মজা করা কুফর..।"

২.শাইখ মুহাম্মদ ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "প্রভুত্ব, নবুয়্যাত, ওহী এবং দ্বীনের ব্যাপার হলো পবিত্র যেগুলো শ্রদ্ধার জন্য। এগুলো নিয়ে মজা করার অনুমতি নেই। অন্যকে হাসানোর জন্য কিংবা মজা করার জন্য এগুলো নিয়ে উপহাস করার অনুমতি নেই। কেউ যদি তা করে তাহলে সে কাফির.....।"

⬛ এমন ঠাট্টা-তামাশাকারী ব্যক্তির সাথে চলার ক্ষেত্রে কঠোর নির্দেশনা রয়েছে!

দলীল:
১."এবং নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের গ্রন্থের মধ্যে নির্দেশ করেছেন যে, যখন তোমরা আল্লাহর নিদর্শন -সমূহের প্রতি অবিশ্বাস করতে এবং তার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে শুনবে, তখন তাদের সাথে বসবে না, যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথার আলোচনা করে; অন্যথায় তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সমস্ত মুনাফিক ও কাফিরদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন।"[কুরআন ০৪:১৪০]

⬛ যেভাবে উপহাস হয়:

দ্বীনের কোনো ব্যাপারে উপহাস বিভিন্ন ভাবে হতে পারে।

ইমাম আবু হামিদ গাযালী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "উপহাস বলতে বুঝায় টিটকারি, মর্যাদাহানি, দোষ খুজা এবং কোনো কিছুতে খুত খোজা যা কথা, কাজ, নির্দেশ কিংবা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে ও হতে পারে।"[ইহইয়া উলুম আদ দ্বীন]

তাছাড়া বর্তমানে ইসলামের কোনো কিছু উপহাস কিংবা ঠাট্টা স্বরূপ ফেসবুকে হাহা রিয়্যাক্টিং এবং কমেন্টিং ও কুফর।

সুতরাং ঠাট্টা বিদ্রুপ হতে পারে-
~টিটকারির মাধ্যমে
~মর্যাদাহানি মাধ্যমে
~খুত খুজার মাধ্যমে
~অপমানের মাধ্যমে

এবং উপহাস হয়-
~কথার দ্বারা
~কাজের দ্বারা
~লেখনির দ্বারা
~অঙ্গভঙ্গির দ্বারা

কিন্তু কেউ যদি এমন বাক্য উচ্চারণ করে যেগুলো উপরোক্ত উপহাসের সংজ্ঞায় পরে না, সেগুলো কুফর নয়।

◼ উপহাসকে মূলত দুইভাবে ভাগ করা যায়। সেগুলো হলো:

1 আল্লাহ তায়া'লা, দ্বীন ইসলাম, কালামুল্লাহ, রাসুলুল্লাহ কিংবা যেসব ব্যাপারে আল্লাহ তায়া'লা ঘোষণা দিয়েছেন সেসব ব্যাপার, ইসলামিক নিদর্শন,ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি, কোনো ইবাদত, দ্বীনের প্রমাণিত বিষয়াবলী ইত্যাদি সম্পর্কে

উপহাস, ঠাট্টা কিংবা বিদ্রুপ করা সুস্পষ্ট কুফর যা কাউকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

এক্ষেত্রে–

ক.উপহাসের নিয়্যাত না করেও যদি উপহাস কিংবা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়, তবুও এটা কুফর।

খ.কাউকে হাসানোর জন্য ও যদি উপহাস কিংবা ঠাট্টা অথবা মজা করা হয়, তবুও এটা কুফর।

গ.ইসলামের জন্য কথা বলতে যেয়ে যদি বাচনভঙ্গি কিংবা প্রতিবন্ধকতার জন্য লোকের নিকট এমন মনে হয় যে দ্বীন নিয়ে মজা করা হচ্ছে, তবুও এটা কুফর নয়।যেমন: কারো কথা বলতে সমস্যা, সে যদি তার এই সমস্যার জন্য বিকৃতিরূপে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বলে, তাহলে সেটা কুফর নয়।

2সাধারণত কাউকে নিয়ে মজা করা।এক্ষেত্রে-

ক.ব্যক্তিগত বৈরিতা কিংবা শত্রুতার জন্য কাউকে উপহাস করা কুফর নয় কিন্তু কবীরা গুণাহ। কিন্তু কেউ যদি মনে করে এটা করা জায়েজ তবে সেটা কুফর।যেমন: ব্যক্তিগত কারণে কারো দাড়ি নিয়ে কিছু বলা কিংবা একাধিক বিয়ে নিয়ে কিছু বলা কুফরে আকবার নয়।

এক্ষেত্রে উপহাস হারাম।
দলীল:
ক."হে ঈমানদারগণ, কোনো সম্প্রদায় যেনো অপর কোনো সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর কোনো নারীও যেনো অন্য নারীকে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর তোমরা একে অপরের নিন্দা করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপনামে ডেকো না।

ঈমানের পর মন্দ নাম কতইনা নিকৃষ্ট! আর যারা তাওবা করে না, তারাই তো যালিম।"[কুরআন ৪৯:১১]

▪️খ.কোনো ব্যক্তি দ্বীন ইসলাম অনুসরণ করে বিধায় কিংবা দ্বীনের কোনো বিধান পালন করে বিধায় কেউ যদি তাকে নিয়ে উপহাস করে, তবে উপহাসকারী কাফির। যেমন: কেউ ইসলামের বিধান হবার দরুন যদি একাধিক বিয়ে করে এবং কেউ যদি ওই বিধানকে মেইন ফোকাসে রেখে কাউকে উপহাস করে, তবে উপহাসকারী কাফির। কিংবা একজন দ্বীনকে ভালোবাসে, তাই তাকে কেউ ঘৃণা করে - সেটা কুফর।

আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

📒 <u>সপ্তম নাক্বিদ:</u>

জাদু করা। বিকর্ষণ ও আকর্ষণ করার জন্য তদবীর করাও এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে জাদু করবে অথবা জাদু করার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে, সে কাফির হবে।

দলীল:
"আর তারা অনুসরণ করেছে, যা শয়তানরা সুলাইমানের রাজত্বে পাঠ করত। আর সুলাইমান কুফরী করেনি বরং শয়তানরা কুফরী করেছে। তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিতো এবং [তারা অনুসরণ করেছে] যা নাযিল করা হয়েছিল বাবেলের দুই ফেরেশতা হারুত ও মারুতের উপর। আর তারা কাউকে শেখাত না যে পর্যন্ত না বলত যে, 'আমরা তো পরীক্ষা, সুতরাং তোমরা কুফরী করো না।' তারপরও তারা তাদের নিকট থেকে শিখত, যার মাধ্যমে তারা পুরুষ ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। অথচ তারা তার মাধ্যমে কারো কোন ক্ষতি করতে পারত না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। আর তারা শিখত যা তাদের ক্ষতি করত, তাদের উপকার করত না এবং তারা অবশ্যই জানত যে, যে ব্যক্তি তা ক্রয় করবে, আখিরাতে তার কোন অংশ থাকবে না। আর তা নিশ্চিতরূপে কতই-না মন্দ, যার বিনিময়ে তারা নিজদেরকে বিক্রয় করেছে। যদি তারা জানতো।"[কুরআন ০২:১০২]

📜 ব্যখ্যা:

প্রথমত আমরা জানবো জাদু সম্পর্কে!

⬛ জাদু কি?

১.ইমাম ইবনু কুদামাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "জাদু হলো এক গিরা-বন্ধন, মন্ত্র এবং এমন কথা যা জাদুকর লিখে কিংবা বলে অথবা এমন কাজ করে যার মাধ্যমে জাদুকৃত ব্যক্তির দেহ, মন, মস্তিষ্কে পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং এর বাস্তব ক্রিয়া রয়েছে।অতএব এর দ্বারা মানুষকে হত্যা করা হয়, রোগাক্রান্ত করা হয়, স্বামী-স্ত্রীর মিলনে বাধা দেয়া হয়, উভয়ের বিচ্ছেদ ঘটানো হয় এবং পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা কিংবা বিদ্বেষ তৈরি করা হয়।"[আল মুগনী]

■ জাদুর অস্তিত্ব এবং বাস্তবতা রয়েছে।

দলীল:
১."তারা কাউকে [জাদু] শিক্ষা দিত না যতক্ষণ-না এ কথা বলত যে, আমরা পরীক্ষাস্বরূপ; সুতরাং তুমি কুফরী কর না।"[কুরআন ০২:১০২]

২.লাবীদ ইবনু আসাম নামের এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জাদু করেন। যা সহীহতে বর্ণিত হয়েছে। যা থেকে প্রমাণিত হয় যে জাদুর ক্রিয়া রয়েছে তবে তা আল্লাহর ইচ্ছায় ই।

৩.আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, " তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক.... বেচে থাকো।..... ২.জাদু করা....।"[সহীহ বুখারী]

ইমাম ইবনু কুদামাহ, ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ কুরআন এবং হাদিস থেকে এবং ওলামাদের মতামত থেকে দেখান যে জাদুর ক্রিয়া রয়েছে।

তবে মুতাযিলারা বিশ্বাস করে যে জাদুর ক্রিয়া নেই।

■ জাদুর প্রকারভেদ:

জাদুর বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। ইমাম রাযী রাহিমাহুল্লাহ একে সাত ভাগে ভাগ করেন।

সমাজে প্রচলিত জাদু মূলত জ্বিন-শয়তান কেন্দ্রিক যেখানে শয়তানকে বশীভূত করতে বিভিন্ন কুফরে লিপ্ত হওয়া লাগে!

■ জাদুর বিধান:

ক."আর তারা অনুসরণ করেছে, যা শয়তানরা সুলাইমানের রাজত্বে পাঠ করত। আর সুলাইমান কুফরী করেনি বরং শয়তানরা কুফরী করেছে। তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিতো এবং [তারা অনুসরণ করেছে] যা নাযিল করা হয়েছিল বাবেলের দুই ফেরেশতা হারুত ও মারুতের উপর। আর তারা কাউকে শেখাত না যে পর্যন্ত না বলত যে, 'আমরা তো পরীক্ষা, সুতরাং তোমরা কুফরী করো না।' তারপরও তারা তাদের নিকট থেকে শিখত, যার মাধ্যমে তারা পুরুষ ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। অথচ তারা তার মাধ্যমে কারো কোন ক্ষতি করতে পারত না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। আর তারা শিখত যা তাদের ক্ষতি করত, তাদের উপকার করত না এবং তারা অবশ্যই জানত যে, যে ব্যক্তি তা ক্রয় করবে, আখিরাতে তার কোন অংশ থাকবে না। আর তা নিশ্চিতরূপে কতই-না মন্দ, যার বিনিময়ে তারা নিজদেরকে বিক্রয় করেছে। যদি তারা জানতো।"[কুরআন ০২:১০২]

জাদু ঈমান বিধ্বংসী কিন্তু অনেক আলিমের মতে সকল প্রকার জাদু ই ঈমান বিধ্বংসী নয়। তবে অধিকাংশ জাদু ই আলিমদের ঐক্যমতে ঈমান বিধ্বংসী।

1. যদি কেউ তাবিজ কিংবা কোনোকিছু দ্বারা জাদু করে যার ফলে আল্লাহ তায়া'লা ব্যতীত জ্বিন কিংবা শয়তানকে সন্তুষ্টির জন্য শয়তানের উপাসনা করা হয় কিংবা দ্বীন ইসলামের কোনো ব্যাপারে কুফরে লিপ্ত হতে, তাহলে তা নিঃসন্দেহে কুফর এবং জাদুকর নিঃসন্দেহে কাফির।যেমন: জাদুর সাহায্য নিয়ে ভালোবাসা হ্রাস করা, বিদ্বেষ তৈরি করা ইত্যাদি।

উদাহরণস্বরূপ:
ক.এমন পদ্ধতিতে তাবিজের মাধ্যমে জাদু করা যেখানে শয়তানের উপাসনা কোনো না কোনোভাবে করা হয়, তা নিঃসন্দেহে কুফর।

খ.কোনো শয়তানী কথিত সভ্যতার বিভিন্ন কুফরি জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করা এবং সংখ্যাপদ্ধতি বলে চালিয়ে দেয়া! এসব ও কুফর।

2. এমন জাদু যা মস্তিষ্কে অবাস্তব চিন্তাভাবনার জন্ম দেয় এবং যাতে অন্যান্য কুফরি কার্য করা না হয়।এধরণের জাদু নিয়ে আহলুল ইল্মের দুটো মতামত রয়েছে।

ক.শাফিঈদের মতে এটা কুফর নয় এবং যে এধরণের জাদু করবে সে কাফির নয় কিন্তু ফাসিক কারণ এতে শয়তান প্রবেশ করে না।

খ.দ্বিতীয় মতানুসারে এই ধরনের জাদু ও কুফর। এটাই জমহুর ওলামাদের মত।

⬛ জাদুকরের বিধান:

জাদুকরের বিধানের ক্ষেত্রে মতানৈক্য আছে। ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদ সহ জমহুর উলামাদের মতে সকল জাদুকরকে হত্যা করতে হবে কেননা সকল জাদু ই কুফর। কিন্তু ইমাম শাফিঈ রাহিমাহুল্লাহ এর মতে জাদুকর ততক্ষণ কাফির নয়, যতক্ষণ না সে কুফরি কার্যের মাধ্যমে জাদু করছে।

সে হিসেবে যারা প্রথম প্রকার জাদু করে তারা কাফির। তবে দ্বিতীয় প্রকার জাদু নিয়ে যেহেতু মতানৈক্য রয়েছে তাই জাদুকরকে হত্যা করার জন্য তার উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

তবে মুসলিম জাদুকর এবং কাফির জাদুকরের বিধান নিয়ে মতানৈক্য আছে। ইমাম আবু হানিফার মতে আহলে কিতাবের জাদুকরকে হত্যা করা হবে কিন্তু ইমাম মালিক এর বিপরীত মত পোষণ করেন।

⬛ আহলুল ইল্মের মতামত:

১.ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "...আমার মত হলো জাদুকরকে হত্যা করা যদি সে জাদু কর্ম করে থাকে।"

এমনকি ইমামের মতে জাদুকরের তাওবাহ গ্রহণযোগ্য নয় এবং জাদু কুফর। এবং এটা ইমাম আহমাদ, ইমাম ইসহাক এবং ইমাম আবু হানিফার মত।

২.ইমাম ইবনু কুদামাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "জাদুকরের শাস্তি হলো হত্যা। এবং এ মতামত ব্যক্ত করেছেন উমর, উসমান, ইবনু উমর, হাফসা....। "

৩.উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "প্রত্যেক জাদুকরকে হত্যা করবে....।"[সুনান আবি দাউদ]

৪.উম্মুল মুমিনীন হাফসা রাদিআল্লাহু আনহা জাদুকারিনী দাসীকে হত্যা করেন। [মুয়াত্তা ইমাম মালিক]

৫.ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তিনজন সাহাবী থেকে জাদুকরকে হত্যার ফাতাওয়া রয়েছে।"[তাফসির ইবনু কাসীর]

⬛ জাদু শিক্ষা করা:

জাদু শিক্ষা করা কুফর কিনা এ নিয়ে ওলামাদের মতানৈক্য আছে। তবে জমহুর ওলামাদের মতে জাদু শিক্ষা করাও কুফর।

১.ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "..কাজেই তোমরা কুফরি করো না।"[কুরআন ০২১০২] আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে জাদু শিক্ষা কুফর।"

২.ইমাম ইবনু কুদামাহ রাহিমাহুল্লাহ আল মুগনি তে বলেন, "...ইমাম আহমাদের অনুসারীগণ বলেন জাদু শিখলে এবং শিখালে কাফির হয়ে যায়।"

৩.ইমাম ইবনু জুরাইজ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"কাফির ব্যতীত কেউ ই জাদু চর্চা করে না।"

যে জাদুতে বিশ্বাস করে এবং জাদুতে সন্তুষ্ট থাকবে সে নিঃসন্দেহে কুফরে লিপ্ত যদিও সে বলে আমি জাদু ঘৃণা করি কিংবা আমি দুনিয়াবী প্রয়োজনে জাদুর শরণাপন্ন হয়েছি।

■ জাদুর প্রতিকার:
ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ এর মতে জাদু প্রতিকারের দুটো উপায় রয়েছে। সেগুলো হলোঃ

1 অনুরূপ জাদুর মাধ্যমে জাদু প্রতিকার করাঃ

এটা নিষিদ্ধ কাজ এবং শয়তানের কাজ।

হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"যাদু প্রতিরোধকারী ও যাদু প্রতিরোধকৃত ব্যক্তি শয়তানের নিকট শয়তান যা ভালবাসে তাই পেশ করে, ফলে সে যাদুগ্রস্থ ব্যক্তির ওপর তার প্রভাব উঠিয়ে নেয়।"

তবে এধরণের জাদুর মাধ্যমে জাদু প্রতিকারের বৈধতার পক্ষে অনেকে বলেছেন, যেমনঃ সাইয়্যিদ ইবনু মুসা'ইব এবং ইমাম মুযনী প্রমুখ। কিন্তু কোনোরূপ কুফর কিংবা শির্কযুক্ত কাজ যদি জাদুতে থাকে তবে তা নিঃসন্দেহে হারাম।

2 শরঈ ঝাড়ফুঁক এবং দু'আ এবং চিকিৎসার মাধ্যমেঃ

শরঈ ঝাড়ফুঁক এর মাধ্যমে জাদু কাটানো হলো সর্বোত্তম পদ্ধতি। এক্ষেত্রে ঝাড়ফুঁক অবশ্যই বৈধ পদ্ধতিতে হতে হবে।

■ গণক এবং তার নিকটে গমনকারীর বিধান:
1 গণকের বিধান:
গণক নিঃসন্দেহে কাফির-মুরতাদ, কেননা-

১.গণক নিজেকে আলিমুল গাইব দাবি করে অথচ আল্লাহ তায়া'লা ব্যতীত কেউ ই গাইব জানেন না।

২.গণক গাইবের খবর এবং অন্যান্য উপকারের উদ্দেশ্যে জ্বিন কিংবা শয়তানের ইবাদাত করে থাকে যা নিঃসন্দেহে শির্ক।

2গণকের নিকটে গমনকারীর বিধান:
১.গণক কিংবা জ্যোতিষীর নিকটে কোনোরূপ বিশ্বাস ব্যতীত কোনোকিছু জিজ্ঞেস করা হারাম এবং কবীরা গুণাহ। এবং যে এমন করবে চল্লিশ দিন তার সালাত কবুল হবে না।

দলীল:
১.ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে এসে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার সালাত কবুল হবে না।"

২.কেউ যদি গণক এবং জ্যোতিষীর গণনা সঠিক মনে করে কিংবা সত্যায়ন করে কিংবা গণক গাইব জানে বিশ্বাস করে গণক কিংবা জ্যোতিষীর নিকটে গমন করে তবে সে কাফির।

দলীল:
১.আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,"যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে আসে এবং সে যা বলে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ সত্যের প্রতি কুফরী করল।"[সুনান আবি দাউদ]

২.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট কিছুর ভিত্তিতে কোনো কিছু অশুভ বলে ঘোষণা দেয় কিংবা যার জন্য [তার চাওয়া অনুসারে] অশুভ বলে ঘোষণা দেওয়া হয়; যে ব্যক্তি গণনা করে কিংবা যার জন্য [তার চাওয়া অনুসারে] গণনা করা হয়; যে ব্যক্তি জাদু করে কিংবা যার জন্য [তার চাওয়া

অনুসারে] জাদু করা হয়, তাদের কেউই আমাদের অন্তর্গত নয়। আর যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে এসে তার বক্তব্যকে সত্য মনে করে, সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ সত্যকে অস্বীকার করল।"

এক ই বিধান তার ক্ষেত্রে যে মোবাইল কিংবা পত্রিকার ভাগ্য গণনায় বিশ্বাস করে নিজের ভাগ্য সম্পর্কে জানতে মেসেজ দেয় কিংবা কল দেয়, কেননা তাও কুফর।

শাইখ বিন বায রাহিমাহুল্লাহ এর মন্তব্য:

১.শাইখ রাহিমাহুল্লাহর মতে জাদু চর্চাকারীকে তাদের শয়তানী কর্ম এবং কুফরের জন্য হত্যা করতে হবে। তার তাওবাহ আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হলেও পৃথিবীতে আমাদের নিকট তা গ্রহণযোগ্য নয় এবং তাকে হত্যা করতে হবে। অতঃপর তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এর জাদুকরকে হত্যার ফাতাওয়া উল্লেখ করেন এবং তিনজন জাদুকরকে হত্যার ব্যাপারে আবু উসমান রাদিআল্লাহু আনহু এর মন্তব্য উল্লেখ করেন।

শাইখের মতে বিশুদ্ধ মতানুসারে জাদু চর্চাকারীকে হত্যা করতে হবে, তার জানাজা হবে না এবং তাকে মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা যাবে না।

আল লাজনাহ আদ দাইমাহ এর ফাতাওয়াঃ [ইসলামকিউএ থেকে গৃহীত]

যদি জাদু চর্চাকারী[জাদুকর] কোনো কুফরীর মাধ্যমে জাদু করে, তাহলে তার কুফরের হদ হিসেবে তাকে হত্যা করা হবে। যদি সে[জাদুকর] জাদুর মাধ্যমে কাউকে হত্যা করে তবে তাকে কিসাসস্বরূপ হত্যা করা হবে। যদি সে কুফরী জাদু না করে কিংবা কাউকে হত্যা না করে, তার বিধানের ক্ষেত্রে আলিমদের মতানৈক্য আছে। তবে বিশুদ্ধ মত হলো রিদ্দাহর হদস্বরূপ তাকে হত্যা করা হবে। এটা ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমাদ এর মত।.....প্রমাণ করে যে জাদু চর্চাকারী কাফির।[ভাবানুবাদ এবং সংক্ষেপণ]

উল্লেখ্য, জাদুকর যদি স্বেচ্ছায় এসে তাওবাহ করে এবং কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়, তাহলে তাকে মুসলিম হিসেবে ছেড়ে দেয়া হবে এবং তাকে হত্যা করা হবে না। কারণ সে নিজে নিজে ই লজ্জিত হয়ে ফিরে এসেছে।

◼ আমরা জানলাম:
১.অধিকাংশ আলিমের মতানুসারে জাদুকরকে হত্যা করতে এবং জাদুকর কাফির। এবং এটাই বিশুদ্ধ মত।

২.জাদু করা, কিংবা জাদু শিক্ষা করা অথবা জাদুর উপর সন্তুষ্ট থাকা কুফর।

৩.জাদুকরের তাওবাহ আমাদের নিকটে গ্রহণযোগ্য নয়। বরং তাকে হত্যা করতে হবে কেননা তার শয়তানি এবং কুফর সমাজে দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং সে পরবর্তীতে জাদু বিদ্যা দিয়ে অন্যের ক্ষতি করতে পারে।

◼ কেউ জাদুর উপর সন্তুষ্ট থাকলে তার বিধান কি?
~যে জাদুর উপর সন্তুষ্ট থাকবে সে কুফরে লিপ্ত।

আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

অষ্টম নাক্বিদ:

যে ব্যক্তি মুসলিমদের বিপক্ষে কাফিরদেরকে সাহায্য করবে কিংবা তাদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে - সে ব্যক্তি ও তাদের[কাফিরদের] অন্তর্ভুক্ত।

ব্যখ্যা:
এ নাক্বিদকে আমরা দুটো প্রধান ভাগে ভাগ করবো। প্রথম ভাগে আমরা কাফিরদের সাথে মেলামেশা নিয়ে আলোচনা করবো , দ্বিতীয় ভাগে আমরা নাক্বিদ তথা মুসলিমের বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে কোনো যুদ্ধে সাহায্য করা নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

কাফিরদের সাথে কোনো মুসলিমের মেলামেশা:

কাফিরের সাথে মুসলিমের সম্পর্ক মূলত তিনভাবে হতে পারে –

১.বৈধ সম্পর্ক বা মিথস্ক্রিয়া:

~এ ধরণের সম্পর্ক জায়িয।
~এধরনের সম্পর্কের জন্য কোনো মুসলিম গুণাহগার কিংবা কাফির হবেনা।
~উদাহরণ: তাদের সাথে ব্যবসায়িক লেনদেন করা, তাদের সাথে বৈধভাবে আমদানি রপ্তানি করা, যারা হারবী নয় তাদের সাথে ভালো আচরণ করা, তাদের প্রতি ন্যায় বিচার করা - ইত্যাদি।

২.ছোট মুওয়ালাত:

~এটি কাফিরদের সম্মানিত করে – এমন।
~এটি হারাম কিন্তু কুফর নয়।
~এর উদাহরণ হলো: কাফিরদেরকে আগ বাড়িয়ে সালাম দেয়া, মুসলিম ব্যতীত তাদেরকে কর্মজীবী হিসেবে নেয়া - ইত্যাদি।

৩.তাওয়াল্লি:

~এটি হলো কাফিরদের সাথে এমন সম্পর্ক যা কুফর।

তাওয়াল্লি চার ভাবে হতে পারে -

1 কাফিরদেরকে তাদের দ্বীনের জন্য ভালোবাসা:

~এটা কুফর।
~উদাহরণ: কোনো হিন্দুকে তাদের মিথ্যা উপাস্যের জন্য ভালোবাসা, কোনো সেক্যুলারকে তার সেক্যুলারিজমের জন্য ভালোবাসা ইত্যাদি।

2 সাহায্য[নুসরাহ] এবং সহায়তার[ই'আনাহ] মাধ্যমে সাহায্য করা:

~এটি নির্জলা কুফর।
~এটি নিয়েই পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

3 মৈত্রিবন্ধন[তাহালুফ] এর মাধ্যমে তাওয়াল্লি:

~এটি কুফর।

4 চুক্তির মাধ্যমে তাওয়াল্লি:

~এটিও কুফরের অন্তর্ভুক্ত।
~কিন্তু চুক্তি যদি ব্যবসা কিংবা অন্য কোনো বৈধ কারণে হয় সেটা কুফর নয়, হারাম ও নয়।

এবার নাক্বিদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

⬛ সাহায্য [নুসরাহ], সহায়তা [ই'আনাহ], মৈত্রি [তাহালুফ], চুক্তি [মুওয়াফাক্বাহ] - এর মাধ্যমে কোনো যুদ্ধে মুসলিমের বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে সাহায্য করা:

~এটি নির্জলা কুফর যা কাউকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

1কুরআন থেকে দলীল:

ক."মুনাফিকদের সুসংবাদ দাও যে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক আযাব। যারা মুমিনদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের কাছে সম্মান চায়? অথচ যাবতীয় সম্মান আল্লাহর।"[কুরআন ০৪:১৩৮-১৩৯]

খ."মুমিনরা যেন মুমিনদের ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধু না বানায়। আর যে কেউ এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই।"[কুরআন ০৩:২৮]

গ."হে মুমিনগণ, ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত দেন না।"[কুরআন ০৫:৫১]

~ইমাম তাবারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"আল্লাহ তা'আলা বলেন: যে ব্যক্তি মুমিনদের পরিবর্তে ইয়াহুদী এবং খ্রিস্টানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করবে, সে তাদেরই ধর্ম ও আদর্শভুক্ত হয়ে যাবে।"[তাফসীর আত তাবারী]

ঘ."সুতরাং তুমি দেখতে পাবে, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তারা কাফিরদের মধ্যে [বন্ধুত্বের জন্য] ছুটছে। তারা বলে,'আমরা আশঙ্কা করছি যে, কোন বিপদ আমাদেরকে আক্রান্ত করবে।' অতঃপর হতে পারে আল্লাহ দান করবেন বিজয় কিংবা তার পক্ষ থেকে এমন কিছু, যার ফলে তারা তাদের অন্তরে যা লুকিয়ে রেখেছে, তাতে লজ্জিত হবে। আর মুমিনগণ বলবে, 'এরাই কি তারা, যারা আল্লাহর নামে কঠিন

শপথ করেছে যে, নিশ্চয় তারা তোমাদের সাথে আছে?' তাদের আমলসমূহ বরবাদ হয়েছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"[কুরআন ০৫:৫২-৫৩]

2 হাদিস থেকে দলীল:

ক.আলী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এবং যুবাইর ও মিকদাদ ইবনু আসওয়াদ কে পাঠিয়ে বললেন,"তোমরা.. বাগানে যাও। সেখানে তোমরা এক মহিলাকে দেখতে পাবে। তার নিকট একটি পত্র আছে, তোমরা তার নিকট থেকে তা নিয়ে আসবে।" তখন আমরা রওনা দিলাম। আমাদের ঘোড়া আমাদের নিয়ে দ্রুত বেগে চলছিল। অবশেষে আমরা উক্ত.. বাগানে পৌঁছে গেলাম এবং সেখানে আমরা মহিলাটিকে দেখতে পেলাম। আমরা বললাম,"পত্র বাহির করো।" সে বলল,"আমার নিকট তো কোন পত্র নেই।" আমরা বললাম,"তুমি অবশ্যই পত্র বের করে দিবে, নচেৎ তোমার কাপড় খুলতে হবে।" তখন সে তার চুলের খোঁপা থেকে পত্রটি বের করে দিলো। আমরা তখন সে পত্রটি নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট হাজির হলাম। দেখা গেল, তা হাতিব ইবনু বালতাআ এর পক্ষ থেকে মক্কার কয়েকজন মুশরিকের প্রতি লেখা হয়েছে। যাতে তাদেরকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কোনো পদক্ষেপ সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হয়েছে। তখন আল্লাহর রাসুল বললেন, "হে হাতিব! একি ব্যাপার?" তিনি বললেন,"হে আল্লাহর রাসুল! আমার ব্যাপারে কোন তড়িত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। আসলে আমি কুরাইশ বংশোদ্ভুত নই। তবে তাদের সঙ্গে মিশে ছিলাম। আর যারা আপনার সঙ্গে মুজাহিরগণ রয়েছেন, তাদের সকলেরই মক্কাবাসীদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। যার কারণে তাঁদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ নিরাপদ। তাই আমি চেয়েছি, যেহেতু আমার বংশগতভাবে এ সম্পর্ক নেই, কাজেই আমি তাদের প্রতি এমন কিছু অনুগ্রহ দেখাই, যদ্দারা অন্তত তারা আমার আপনজনদের রক্ষা করবে। আর আমি তা কুফরী কিংবা মুরতাদ হবার উদ্দেশ্যে করিনি এবং কুফরীর প্রতি আকৃষ্ট হবার কারণেও নয়।" আল্লাহর রাসুল বললেন,"হাতিব তোমাদের নিকট সত্য কথা বলছে।" তখন উমার রাদিআল্লাহু আনহু বললেন,"হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি

এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই।" আল্লাহর রাসুল বললেন,"সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তোমার হয়তো জানা নেই, আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের ব্যাপারে অবহিত আছেন। তাই তাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন,"তোমরা যা ইচ্ছা আমল কর। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।""[সহীহ বুখারী]

~এখানে হাতিব রাদিআল্লাহু আনহু এর কথা <<আমি তা কুফরী কিংবা মুরতাদ হবার উদ্দেশ্যে করিনি>> দ্বারা বুঝায় তখন এটা প্রতিষ্ঠিত ছিলো যে, মুসলিমের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য করা কুফর এবং রিদ্দাহ।

~উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু এর কথা <<আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই..>> দ্বারা বুঝা যায় যে, মুসলিমের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য করা নিফাক এবং কুফর যা কাউকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

খ.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"আমি সে সমস্ত প্রত্যেক মুসলিম থেকে মুক্ত যে মুশরিকদের মধ্যে বাস করে।"[জামি আত তিরমিজি]

গ.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"আল্লাহ তা'আলা কাফির থেকে মুসলিম হওয়া সেসমস্ত লোকদের আমল কবুল করবেন না, যতক্ষণ না তারা মুশরিকদের [এলাকা] থেকে আলাদা হয়।"[সুনান আন নাসা'ঈ]

ঘ.ইমাম আয যুহরী একদল সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন,"কুরাইশগণ তাদের বন্দিদের মুক্তিপণ দিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে লোক পাঠালো।...ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বদরের যুদ্ধে বাধ্য হয়ে কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধে বের হয়েছিলেন। তিনি বলেন: ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি মুসলমান ছিলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আপনার ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ই ভালো জানেন। আপনি যেমন বলেছেন, আপনি তেমন হলে আল্লাহ আপনাকে বদলা দিবেন। কিন্তু আপনার প্রকাশ্য অবস্থান ছিলো আমার বিরুদ্ধে। তাই আপনার পক্ষ থেকে এবং দুই ভাতিজার পক্ষ থেকে মুক্তিপণ আদায় করুন।"

এখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রকাশ্য মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ধরেছেন যেখানে তিনি মুসলিম ছিলেন এবং সে তাদের সাথে বের হতে বাধ্য ছিলো।

এটা থেকে ই তাদের হুকুম সুস্পষ্ট যারা কাফিরদেরকে মুসলিমের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধে সহায়তা করে।

3ইজমা:

~ইমাম ইবনু হাযম রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"এটা সঠিক যে,<<তোমাদের মধ্যে যে তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে,নিশ্চয়ই সে তাদের একজন।[কুরআন ০৫:৫১]>>.. এর বাহ্যিক অর্থের উপর ; সে কাফিরদের সাধারণ দেহের একজন কাফির[অর্থাৎ কাফিরদের একজন]। এটা সত্য যে কোনো দুইজন মুসলিম এতে দ্বিমত করেনি।"[আল মুহাল্লা]

~ইজমা উল্লেখ করেছেন শাইখ আবদুল লতিফ ইবনু আব্দুর রহমান আল আশ শাইখ এবং শাইখ আবদুল্লাহ ইবনু হুমায়দ।[আদ দুরার আস সানিয়্যাহ]

~শাইখ আবদুল আযিয ইবনু বায রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"ইসলামের আলিমগণ এই ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, যে[ব্যক্তি] মুসলিমের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য করবে, যেকোনো সহায়তার মাধ্যমে সাহায্য করবে, সে ও তাদের মতো একজন কাফির।"[আল ফাতওয়া]

4সাহাবীদের কবওল:

~আগের হাদিসে উল্লেখিত উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু এর কথা <<আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই..>> দ্বারা বুঝা যায় যে, মুসলিমের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য করা নিফাক এবং কুফর যা কাউকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

~[সম্ভবত] সুরাহ মায়িদাহর ৫১ তম আয়াতের ব্যখ্যায় হুদাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিআল্লাহু আনহু বলেন যে,তোমাদের কারো অন্তত এই ভয় করা উচিত যে পাছে কিনা তোমরা ইয়াহুদী কিংবা খ্রিস্টান হয়ে যাও।

~তাছাড়া আরো ক্বওল রয়েছে।

5ইতিহাস থেকে দলীল:

~দ্বিতীয় হিজরিরে বদরের যুদ্ধের ঘটনা যা আগে উল্লেখ করেছি।

~২০১ হিজরির শুরুতে বাবাক আল খুররামি নামের এক ব্যক্তি মুসলিমদের বিপক্ষে মুশরিকদের পক্ষে যুদ্ধ করে, তাই ইমাম আহমাদ সহ অন্যান্যরা তাকে মুরতাদ ঘোষণা করে।[বিস্তারিত দেখুন - আল ফুরু]

~৪৮০ হিজরির শেষে উত্তর স্পেনের শাসক মু'তামিদ ইবনু ইবাদ মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য চাওয়ায়, তৎকালীন মালিকী ওলামাগণ তাকে কাফির ফাতওয়া দিয়েছিলেন।[আল ইসতিসকা]

~৭০০ হিজরির আশেপাশে, তাতাররা শামের ইসলামি ভূখণ্ডে আক্রমণ চালায়। অন্যস্থানে নিজেদেরকে মুসলিম দাবিকারী অনেকে তাদেরকে সাহায্য করে। তাই শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তাদেরকে মুরতাদ ফাতওয়া দেন যারা তাদেরকে সাহায্য করেছিলো।[মাজমু আল ফাতাওয়া]

~৯৮০ হিজরিতে মরোক্কোর রাজা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আস সাদী, তার চাচা আবু মারওয়ান আল মু'তাসিমের বিরুদ্ধে পর্তুগীজদের সাহায্য চায়, তাই তৎকালীন মালিকী ওলামারা তাকে কাফির ঘোষণা করে।[আল ইসতিকসা]

~ওলামায়ে নাজদ তাদেরকে কাফির ঘোষণা দেয়া যারা মুশরিকদের মুসলিমের বিরুদ্ধে সাহায্য করে। এ ব্যাপারে শাইখ হামাদ ইবনু আতিক "সাবিলুন নাজাত" কিতাবটি লিখেন।

~চতুর্দশ হিজরীর শুরুতে আলজেরিয়ার কিছু গোত্র মুসলিমদের বিপক্ষে ফরাসিদেরকে সাহায্য করে তাই মাগরিবের ফক্বীহ আবুল হাসান তাসুলী তাদের কুফর সম্পর্কে ফাতাওয়া প্রদান করেন। [আযউইবাহ আত তাসুলী]

~চতুর্দশ শতাব্দীতে মিশরে ব্রিটিশ এবং ফরাসীরা নির্যাতন চালালে শাইখ আহমাদ শাকির তাদের কুফর সম্পর্কে ফাতাওয়া প্রদান করেন যারা মুসলিমের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ এবং ফরাসিদেরকে সাহায্য করবে। [কালিমাতুল হাক্ব]

~যারা ফিলিস্তিনে ইয়াহুদীদেরকে সাহায্য করবে তাদের কুফর নিয়ে ফাতাওয়া প্রদান করেন শাইখ আব্দুল মাজিদ সালিম।

~আফগানে যারা[মুসলিম] কমিউনিস্ট এবং সোস্যালিস্টকে সাহায্য করবে তারা কাফির এই ফাতাওয়া প্রদান করেন শাইখ আব্দুল আজিজ ইবনু বায। [মাজমু আল ফাতাওয়া]

6কিয়াস থেকে দলীল:

~কিয়াস অনুযায়ী ও কুফর সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া যায়।

7আহলুল ইল্মের কবওল:

~ইমাম আবুল বারাকাত আন নাসাফি আল হানাফি বলেন,"..<তোমাদের মধ্যে থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে> অর্থাৎ তাদের দলীয় এবং তার হুকুম ও তাদের হুকুম এক। দ্বীনের বিরোধীদের থেকে দূরে থাকার সম্পর্কে এটি হুশিয়ারমূলক অন্তত কঠিন বাকি। [তাফসির আন নাসাফি]

~ইমাম ইবনুল আরাবী আল মালিকী বলেন,"কোনো ধর্মীয় যুদ্ধে যদি মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাজ করে কাফিরদেরকে সাহায্য করে তাহলে তার ঈমান চলে যাবে।"[আহকামুল কুরআন]

~ইমাম ইবনু কাসীর আশ শাফি'ঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"আল্লাহ তা'আলা তার মুমিন বান্দাদেরকে নিষেধ করেন কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে, তাদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করতে।...এক্ষেত্রে যে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়, আল্লাহ তা'আলা তার থেকে সম্পর্কমুক্ত।"[তাফসীর ইবনু কাসীর]

~ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হুকুম করেছেন, যার থেকে উত্তম হুকুম দানকারী আর কেউ ই নয়।যে ব্যক্তি ইয়াহুদী এবং নাসারাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।"[আহকামু আহলিয যিম্মাহ]

~শাইখ ইবনু হাযম আন্দালুসী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"এটা বিশুদ্ধভাবে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে দারুল কুফরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং নিকটবর্তী মুসলিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে,সে এই কাজের দ্বারা মুরতাদ হয়ে যাবে।"[আল মুহাল্লা]

তিনি আরো বলেন,"যদি সে সেখানে কাফিরদের খিদমত কিংবা লেখালেখির মাধ্যমে মুসলিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী এবং কাফিরদের সুরক্ষা দানকারী হয়, তাহলে সে কাফির।আর যদি সে সেখানে দুনিয়া উপার্জনের জন্য জন্য কাফিরদের জিম্মির মতো থাকে, যদিওবা সে মুসলিমদের মধ্যে থাকার মতো সামর্থ্যবান ছিলো, তাহলে সে কুফর থেকে দূরে নয়।আমরা তার কোনো ওজর গ্রহণযোগ্য মনে করিনা।"[আল মুহাল্লা]

~শাইখ মুহাম্মাদ আমিন আশ শানকীতি রাহিমাহুল্লাহ কিছু আয়াত উল্লেখ করার পরে বলেন,"এসব আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে বুঝা যায়, যে ইচ্ছাকৃত, স্বাধীনভাবে কাফিরদের প্রতি আগ্রহী হয়ে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদের মতোই কাফির।"[আদ্বওয়া আল বায়ান]

~শাইখ আহমাদ শাকির রাহিমাহুল্লাহ তাদেরকে কাফির আখ্যা দিয়েছেন যারা ব্রিটিশদেরকে মুসলিমের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে।[কালিমাতুল হাক্ক]

~শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল লতিফ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"তাওয়াল্লী দ্বীন থেকে বের করে দেয়। এর উদাহরণ হলো,তাদের পক্ষে জবাব দেয়া, জান,মাল, জীবন দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করা।"[আদ দুরার আস সানিয়্যাহ]

~শাইখ হামদ ইবনু আতিক রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"নিশ্চয়ই মুশরিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করা,তাদেরকে মুসলিমের গোপন সংবাদ জানানো,বা কথার মাধ্যমে তাদের পক্ষপাতিত্ব করা বা তাদের নীতির ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকা - এসবগুলোই কাফিরে পরিণতকারী।"[আদ দিফা আন আহলিস সুন্নাহ ওয়াল ইত্তিবা]

▪️ কাফিরদের বিরুদ্ধে কিভাবে মুসলিমকে সাহায্য করা হয়?
~সামরিক, রাজনৈতিক সহ অন্যান্য সাহায্য যার মাধ্যমে তাদের আধিপত্য বৃদ্ধি পায়।

▪️ মুসলিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাফিরদের সাহায্যের ধরণগুলোর কি কি?

১.কাফিরদের দ্বীন কিংবা দ্বীনের কিছুকে পছন্দ করে তাদেরকে সাহায্য করা নির্জলা কুফর।

২.তাদের দ্বীনকে ঘৃণা করা সত্ত্বেও তাদেরকে সাহায্য করা, যার ফলে কাফিররা মুসলিমদের উপর ক্ষমতাবান হয়ে উঠে - সেটাও কুফর।

৩.তাদেরকে ঘৃণা করা সত্ত্বেও তাদেরকে সাহায্য করা, যার ফলে কাফিররা মুসলিমদের উপর ক্ষমতাবান হয়ে উঠে - সেটাও কুফর।

৪.ব্যক্তিগতভাবে নিজস্ব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে কাফিরদেরকে মুসলিমের বিরুদ্ধে সাহায্য করা। এটা নিয়ে ইখতিলাফ রয়েছে। কারো মতে এটা কুফর নয় কিন্তু

কবীরা গুণাহ। অনেকের মতে এটাও কুফর এবং এটাই বিশুদ্ধ মত। এক্ষেত্রেও যদি কাফিরদের আধিপত্যের সম্ভাবনা থাকে, তাহলে সেটা নির্জলা কুফর।

এক্ষেত্রে কুফর শুধুমাত্র তাদের দ্বীনকে ভালোবেসে সাহায্য করার মধ্যে ই সীমাবদ্ধ না। বরং অনেকে কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হবার আশংকায় এই কুফরে লিপ্ত হয়! অথচ এখানে তার মনে কুফরের দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা নাও থাকতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"হে মুমিনগণ, ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ জালিম কওমকে হিদায়াত দেন না। সুতরাং তুমি দেখতে পাবে, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তারা কাফিরদের মধ্যে [বন্ধুত্বের জন্য] ছুটছে। তারা বলে,'আমরা আশঙ্কা করছি যে, কোন বিপদ আমাদেরকে আক্রান্ত করবে।' অতঃপর হতে পারে আল্লাহ দান করবেন বিজয় কিংবা তার পক্ষ থেকে এমন কিছু, যার ফলে তারা তাদের অন্তরে যা লুকিয়ে রেখেছে, তাতে লজ্জিত হবে।"[কুরআন ৫:৫১-৫২]

কেউ মূর্তিপূজা করলে কিংবা গাইরুল্লাহর নামে পশু জবাই করলে সে মুশরিক, হোক সে তা কাফিরের দ্বীন কিংবা মূর্তি বা গাইরুল্লাহরকে ভালোবেসে করুক কিংবা না ভালোবেসে করুক। এটা নির্জলা কুফর।

তদ্রুপ, তার বিধান ও অনুরূপ যে মুসলিমের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য করে, হোক সে তাদের দ্বীনকে ভালোবেসে করুক কিংবা না ভালোবেসে করুক। এটা তাদেরকে দ্বীন ইসলাম থেকে বের করে দিবে।

⬛ বিভিন্ন সংশয় নিরসন:
১.কাফিরদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য করার বিধান কি?

~এটা নিয়ে উলামাদের ইখতিলাফ রয়েছে তবে কেউ ই এটাকে কুফর বলেনি।

২.মুসলিমদের দুটি জামাতের মধ্যকার যুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য নেয়ার বিধান কি?

~ক.এতে যদি মুসলিমের সামর্থ্য বেশি থাকে এবং কাফিরদের মুসলিমের উপর আধিপত্যের সম্ভাবনা না থাকে তাহলে সেটা কুফর নয়।

~খ.এতে যদি কাফিরদের মুসলিমের উপরে আধিপত্য কিংবা প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা থাকে তবে সেটা কুফর।

৩.সেক্যুলারিজম, কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করতে চায় এমন দলকে সাহায্যের বিধান কি?

~এটা নির্জলা কুফর কেননা এর মাধ্যমে কাফির গোষ্ঠী মুসলিমের উপর প্রভাব বিস্তার করবে।

৪.কোনো বিদ'আতীর বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য করার বিধান কি?
~বিদ'আতীর বিদ'আত যদি তাকে দ্বীন থেকে বের না করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য করা কুফর।

~বিদ'আতীর বিদ'আত যদি তাকে দ্বীন থেকে বের করে দেয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য করা কুফর নয়।

৫.বর্তমানের বিভিন্ন কুফফার জোট যেমন ন্যাটো, জাতিসংঘ কি "হিলফুল ফুযুল" এর অনুরূপ?

~ না।
হিলফুল ফুযুল গঠিত হয়েছিলো আরবের বিভিন্ন মুশরিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য।

অথচ ন্যাটো, জাতিসংঘ সহ আরো কিছু সংস্থা হলো কুফফারদের জোট এবং তারা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে শরী'আহ এবং মুসলিমদের বিপক্ষে যুদ্ধরত।

৬.যারা বলে -"রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবী আবু বাসীর রাদিআল্লাহুকে ইসলাম গ্রহণের পরেও কুরাইশদের নিকটে ফেরত দিয়েছিলেন, তাই কেউ কাফিরদের হাতে মুসলিমদেরকে তুলে দিলে সেটা কুফর নয়।"

~নিরসন:
ক.ব্যাপারটা শুধুমাত্র রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য খাস ছিলো। যা ইমাম ইবনুল আরাবী আহকামুল কুরআন এ উল্লেখ করেন।

খ.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন তাকে ফেরত দিলে তার কোনো ক্ষতি হবে না এবং মুসলিম কাফেলায় যোগ দিবে। কিন্তু বর্তমানে এটা জানার সুযোগ নেই যে কোনো ব্যক্তিকে কাফিরের কাছে ফেরত দিলে তার ভালো অবস্থা হবে কিনা। কিন্তু এটা নিশ্চিত বর্তমানে যুগে তার উপর কুফফাররা নির্মম অত্যাচার চালাবে।

৭.যারা সাহাবী হাতিব ইবনু আবি বালতাআ রাদিআল্লাহু আনহু এর হাদিস দিয়ে এটা জায়িয করতে চায় যে মুসলিমের বিপক্ষে কাফিরদেরকে সাহায্য করা কুফর না!

~নিরসন:
হাদিসটি হলো:
আলী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এবং যুবাইর ও মিকদাদ ইবনু আসওয়াদ কে পাঠিয়ে বললেন,"তোমরা.. বাগানে যাও। সেখানে তোমরা এক মহিলাকে দেখতে পাবে। তার নিকট একটি পত্র আছে, তোমরা তার নিকট থেকে তা নিয়ে আসবে।" তখন আমরা রওনা দিলাম। আমাদের ঘোড়া আমাদের নিয়ে দ্রুত বেগে চলছিল। অবশেষে আমরা উক্ত.. বাগানে পৌঁছে গেলাম

এবং সেখানে আমরা মহিলাটিকে দেখতে পেলাম। আমরা বললাম,"পত্র বাহির করো।" সে বলল,"আমার নিকট তো কোন পত্র নেই।" আমরা বললাম,"তুমি অবশ্যই পত্র বের করে দিবে, নচেৎ তোমার কাপড় খুলতে হবে।" তখন সে তার চুলের খোঁপা থেকে পত্রটি বের করে দিলো। আমরা তখন সে পত্রটি নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট হাজির হলাম। দেখা গেল, তা হাতিব ইবনু বালতাআ এর পক্ষ থেকে মক্কার কয়েকজন মুশরিকের প্রতি লেখা হয়েছে। যাতে তাদেরকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কোনো পদক্ষেপ সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হয়েছে। তখন আল্লাহর রাসুল বললেন, "হে হাতিব! একি ব্যাপার?" তিনি বললেন,"হে আল্লাহর রাসুল! আমার ব্যাপারে কোন তড়িত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। আসলে আমি কুরাইশ বংশোদ্ভুত নই। তবে তাদের সঙ্গে মিশে ছিলাম। আর যারা আপনার সঙ্গে মুজাহিরগণ রয়েছেন, তাদের সকলেরই মক্কাবাসীদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। যার কারণে তাঁদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ নিরাপদ। তাই আমি চেয়েছি, যেহেতু আমার বংশগতভাবে এ সম্পর্ক নেই, কাজেই আমি তাদের প্রতি এমন কিছু অনুগ্রহ দেখাই, যদ্দারা অন্তত তারা আমার আপনজনদের রক্ষা করবে। আর আমি তা কুফরী কিংবা মুরতাদ হবার উদ্দেশ্যে করিনি এবং কুফরীর প্রতি আকৃষ্ট হবার কারণেও নয়।" আল্লাহর রাসুল বললেন,"হাতিব তোমাদের নিকট সত্য কথা বলছে।" তখন উমার রাদিআল্লাহু আনহু বললেন,"হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই।" আল্লাহর রাসুল বললেন,"সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তোমার হয়তো জানা নেই, আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের ব্যাপারে অবহিত আছেন। তাই তাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন,"তোমরা যা ইচ্ছা আমল কর। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।""[সহীহ বুখারী]

~এখানে হাতিব রাদিআল্লাহু আনহু এর কথা <<আমি তা কুফরী কিংবা মুরতাদ হবার উদ্দেশ্যে করিনি>> দ্বারা বুঝায় তখন এটা প্রতিষ্ঠিত ছিলো যে, মুসলিমের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য করা কুফর এবং রিদ্দাহ।

~উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু এর কথা <<আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই..>> দ্বারা বুঝা যায় যে, মুসলিমের বিরুদ্ধে

কাফিরদেরকে সাহায্য করা নিফাক এবং কুফর যা কাউকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এটা নির্দেশ করে যে সাহাবীদের মধ্যে এই মত ই ছিলো।

~হাতিব রাদিআল্লাহু আনহু ছিলেন বদরী সাহাবী, তারা নিশ্চিতভাবে জান্নাতি। তাই তার ব্যাপারে যথেষ্ট ছাড় রয়েছে।

~বিশুদ্ধ মতানুসারে[ফাতহুল বারী তে উল্লেখিত], তিনি চিঠিতে মুসলিমদের বিজয়ের সুসংবাদ দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করেছিলেন। যাতে কাফিরদেরকে সুস্পষ্ট সাহায্য করার কিছুই নেই।

~তিনি মুশরিকদেরকে মুসলিমদের উপরে বিজয় কিংবা আধিপত্যের উদ্দেশ্যে নয় বরং তাদেরকে সতর্ক করতে চিঠি দিয়েছিলেন।

~তাছাড়া হাতিব রাদিআল্লাহু আনহু সেই চিঠির ব্যাপারে তাওয়ীল করেছেন এবং সেটা তিনি কুফরের উদ্দেশ্যে দেননি।

সুতরাং এ হাদিস থেকে ই সুস্পষ্ট যে কাফিরদেরকে মুসলিমের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধে সাহায্য করা কুফর।

আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

নবম নাক্বিদ:

যে ব্যক্তি এ-বিশ্বাস করে যে, খিযিরের পক্ষে যেমনিভাবে মূসা আলাইহিসসালামের শরী'আহর বাইরে থাকা সম্ভব ছিল, তেমনিভাবে কোনো মানুষের জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরী'আহ থেকে বের হয়ে যাবার অনুমতি আছে— তবে সে-ব্যক্তিও কাফির।

ব্যখ্যা:
১.প্রথমত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় দ্বীন ইসলাম সম্পুর্ন হয়েছে এবং সম্পুর্ন শরীয়াহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারো সুযোগ নেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরীয়াহ থেকে বের হবার। যে এমন মনে করবে কিংবা নিজে করবে, সে নিঃসন্দেহে কাফির। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার উপর ঈমান আনা ওয়াজিব এবং তার বাইরে যাওয়া কুফর।

দলীল:
ক."হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসুলের[মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আনুগত্য করো এবং তোমাদের কর্মফল বিনষ্ট করো না।"[কুরআন ৪৭:৩৩]

খ."..রাসুল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।"[কুরআন ৫৯:০৭]

গ."তুমি বলো: তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের অনুসরণ করো। কিন্তু যদি তারা ফিরে যায় তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না।"[কুরআন ০৩:৩২]

ঘ.শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহর মতে, যে ব্যক্তি দাবি করে কারো জন্য সালাত রহিত হয়ে গেছে... কিংবা কোনো বিদ্বান ব্যক্তি যাদের রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অনুসরণ করা দরকার নেই.. আলিমদের ঐক্যমতে সে কাফির।"

৬.ইমাম হাজ্জাওয়ী মতানুসারে সে ব্যক্তি কাফির, যে ব্যক্তি মনে করে কিছু লোকের জন্য শরীয়াহর বাইরে থাকা জায়িয।

◾২.বিশুদ্ধ মতানুসারে খিজির আলাইহিসসালাম আল্লাহর প্রেরিত নবী ছিলেন। তাই তার জন্য আলাদা শরী'আহ ছিল এবং তার জন্য মুসা আলাইহিসালাম এর শরীয়াহ অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক ছিল না।

দলীল:
ক."মূসা তাকে বলল: সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা হতে আমাকে শিক্ষা দিবেন - এই শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করব কি?"[কুরআন ১৮:৬৬]

যদি তিনি নবী ও না হয়ে থাকেন তবুও তার জন্য মুসা আলাইহিসালাম কে অনুসরণ করতে বাধ্য ছিলেন না কেননা তিনি বণী ইসরাইলের ছিলেন না এবং মুসা আলাইহিসালাম বণী ইসরাইলের জন্য প্রেরিত রাসুল।

◾৩.মুসা আলাইহিসসালাম এবং খিজির আলাইহিসসালাম পুরো মানবজাতির জন্য প্রেরিত হননি। মুসা আলাইহিসালাম প্রেরিত হয়েছিলেন বণী ইসরাইলের জন্য। অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন পুরো পৃথিবীর আলোকদিশারী হিসেবে।

দলীল:
ক.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমি সমস্ত সৃষ্টির নিকটে প্রেরিত হয়েছি...।"

◾৪.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকটে কুরআন নাজিল হবার পর পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোর বিধান রহিত হয়ে গেছে।ঈসা আলাইহিসসালাম পুনরায় আগমন করলে, তাকেও বাধ্যতামূলক শরীয়াতে মুহাম্মাদ মানতে হবে।

দলীল:
ক.ইমাম নাসা'ঈ-সহ অন্যান্য ইমামগন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদীস বর্ণনা করেন: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতে তাওরাতের একটি পাতা দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি বললেন,"হে খাত্তাবের পুত্র, এখনো কি সংশয়ে রয়েছো? আমি তোমাদের নিকট সুষ্পষ্ট বিধান নিয়ে এসেছি। ওই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আজ যদি মুসা আলাইহিসসালাম জীবিত থাকতেন, আমার অনুসরণ করা ব্যতীত তার কোন উপায় থাকতো না।[আহমাদ, বায়হাকী]

➡️যারা মনে করে কিছু ব্যক্তি কিংবা তারা মারিফাত কিংবা শরী'আহর এতো উচ্চ মাকামে পৌছেছে যে তার জন্য সালাত, সাওম সহ অন্য ফরজ ইবাদাত করার দরকার নেই:

এটা নিঃসন্দেহে কুফর, কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য ও ফরজ ইবাদাত রহিত হয়নি, না কোনো সাহাবীর জন্য। ইবাদাত সবার জন্য ওয়াজিব, এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকারকারী কাফির।

◾১.আল্লাহ তা'আলা সালাত, সিয়াম, যাকাত, সামর্থ্য অনুসারে হজ্ব এবং জিহাদ ফরজ করেছেন। এবং এগুলো কোনো ব্যক্তিবিশেষের জন্য রহিত হয়ে যায়না।কেউ অসুস্থতা কিংবা জোরের ফলে পালন না করতে পারার ব্যাপার আলাদা।কিন্তু এগুলো কারো জন্য রহিত তা বলার করার সুযোগ নেই।

দলীল:
ক."নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে এবং সালাত কায়েম করে, আর যাকাত প্রদান করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট প্রতিদান। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।"[কুরআন ০২:২৭৭]

খ."হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ [বাধ্যতামূলক] করা হয়েছে,যেভাবে ফরজ করা হয়েছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর...।"[কুরআন ০২:১৮৩]

গ."এবং সামর্থ্যবান মানুষের উপর আল্লাহর জন্য বাইতুল্লাহর হজ্ব করা করা ফরয।"[কুরআন ০৩:৯৭]

ঘ."তোমাদের উপর ক্বি-তালের[যুদ্ধের] বিধান দেয়া হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় এবং হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।"[কুরআন ২:২১৬]

◾২.আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি আদেশ করেছেন যাতে আমরা আল্লাহর ইবাদাত চালিয়ে যাই।

দলীল:
ক."আর ইয়াক্বীন [মৃত্যু] আসা পর্যন্ত তুমি তোমার রব্বের ইবাদাত করো।"[কুরআন ১৫:৯৯]

"এখানে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করে দুনিয়ার সকল মুমিন মুসলিমদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন তারা যেনো ইয়াক্বীন আসা পর্যন্ত ইবাদাত করে। এখানে "يقين" দ্বারা উদ্দেশ্য হল মৃত্যু।

দলীল:
উম্মু আলার হাদীস, সেখানে বর্ণিত রয়েছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান বিন মাযউন সম্পর্কে বলেছেন: أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ اليَقِينُ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الخَيْرَ، وَاللَّهِ مَا أَدْرِي، وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ، مَا يُفْعَلُ بِهِ তার ইয়াকীন চলে এসেছে অর্থাৎ মৃত্যু চলে এসেছে। আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে তার জন্য কল্যাণ আশা করছি। আল্লাহ তা'আলার শপথ আমি আল্লাহ তা'আলার রাসুল হওয়া সত্ত্বেও জানিনা তার সাথে কী ব্যবহার করা হবে।[সহীহ বুখারী]
কিন্তু কোন কোন ভ্রান্ত সম্প্রদায় এর দ্বারা উদ্দেশ্য গ্রহণ করেন যে, যখন "ইয়াক্বীন" চলে আসবে তখন আর আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার প্রয়োজন নেই। যার ফলে অনেকে এই "ইয়াক্বীন" বা "খাঁটি বিশ্বাস" অর্থ গ্রহণ করে ইবাদাত করা ছেড়ে দিয়েছে। তাদের এই উদ্দেশ্যটি ভুল। বরং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতে হবে। যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি হাদীসে

বলেন,"তুমি দাড়িয়ে সালাত আদায় করো যদি তাতে সক্ষম না হও তাহলে বসে। আর যদি তাতেও সক্ষম না হও তাহলে ইশারা দিয়ে সালাত আদায় করো।"[সহীহ বুখারী] সুতরাং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ইবাদাত করে যেতে হবে, যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদত করেছেন। যারা এর ব্যতিক্রম বলে তারা সঠিক পথে নেই।"[তাফসীর ফাতহুল মাজিদ]

▪️৩.কেউ যদি মনে করে কারো জন্য কোনো ফরজ ইবাদাতের ফরজিয়্যাত রহিত হয়ে গেছে, তাহলে উম্মাহর ইজমা অনুসারেও সে কাফির।

দলীল:
ক.শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন,"কেউ যদি এই আক্বীদাহ রাখে যে কোনো আরিফ শাইখের জন্য সালাত মাফ, আল্লাহ কিছু বান্দা আছে যাদের সালাত আদায় করতে হয়না কিংবা আল্লাহর কিছু বিশেষ বান্দা আছে যাদের জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্যের দরকার নেই...- কেউ যদি এসবে বিশ্বাস করে এবং আওলিয়াদের ব্যাপার এমন আক্বীদাহ রাখে তাহলে ইমামদের ইজমা অনুযায়ী সে কাফির।"[মাজমু আল ফাতাওয়া,১০/৪৩৪-৪৩৫]

➡️কেউ যদি বিশ্বাস করে, কারো কুরআন-সুন্নাহ দরকার নেই কিংবা তার নিকটে গোপনে ওহী আসে বা তারা গোপন জ্ঞান অর্জন করে:

এমন ব্যক্তি নিঃসন্দেহে কাফির। কেননা-

~ওহীর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।
~কারো বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই যে সে কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে বের হবে।

ইমাম আশ শানকীতি বলেন: ইমাম কুরতুবী বলেন: আমাদের শাইখ আবুল আব্বাস বলেন:.....যে ব্যক্তি এমন বলবে বা দাবি করবে, সে ব্যক্তি কাফির। তাকে তাওবার জন্য ডাকা হবে না, বরং তাকে সোজাসুজি হত্যা করতে হবে। [সংক্ষেপিত এবং ভাবার্থ] - [তাফসির কুরতুবি,ইমাম কুরতুবী]

সুতরাং কারো সুযোগ নেই শরীয়াতে মুহাম্মাদী থেকে বিন্দুমাত্র বের হবার কিংবা তা থেকে বের হওয়াকে গ্রহণযোগ্য মনে করার। যে করবে বা বিশ্বাস করবে, সে নিঃসন্দেহে কাফির।

আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

📒 দশম নাক্বিদ:

আল্লাহ তা'আলার দ্বীন ইসলামকে উপেক্ষা করা কিংবা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা— দ্বীনের জ্ঞান অর্জনও করে না, আর তা অনুযায়ী আমলও করে না[এমন ব্যক্তি কাফির]।
এর দলীল: আল্লাহ তাআলা বলেন,"যে ব্যক্তি তার রব্বের নিদর্শনাবলি দ্বারা উপদিষ্ট হওয়ার পর তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে আছে? আমরা অবশ্যই অপরাধীদের শাস্তি দিয়ে থাকি।"[সুরা আস সিজদা: ২২]

◾ ব্যখ্যা:
একমাত্র কাফিররা ই আল্লাহর দ্বীনকে উপেক্ষা করে অর্থাৎ দ্বীনের অকাট্য মৌলিক বিষয়াবলি না শিক্ষা করে, না সে অনুযায়ী আমল করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আর যারা কাফির তারা সেসব আয়াতকে উপেক্ষা করে, যা দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয়।"[কুরআন ৪৬:০৩]

উক্ত ক্ষেত্রে কয়েকটি দৃশ্যপট সামনে আসে।সেগুলো হলো:

⬜১.কোনো ব্যক্তি একবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে ঈমান আনলো কিন্তু অতঃপর না সে দ্বীনের ফরজ ইল্ম অর্জন করলো, না সে অনুযায়ী আমল করলো।সে দ্বীন থেকে সম্পুর্ন মুখ ফিরিয়ে রাখলো।এক্ষেত্রে ব্যক্তি কুফরে লিপ্ত কেননা সে দ্বীন ইসলাম থেকে বিমুখ।

দলীল:
ক."যে ব্যক্তি তার রবের নিদর্শনাবলি দ্বারা উপদিষ্ট হওয়ার পর তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে আছে? আমরা অবশ্যই অপরাধীদের শাস্তি দিয়ে থাকি।"[কুরআন ৩২:২২]

দ্বীনের ওইফরজ জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক এবং আমল করা আবশ্যক যা দ্বারা কোনো ব্যক্তি মুসলিম হয় এবং থাকে। যে ব্যক্তি তা থেকে সম্পুর্নভাবে মুখ ফিরিয়ে রাখবে সে কাফির।

খ.ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"দ্বীন হতে বিমুখতার কুফরী হয়ে থাকে শোনার মাধ্যমে এবং বলার মাধ্যমে। আর তা হল, তাকে সত্যায়ন বা মিথ্যা না বলা অর্থাৎ ভালোবাসা কিংবা শত্রুতা, কিছুই না করা এবং তিনি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] সুষ্পষ্ট যে বিধান নিয়ে এসেছেন তার দিকে আকৃষ্ট না হওয়া।"[মাদারিজুস সালিকীন]

গ.শাইখ সুলাইমান ইবনু সাহমান রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"মানুষ কাফির হয় না, যতক্ষন না সে দ্বীনের কেবলমাত্র ওয়াজিব ও মুস্তাহাব বিষয় ছাড়া ওই সমস্ত মৌলিক বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, যা অর্জনের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি মুসলিম হয়।"

শাইখের উক্তি, [ওয়াজিব ও মুস্তাহাব বিষয় পরিত্যাগ করা] -এর অর্থ হলো, কিছু ওয়াজিব পরিত্যাগ করা, যা পাপ কিন্তু কুফরী নয়। তবে ব্যাপক ভাবে কোন ইবাদাত একেবারেই পরিত্যাগ করা নয়। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ -এর নিকট কোন মৌলিক আমল একেবারে পরিত্যাগ/প্রত্যাখ্যান করা কুফরী। যেমন: সালাত একেবারে ছেড়ে দেয়া অধিকাংশ সাহাবী ও তাবি'ঈদের মতে কুফরী।

⬜২.কেউ যদি ওয়াজিব আমল ত্যাগ করে তাহলে সে কাফির হবে না।কিন্তু ওয়াজিব আমল সম্পুর্নরূপে ত্যাগ করা নিঃসন্দেহে কুফর।অনেক আলিমের মতে ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত ত্যাগকারী কাফির। এটা যদিও ইখতিলাফি মত তবুও অধিকাংশ সালাফ এ মতের পক্ষে ছিলেন।

◾৩. কেউ যদি সুন্নাহ আমল ত্যাগ করে কিংবা সুন্নাহ সম্পর্কে জানতে না চায় তবে সে কাফির হবেনা কিন্তু সেটা মাকরূহ তথা অপছন্দনীয়।

◾৪.আংশিকভাবে বিমুখ হওয়া:

কেউ দ্বীনের অকাট্য কোনো বিষয় থেকে পুরোপুরি বিমুখ হলে কিংবা আমল পুরোপুরি ত্যাগ করলে সেটা কুফর। কিংবা কোনো ফরজের ফরজিয়্যাত অস্বীকারস্বরূপ তা থেকে বিমুখ হলে সেটা কুফর।

আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

📙ঈমান ভঙ্গের ১১তম কারণ:

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শেষ নবী- এটা অস্বীকার করা কিংবা নবুয়্যাত দাবী করা কিংবা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে কোনো নবীর আগমন ঘটবে সেটা বিশ্বাস করা কুফর।

ব্যখ্যা:
রাসুলুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল মুত্তালিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী ও রাসুল। তার পরে কোনো নবী কিংবা রাসুলের আগমন ঘটবে না। এমনকি ঈসা আলাইহিসসালাম ও উম্মাতে মুহাম্মাদী হিসেবে আসবেন।

দলীল:
ক."মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নয় তবে আল্লাহর রাসুল এবং সর্বশেষ নবী।"[কুরআন ৩৩:৪০]

খ.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেন: "আমার উপমা এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উপমা সে লোকের উপমার মতো, যে একটি অট্টালিকা বানালো এবং তা সুন্দর ও সুচারুরূপে গড়ে তুলল, তবে তার কোণগুলোর কোন এক কোণায় একটি ইটের স্থান ব্যতীত। লোকেরা তার চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল আর তা দেখে আশ্চর্য হতে লাগল এবং পরস্পর বলতে লাগল, ঐ ইটখানি স্থাপন করা হলো না কেন? আমি-ই[রাসুলুল্লাহ] সে ইটখানি এবং আমি নবীগণের মোহর ও শেষ নবী।"[সহীহ মুসলিম]

গ.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"আমার উম্মাহর মধ্যে আমার পরে ত্রিশজন মিথ্যুকের আগমন ঘটবে এবং সকলেই নবুয়াতের দাবী করবে। অথচ আমি ই সর্বশেষ নবী। আমার পরে কিয়ামতের পূর্বে আর কোনো নবী নেই।"[সুনান আবি দাউদ]

সুতরাং এটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী ও রাসুল, তার পরে কোনো নবী-রাসুলের আগমন ঘটবে না।

সুতরাং সে কাফির -
~যে নবুয়্যাতের পরিসমাপ্তি অস্বীকার করবে।
~যে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী ও রাসুল হিসেবে স্বীকৃতি দিবেনা।
~যে নিজেকে নবী দাবী করবে, ইত্যাদি!

কাদিয়ানী সম্প্রদায় নবুয়্যাতের পরিসমাপ্তি অস্বীকারকারী এবং এরা সন্দেহাতীতভাবে কাফির।

আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

📙ঈমান ভঙ্গের ১২তম কারণ:

যে ব্যক্তি দ্বীনের অকাট্য কোনো বিষয় অস্বীকার করবে কিংবা অকাট্য কোনো ফরজকে সম্পুর্ন অস্বীকার করবে কিংবা আংশিক অস্বীকার করবে, সে কাফির।

ব্যখ্যা:
যে ব্যক্তি দ্বীনের অকাট্য কোনো বিষয়, বিধান কিংবা অকাট্য কোনো ফরজকে অস্বীকার করবে সে কাফির।

দলীল:
ক."তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে কিংবা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে?নিশ্চয়ই অপরাধীরা সফলকাম হবেনা।"[কুরআন ০৬:২১]

খ.দ্বীনের অকাট্য ও সুস্পষ্ট কোনো বিধান, উসুলুল দ্বীন এবং জরুরিয়্যাতে দ্বীনের কোনো কিছু অস্বীকারকারী কাফির - এ ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করেন ইমাম ইবনু আবিল ইজ্জ[শারহ আক্বীদাহ ত্বহাবিয়্যাহ] এবং ইমাম ইবনু হুমাম।

সুতরাং যারা আল্লাহ তা'আলা, তার রাসুল, তার কিতাবসমূহ, মালাইকা, তাকদীর, আখিরাতের বিষয়সমূহ, ওয়াজিব আমলসমূহ এবং কুরআনের আয়াতে উল্লেখিত সুস্পষ্ট বিষয়সমূহ ইত্যাদি সহ অন্যান্য অকাট্য বিষয় কিংবা বিধান বা ফরজ এর সবগুলো কিংবা কোনো একটি কিংবা কোনো অংশ অস্বীকার করবে সে নিঃসন্দেহে কাফির এবং মুরতাদ।

নাওয়াক্বিদুল ইসলাম
পর্ব - ১৭

ঈমান ভঙ্গের ১৩তম কারণ:
কুরআনের কোনো আয়াতের অংশ কিংবা কোনো আয়াত কিংবা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত কোনো হাদিস অস্বীকার করা কুফর।

ব্যখ্যা:
এই নাক্বিদ নিয়ে আলোচনার পূর্বে আমরা কিছু বিষয়ে জেনে নিবো ইনশাআল্লাহ।

⬛ হাদিস কি এবং কত প্রকার?
~রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা, কাজ ও সমর্থনকে হাদিস বলা হয়।

হাদিস প্রথমত দুই প্রকার:

১.মুতাওয়াতির হাদিস - যার প্রতি স্তরে অসংখ্য রাবি রয়েছে এবং হাদিস মিথ্যা হবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

২.আহাদ হাদিস - যার রাবি সংখ্যা মুতাওয়াতির রাবি সংখ্যা থেকে কম।

আহাদ হাদিসকে রাবি সংখ্যার ৩ ভাগে ভাগ করা হয়।

১.মাশহুর [কোনো স্তরেই রাবির সংখ্যা তিনের কম নয়]

২.আযীয [কোনো স্তরেই রাবির সংখ্যা দুইয়ের কম নয়]

৩.গারীব [রাবী সংখ্যা কোনো স্তরে একজন থাকলেই হয়]

সুন্নাহ ও এক প্রকার যা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত! কেননা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ থেকে বানিয়ে কোনোকিছু বলেন না।

এবার আসি নাক্বিদ সম্পর্কে।

কুরআন এবং সুন্নাহ দ্বারা সুস্পষ্ট যে, কেউ যদি কুরআনের কোনো আয়াত কিংবা আয়াতের অংশ কিংবা কোনো মুতাওয়াতির হাদিস অস্বীকার করে সে কাফির। অনেক আলিমের মতে কেউ কোনো মাশহুর হাদিস ও অস্বীকার করে সে কাফির। এবং অনেক সালাফের মতে সেও কাফির যা নিকটে যেকোনো হাদিস এসেছে এবং সে এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সম্পুর্ন অবগত, তথাপি সে তা অস্বীকার করে।

দলীল:
ক."আর এভাবেই আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি। অতএব, আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এর প্রতি ঈমান রাখে এবং এদেরও কেউ কেউ এর প্রতি ঈমান রাখে। আর কাফিররা ছাড়া আমার আয়াতসমূহকে কেউ অস্বীকার করে না।"[কুরআন ২৯:৪৭]

খ."তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখো এবং কিছু অংশ অস্বীকার করো? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ায় জীবনে লাঞ্চনা ছাড়া তাদের কি প্রতিদান হতে পারে?"[কুরআন ০২:৮৫]

গ.যে আয়াতের কিছু অংশ কিংবা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বর্ণিত কোনো হাদিস অস্বীকার করলো কিংবা বাতিল করলো সে কাফির। [শারহুস সুন্নাহ, ইমাম বারবাহারী]

ঘ.ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিস অস্বীকার করে,সে জাহান্নামের কিনারায় রয়েছে।"

ঙ.ইমাম ইবনুল ওয়াযীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"যখন কেউ কোনো হাদিসকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিস জানাসত্ত্বেও অস্বীকার[প্রত্যাখ্যান] করলো, সে সুস্পষ্ট কুফরী করলো।"[আল আওয়াসিম ওয়াল ক্বাওয়াসিম]

চ.ইমাম ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"যার নিকটে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সূত্রে কোনো হাদিস পৌছেছে এবং এর সহীহ হবার ব্যাপারে সমর্থন রয়েছে, অতঃপর সে তা [কোনো ওজর ব্যতীত] অস্বীকার করলো, সে কাফির।"

ছ.ইমাম আস সুয়ুতি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এমন ক্বওলী বা ফিলী হাদিসকে অস্বীকার করবে যা শার'ঈ দলীল হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে এবং যা উসুলুস হাদিস মোতাবেক সহীহ সাব্যস্ত হয়েছে - সে এমন কুফর করেছে যা তাকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়।"[মিফতাহ আল জান্নাহ ফি'ল ইহতিজাজ বি'স সুন্নাহ]

তাছাড়া অনেক আলিম মুতাওয়াতির হাদিস অস্বীকার যে কুফর এ ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করেছেন

যে মনে করবে আমাদের জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ মানার দরকার নেই - সে কাফির। এখানে ইবাদাতের সময়ে সুন্নাহ ত্যাগ উদ্দেশ্য নয় বরং সুন্নাহর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকারের কুফরী নির্দেশ করে।

উল্লেখ্য, কোনো মুহাদ্দিস কিংবা আলিম যদি তাহকীক কিংবা অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য কোনো সুস্পষ্ট হাদিস অস্বীকার করে তবে তার জন্য ছাড় রয়েছে।

📙ঈমান ভঙ্গের ১৪তম কারণ:

যে বিশ্বাস করবে-
~ ইসলাম সম্পুর্ন জীবনব্যবস্থা না
~কিংবা ইসলাম শুধু কিছু ইবাদাতে সীমাবদ্ধ
~কিংবা সবক্ষেত্রে ইসলাম অনুসরণ করা ঐচ্ছিক
~কিংবা রাষ্ট্রপরিচালনায় ইসলাম দরকার নেই
সে নিঃসন্দেহে কাফির।

ব্যখ্যা:

আল্লাহ তা'আলা দ্বীন ইসলামকে সম্পুর্ন করেছেন। ইসলাম শুধুমাত্র সালাত, যাকাত কিংবা সিয়ামে সীমাবদ্ধ নয় বরং জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম মানা আবশ্যক এবং অপরিহার্য।

দলীল:
ক."কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[কুরআন ০৩:৮৫]

খ."নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন।"[কুরআন ০৩:১৯]

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম মানা অপরিহার্য এবং সবকিছুর ব্যখ্যা ইসলাম দিয়েছে। এগুলোর মধ্যে অল্প কিছু বিষয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

1️⃣আল্লাহর তাওহীদের কেষত্রে ইসলাম:

ক."বলো, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রব্ব? বলো, আল্লাহ।"[কুরআন ১৩:১৬]

খ."আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য আমরা তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসুল পাঠিয়েছি।"[কুরআন ১৬:৩৬]

2 বিচার ববযবস্থার কেষৎের ইসলাম:

ক."তুমি কি তাদেরকে দেখোনি, যারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে তারা বিশ্বাস করে; অথচ তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়।"[কুরআন ০৪:৬০]

খ."আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফির।"[কুরআন ০৫:৪৪]

3 সামাজিক প্রেকষাপটের কেষৎের ইসলাম:

ক."আল্লাহ ন্যায়পরায়নতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও সীমালঙ্ঘন করার ব্যাপারে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।"[কুরআন ১৬:৯০]

4 অর্থনীতি এবং ইসলাম

ক."কিন্তু তোমাদের পরস্পরের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে ব্যবসা করা বৈধ।"[কুরআন ০৪:২৯]

খ."অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।"[কুরআন ০২:২৭৫]

গ."যুদ্ধে যা তোমরা লাভ করেছ, তা বৈধ ও উত্তম বলে ভোগ কর।"[কুরআন ০৮:৬৯]

5 রাজনীতি এবং ইসলাম

ক."তোমরা তাদের মোকাবেলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী প্রস্তুত করে রাখবে, যাতে এর দ্বারা তোমরা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে সন্ত্রস্ত করতে পারো।"[কুরআন ০৮:৬০]

খ."যে পর্যন্ত তারা তোমাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে, সে পর্যন্ত তোমরাও তাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে।"[কুরআন ০৯:০৭]

সুতরাং যে মনে করবে ইসলাম সম্পুর্ন নয় কিংবা কিছু ইবাদাতে সীমাবদ্ধ সে আল্লাহর আয়াত অস্বীকারকারী এবং কাফির।

আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

📙ঈমান ভঙ্গের ১৫ তম কারণ:

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা কিংবা রাসুলুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিংবা তার কোনো নবী - রাসুলকে গালি দিবে সে কাফির হয়ে যাবে।

ব্যখ্যা:
যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা, তার রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা তার কোনো নবীকে হীন করবে সে কাফির হয়ে যাবে।

এক্ষেত্রে কুফর হতে পারে-

~মুখের কথায়
~কাজের মাধ্যমে
~লেখনির মাধ্যমে
~অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে
~বিভিন্ন সোশ্যাল সাইটে ইচ্ছাকৃত তুচ্ছ করে রিয়্যাক্ট কিংবা কমেন্টিং এর মাধ্যমে, ইত্যাদি।

কুফর যেসব কারণে হবে-

~গালি দিলে
~তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলে
~অপমান করলে
~কটুক্তি করলে
~ঠাট্টা মশকরা করলে
~যেকোনো ভাবে হীন করার প্রয়াস চালালে

বিভিন্ন দলীল:

১."নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তার রাসুলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লানত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অপমানজনক আযাব।"[কুরআন ৩৩:৫৭]

২.যে আল্লাহ তা'আলা কিংবা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কটুক্তি করবে কিংবা অভিশাপ দিবে সে কাফির মুরতাদ। তার তাওবাহ গ্রহণ করা হবে না এবং তাকে হত্যা করা হবে। এ ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করেছেন ইমাম ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ, ইবনুল মুনজির, মুহাম্মাদ ইবনু সাহনুন, ইবনু তাইমিয়্যাহ সহ অনেকে।

৩.ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: জনৈক অন্ধ লোকের একজন "উম্মু ওয়ালাদ" ক্রীতদাসী ছিল। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিত এবং তার সম্পর্কে মন্দ কথা বলতো। অন্ধ লোকটি তাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে বিরত হতো না। সে তাকে ভৎসনা করতো; কিন্তু তাতেও সে বিরত হতো না। একরাতে সে যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিতে শুরু করলো এবং তার সম্পর্কে মন্দ কথা বলতে লাগলো, সে একটি ধারালো ছোরা নিয়ে তার পেটে ঢুকিয়ে তাতে চাপ দিয়ে তাকে হত্যা করলো। তার দু'পায়ের মাঝখানে একটি শিশু পতিত হয়ে রক্তে রঞ্জিত হলো। ভোরবেলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনাটি অবহিত হয়ে লোকজনকে সমবেত করে বললেন,"আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, যে ব্যক্তি এ কাজ করেছে, সে যদি না দাড়ায়, তবে তার উপর আমার অধিকার আছে। একথা শুনে অন্ধ লোকটি ভিড় ঠেলে কাঁপতে কাঁপতে সামনে অগ্রসর হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে এসে বললো,"হে আল্লাহর রাসুল! আমি সেই নিহত দাসীর মনিব। সে আপনাকে গালাগালি করতো এবং আপনার সম্পর্কে অপমানজনক কথা বলতো। আমি নিষেধ করতাম কিন্তু সে বিরত হতো না। আমি তাকে ধমক দিতাম; কিন্তু সে তাতেও বিরত হতোনা। তার গর্ভজাত মুক্তার মত আমার দুটি ছেলে আছে, আর সে আমার খুব প্রিয়পাত্রী ছিল। গতরাতে সে আপনাকে গালাগালি শুরু করে এবং আপনার সম্পর্কে অপমানজনক কথা বললে আমি তখন একটি ধারালো ছুরি নিয়ে তার পেটে রেখে করে তাতে চাপ দিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলি। নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,তোমরা সাক্ষী থাকো, তার রক্ত পণ নেই।"[সুনান আবি দাউদ]

~ইমাম আল খাত্তাবীর মতে রিদ্দাহর জন্য শাতিমকে হত্যা করা হবে। [মা'আলিম আস সুনান]

সুতরাং এটা সুস্পষ্ট কুফর

এবার আসি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কটুক্তিকারী, অপমান কারী, অভিশাপদানকারীর শাস্তি সম্পর্কে:

যে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কটুক্তি করবে কিংবা অপমান করবে কিংবা নীচু করার চেষ্টা করবে কিংবা অভিশাপ দিবে - তাকে হত্যা করা হবে হোক সে মুসলিম কিংবা কাফির এবং এ ব্যাপারে উম্মাহর ইজমা রয়েছে। বিশুদ্ধ মতানুসারে এবং নস অনুযায়ী জিম্মির চুক্তি ভেঙ্গে যাবে এবং তাকে হত্যা করা হবে।

শাতিমির রাসুলের তাওবাহ গ্রহণযোগ্য নয়।

~উমার রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,"যে আল্লাহ, রাসুলুল্লাহ কিংবা তার নবীদের কাউকে অপমান করলে তাকে হত্যা করে ফেলো।"[মাসাঈল,.. হারব]

১.ইমাম ইবনুল মুনজির রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"আলিমগণের মধ্যে ইজমা রয়েছে যে, যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অপমান করবে তাকে হত্যা করা হবে। মালিক, লাইস, আহমাদ, ইসহাক, আশ-শাফি'ঈ ও তাই বলেছেন।"

২.শাফি'ঈ ফক্বীহ ইমাম আবু বকর আল ফারসি রাহিমাহুল্লাহ আলিমদের ইজমা উল্লেখ করে বলেন,"যে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে গালমন্দ করবে, তাকে কতল করা হবে, যেভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কাউকে গালাগাল করলে বেত্রাঘাত করা হয়।"

৩.ইমাম আল খাত্তাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কটুক্তিকারীর হত্যার ব্যাপারে কারো আপত্তি রয়েছে বলে আমার জানা নেই।"

৪.ইমাম ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"মুসলিমদের ইজমা রয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ কিংবা তার রাসুলকে গালমন্দ করে... তাহলে সে কাফির যদিওবা সে আল্লাহর অবতীর্ণ অন্য সকল বিধানকে স্বীকার করে।"

৫.ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু সাহনুন রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"আলিমগণের ইজমা রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অপমানকারী কাফির এবং তার কুফরের ব্যাপারে যে সন্দেহ করবে সেও কুফরের অপরাধে দোষী।"

৬.শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,"ইমাম মালিক এবং মদীনাহবাসীর এর মতানুসারে জিম্মি কে ও হত্যা করা হবে। এটা ইমাম আহমাদ এবং ফুক্বাহা আল হাদীসের মতামত ও।এবং এ সম্পর্কে ইমাম আহমাদের বিভিন্ন কওল রয়েছে।হাম্বল, আবু সাকর, আল খাল্লাল, আব্দুল্লাহ এবং আবু তালিব বর্ণনা করেন যে, মুসলিম এবং কাফিরদেরকে হত্যা করা হবে।"

৭.ইমাম আহমাদ বলেন,"প্রত্যেক ব্যক্তি যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপমান করবে তাকে হত্যা করা হবে হোক সে কাফির কিংবা মুসলিম.. এবং তার নিকট থেকে তাওবা চাওয়া হবে না।"

৮.ইমাম আবু আলী ইবনু আল বানা বলেন,"রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অপমান কারীকে হত্যা করা ওয়াজিব এবং তাদের তাওবাহ গৃহীত হবে না যদিওবা সে কাফির[ছিল] এবং পরবর্তীতে মুসলিম হয়।"

৯.আবুল মুস'আব এবং ইবনু আবু ওয়াইস বর্ণনা করেন: আমরা মালিককে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালাগাল করবে, অসন্তুষ্ট করবে,অবজ্ঞা করবে তাকে তাওবার আহবান ব্যতিরেকে ই হত্যা করা হবে হোক সে মুসলিম কিংবা কাফির।

১০.আব্দুল্লাহ ইবনুল হাকাম বলেন: যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে গালমন্দ করবে হোক সে মুসলিম কিংবা কাফির, তাকে তাওবাহর আহবান ব্যতীত ই হত্যা করা হবে।

১১.হাবীব ইবনু রাবি আল কারাউই বলেন: মালিক এবং তার সাথীরা এই আক্কীদাহ গ্রহণ করেছে যে, কেউ যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মর্যাদাহানির উদ্দেশ্যে কোনো বক্তব্য উচ্চারণ করে তাকে তাওবাহর আহবান ব্যতীত হত্যা করা হবে।

১২.মালিক এবং আহমাদ বলেন: যারা তাকে [রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] অভিশাপ দিবে কিংবা তার সম্মানহানি করবে, হোক সে মুসলিম কিংবা কাফির - তাকে হত্যা করা হবে।

অনুরূপভাবে, আমাদের সঙ্গীরা বলেন: যদি কেউ তার[রাসুলুল্লাহ] সম্মানহানি করে, হোক সে কাফির কিংবা মুসলিম- তাকে হত্যা করা হবে।

১৩.জাবির রাদিআল্লাহু আনহু এর সূত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কা'ব ইবনু আশরাফকে হত্যা করার দায়িত্ব কে নিবে?" তখন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, "আপনি কি পছন্দ করেন যে, আমি তাকে হত্যা করি?" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,"হ্যাঁ।" মুহাম্মাদ ইব্নু মাসলামাহ বললেন,"তবে আমাকে অনুমতি দিন, আমি যেনো তাকে কিছু বলি।" তিনি বললেন,"আমি অনুমতি দিলাম।"[সহীহ বুখারী]

~কা'ব ইবনু আশরাফ ছিলো একজন জিম্মি ইয়াহুদী এবং কবি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যার কথা বলেছেন। এটা একদম সুস্পষ্ট যে জিম্মি শাতিমের চুক্তি ভেঙ্গে যায়।

~ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, জিম্মি শাতিমের চুক্তি ভেঙ্গে যাবে।

~ইমাম কুরতুবী, সুবকী, মাওয়ারদী, ইবনু তাইমিয়্যাহ চুক্তি ভঙ্গের ব্যাপারে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

শাতিমের তাওবাহ পৃথিবীতে গ্রহণযোগ্য নয়, সে তাওবাহ করলেও তাকে হত্যা করা হবে। আল্লাহ তা'আলা চাইলে তার তাওবাহ গ্রহণ করতে পারেন, তা আর রহমানের ইচ্ছাধীন।

◾কোনো সাহাবীকে গালি দেয়া কিংবা অপমান করা কি কুফর?

~যারা আয়িশা বিনতু আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহার উপর অপবাদ দিবে, সে নিঃসন্দেহে কাফির। কারণ আল্লাহ তা'আলা তার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন।

~দ্বীনের জন্য কোনো সাহাবীকে কটুক্তি, গালমন্দ ইত্যাদি করা অকাট্য কুফর।

~সাহাবীদের সবাইকে কিংবা অনেক সাহাবীকে, কিংবা সাহাবীদের একটি জামাতকে গালিগালাজ করা কিংবা হীন করা কিংবা কটুক্তি করা নিঃসন্দেহে কুফর।

~সাহাবীদের কাউকে ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে অপমান কিংবা তুচ্ছতাচ্ছিল্য কিংবা হীন করা কুফর নয় কিন্তু মারাত্মক গুণাহ।

কিন্তু কোনো মুমিন কোনো সাহাবীর সাথে বেয়াদবি করতে পারেনা।

সাহাবীকে অপমানকারী ব্যক্তি মুনাফিক যিন্দিক বাদে কিছুইনা!

আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

📙ঈমান ভঙ্গের ১৬ তম কারণ:

যে ব্যক্তি কোনো অকাট্য হারামকে হালাল মনে করবে কিংবা অকাট্য হালালকে হারাম মনে করবে, সে কাফির।

ব্যখ্যা:

প্রথমত, যে ব্যক্তি কোনো হারাম কিংবা হালাল প্রণয়ন করবে কিংবা হারামকে হালাল করবে কিংবা হালালকে হারাম করবে, সে মুশরিক ও কাফির।

দ্বিতীয়ত, যে ব্যক্তি মনে করবে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কারো অধিকার আছে হালাল - হারাম প্রবর্তন কিংবা পরিবর্তনের - সে কাফির। উল্লেখ্য, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছুকে হারাম - হালাল বলেছেন, তিনি তা ওয়াহীর ভিত্তিতেই বলেছন।

তৃতীয়ত, যে ব্যক্তি কাউকে হালাল হারাম প্রবর্তনের ক্ষেত্রে অনুসরণ করবে - সে কাফির।

দলীল:

ক."তোমরা লড়াই কর আহলুল কিতাবের সে সব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তার রাসুল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, আর সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা স্বহস্তে নত হয়ে জিযিয়া দেয়।"[কুরআন ০৯:২৯]

খ.আহলুল কিতাবেরা তাদের ধর্মযাজকদেরকে রব্ব বানিয়েছিলো তাদের ইবাদাত করার মাধ্যমে নয় বরং তারা যারা হারাম-হালাল করতো, তারা তা ই মেনে নিতো।

আদী ইবনু হাতিম রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, আমি গলায় স্বর্ণের ক্রুশ পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর সামনে এলাম। তিনি বললেন,"হে আদী! তোমার গলা হতে এই প্রতীমা সরিয়ে ফেলো। এই বলে আমি তাকে সূরা বারাআতের[আত তাওবাহ] নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করতে শুনলাম [অনুবাদ],"তারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসারবিরাগীগণকে তাদের রব্ব বানিয়ে নিয়েছে"[সূরা আত-তাওবাহ - ৩১] তারপর তিনি বললেন,"তারা অবশ্য তাদের ইবাদাত করতো না। তবে তারা কোনো জিনিসকে যখন তাদের জন্য হালাল বলত তখন সেটাকে তারা হালাল বলে মেনে নিতো। আবার তারা কোন জিনিসকে যখন তাদের জন্য হারাম বলত তখন নিজেদের জন্য সেটাকে হারাম বলে মেনে নিতো।"[জামি আত তিরমিজি]

গ.যে ব্যক্তি ঐক্যমত্যপূর্ণ কোনো হালালকে হারাম মনে করবে কিংবা ঐক্যমত্যপূর্ণ কোনো হারামকে হালাল মনে করবে - সে ব্যক্তি আহলুল ইল্মের ইজমা অনুযায়ী কাফির। এ ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করেছেন শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ। ইমাম ইবনু কুদামাহ আল মুগনীতে এ ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করেন।ইজমা উল্লেখ করেছেন ইমাম আশ শাওকানী,শাইখ সুলায়মান ইবনু আব্দুল্লাহ।

ঘ.উমার ইবনুল খাত্তাব, আলী ইবনু আবি তালিব সহ সমস্ত সাহাবীরা একমত যে, কেউ মদ পান হালাল মনে করলে তাকে হত্যা করা হবে অর্থাৎ সে কাফির। এটা থেকে সুস্পষ্ট যে, কেউ হারাম কে হালাল মনে করলে সে কাফির।

ঘ."বিধান দেয়ার অধিকার কেবলই আল্লাহর।"[কুরআন ১২:৪০]

উল্লেখ্য, হারাম বলতে অকাট্য হারাম উদ্দেশ্য,যা উম্মাহর মাধ্যমে সুস্পষ্ট। বিভিন্ন ফিক্বহী মাযহাবের ইখতিলাফের জন্য যেসব হালাল হারাম নিয়ে আহলুল ইল্মের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে - সেগুলো ঈমান ভঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়।

যেসব হারামকে হালাল মনে করলে কিংবা সমর্থন করলে কেউ কাফির হয়ে যায়, সেসব হারামের কিছু উদাহরণ হলো –

~চুরি, ডাকাতি, হত্যা, ফিতনা - এসবকে জায়িয কিংবা সঠিক মনে করা

~বেপর্দা, জিনা, ব্যভিচার, সমকামিতা - ইত্যাদিতে জায়িয কিংবা সঠিক মনে করা, ইত্যাদি!

আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

📙 ঈমান ভঙ্গের ১৭ তম কারণ:

যে ব্যক্তি মনে করবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরী'আহতে অনেক কিংবা কিছু পরিমার্জন করতে হবে কিংবা করা আবশ্যক - সে কাফির।

ব্যখ্যা:
২১ শতাব্দীতে এমন কিছু লোক বের হয়েছে যাদের মূলমন্ত্র হলো মডারেট ইসলাম।

মডারেট ইসলাম হলো প্রয়োজনের সাপেক্ষে ইসলামের মডারেশন। আমরা দুই সেন্সে এটাকে ভাগ করতে পারি:

১.পজিটিভ:
অর্থাৎ, কেউ বর্তমানে বিভিন্ন শির্ক, বিদ'আহ বন্ধে এবং ফিতনা বন্ধে সে ইসলাম সর্বস্থানে প্রচার করতে চায়, যে ইসলাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে এসেছেন।

২.নেগেটিভ:
অর্থাৎ, যারা বলে হালের প্রয়োজনে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর নাজিলকৃত শরী'আহ অনেক কিছু পরিবর্তন এবং পরিমার্জন করা দরকার। নাক্বিদের আলোচ্য বিষয় এরাই। অর্থাৎ এরাই ঈমান বিধ্বংসী কাজে লিপ্ত। এবং এই নাক্বিদের আলোচনায় মডারেট ইসলাম বলে এরাই উদ্দেশ্য!

এদের কিছু কুফর:

১.তাদের মূলমন্ত্র ই হলো বর্তমান যুগ পাল্টে গেছে, মানুষের অনেক চিন্তাধারা বদলে গেছে তাই প্রয়োজনে ইসলামী শরী'আহর অনেক বিধানে পরিবর্তন কিংবা পরিমার্জন করা দরকার!

অথচ দ্বীন ইসলাম সম্পুর্ন এবং পরিপূর্ণ। কেউ যদি দাবী করে কোনো সময়ের জন্য শরী'আহ সম্পুর্ন নয়, তাই শরী'আহ পরিবর্তন কিংবা পরিমার্জন করতে হবে, তাহলে সে ব্যক্তি কাফির।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নি'আমত সম্পূর্ণ করলাম; আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।"[কুরআন ০৫:০৩]

২.এদের মতে কেউ স্বেচ্ছায় তার দ্বীন ইসলাম ত্যাগ করতে পারে, এটা তার স্বাধীনতা তাই তার উপর মুরতাদের বিধান প্রয়োগ করা হবেনা।

অথচ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলীল আছে যে, কেউ যদি দ্বীন ত্যাগ করে সে মুরতাদ এবং তাকে হত্যাকারী করা হবে যদিনা সে তাওবাহ করে দ্বীন ইসলামে প্রত্যাবর্তন করে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"যে ব্যক্তি তার দ্বীন পরিবর্তন করবে, তোমরা তাকে হত্যা করো।"[সহীহ বুখারী]

৩.এদের কারো মতে ইসলামে মুরতাদের বিধান নেই, রজমের বিধান, চোরের হদ আবশ্যক নয়। আবার অনেকের মতে বর্তমানে এসব বিধান প্রযোজ্য নয়।

অথচ কুরআন সুন্নাহ থেকে এসব বিধান সুস্পষ্ট এবং প্রতিষ্ঠিত। যে এসব বিধান অস্বীকার করবে কিংবা বর্তমানে প্রযোজ্য নয় মনে করবে, সে কাফির।

আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

📙 ঈমান ভঙ্গের ১৮ তম কারণ:

যে ব্যক্তি ইন্টারফেইথে বিশ্বাস রাখবে কিংবা ইন্টারফেইথের প্রসারণে যে-কোনো সহযোগিতা করবে - সে কাফির।

📒 ব্যখ্যা:

বর্তমানে সমাজে প্রচলিত একটি ঈমান বিধ্বংসী বিষয় হলো ইন্টারফেইথ তথা আন্তঃধর্ম। ইন্টারফেইথ হলো সেক্যুলারিজম এর ভিন্ন সংস্করণ। যেখানে সেক্যুলারিজম চর্চা হয় প্রকাশ্য ইসলাম বিদ্বেষী ব্যক্তিবর্গ দ্বারা, বিপরীতে মুসলিমদের মাঝে ইন্টারফেইথের প্রসার ঘটে বাহ্যিক দাড়ি টুপিতে আবৃত নামধারী মুসলিম দ্বারা।

এবং বর্তমানে ইন্টারফেইথের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্ম এবং বিশ্বাসের একীভূতকরণের চেষ্টা চলছে!

আমরা ইন্টারফেইথ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

🔲ইন্টারফেইথ অর্থ এবং এর সংজ্ঞা:

ইন্টারফেইথ অর্থ মূলত আন্তঃবিশ্বাস। অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মের কিংবা বিশ্বাসের অথবা ধ্যান-ধারণার লোকেদের একীভূত হওয়া কিংবা অংশগ্রহণ।

১.Merriam-Webster ডিকশনারি অনুযায়ী ইন্টারফেইথ অর্থ হলো "involving persons of different religious faith."

২.ম্যারিমাউন্ট ইউনিভার্সিটির মতে ইন্টারফেইথ এর মানে হলোঃ " Interfaith, in its most basic sense, is when people or groups from different religious/spiritual worldviews and traditions come together. "Inter-religious" is also used, since "interfaith" can

connotates exclusively Abrahamic traditions. Did you know interfaith cooperation also can include atheists and agnostics, and people of no faith? Interfaith cooperation is the conscious bringing together of people from diverse religious, spiritual, and ethical beliefs."

বর্তমানে ইন্টারফেইথ শব্দটি বিভিন্ন ভাবে প্রচলিত এবং এর প্রসার ও ভিন্ন নামে হচ্ছে! যেমনঃ ইন্টারফেইথ কে ইন্টারফেইথ ডায়ালগ, ইন্টার-রিলিজিয়াস, ইন্টারবিলীফ ডায়ালগ, ইন্টাররিলিজিয়াস ডায়ালগ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ও ইন্টারফেইথের প্রচার ঘটছে।

বর্তমানের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ইন্টারফেইথের সংজ্ঞা হলোঃ বিভিন্ন ধর্ম এবং বিশ্বাসের লোকেদের একীভূত হওয়া এবং একে অন্যের বিশ্বাসকে মূল্য দেয়া, সঠিক মনে করা এবং নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখা।

🔲ইন্টারফেইথের মূল উদ্দেশ্য এবং বিভিন্ন কার্যকলাপ:

১.ইন্টারফেইথ এর মূল উদ্দেশ্য ই হলো বিভিন্ন ধর্মের একীভূতকরণ এবং এই বিশ্বাসের জন্ম দেয়া যে প্রত্যেক দ্বীন ই সঠিক।

২.বিভিন্ন ধর্মের ইবাদাতের স্থান একসাথে বানানো এবং বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগ্রন্থ একসাথে সংকলন করা।

৩.একে অন্যের সংস্কৃতি, বিশ্বাস কে মূল্য দিবে এবং একসাথে মিলেমিশে বসবাস করবে, ইত্যাদি।

এগুলো হলো প্রধান লক্ষ্য যদিওবা তাদের মূল লক্ষ্য ই ইসলামের উপর আঘাত হানা।

🔲বিভিন্ন সংস্থা যারা ইন্টারফেইথের প্রসার ঘটায়:

অনেক সংস্থা আছে যারা ইন্টারফেইথের প্রচার ঘটায়, তাদের মধ্যে কিছু সংস্থা নিম্নরূপ:

১.United Religions Initiative（URI）

২.Interfaith Association for Service to Humanity and Nature

৩.National Catholic Muslim Dialogue （NCMD）

৪.King Abdullah bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue

৫.Interfaith Center for Sustainable Development

৬.Muslim Christian Dialogue forum

৭.Interfaith Encounter Association （IEA）
সহ আরো অনেক!

⬜ইসলাম বনাম ইন্টারফেইথ:
এই অংশে ইন্টারফেইথ কিজন্য কুফর এবং বাতিল তা নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

⬛ইন্টারফেইথের কথিত সম্প্রীতি:

ইন্টারফেইথের দোহাই দিয়ে যে যত ই সম্প্রীতির কথা ই বলুক না কেনো, সেগুলো নিতান্তই অর্থহীন কেননা কোনো কাফির-মুশরিক কখনো কোনো মুসলিম কে দেখতে পারে না এবং ঘৃণা করে। তারা চায় মুসলিমরা যাতে কুফরে লিপ্ত হয়।

দলীল:

১."ইহুদী এবং খ্রিস্টানরা কখনো তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না যতোক্ষণ পর্যন্ত তুমি তাদের ধর্ম গ্রহণ না করবে।"[কুরআন ০২:১২০]

২."তারা এটাই কামনা করে যে, তারা যেরূপ কুফরী করেছে তোমরাও সেইরূপ কুফরী কর, যাতে তোমরা তাদের সমান হয়ে যাও।"[কুরআন ০৪:৮৯]

৩."তোমরা[মুসলিমরা] তোমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে পাবে প্রথমতঃ ইহুদীদেরকে অতঃপর মুশরিকদেরকে।"[কুরআন ০৫:৮২]

তাছাড়া আল্লাহ তায়া'লা আমাদেরকে নিষেধ করেছেন যাতে আমরা কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করি।

দলীল:
১."হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।"[কুরআন ০৫:৫১]

৩."মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণ ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহ'র কোন সম্পর্ক থাকবে না।"[কুরআন ০৩:২৮]

ইহুদি, খ্রিস্টান সহ কাফিররা মুসলিমদের উপর যেভাবে অন্যায়ভাবে নির্যাতন চালাচ্ছে তাতে ই অনুমেয় যে তারা কেমন শান্তিকামী! সকল সম্প্রীতি ই আসে মুসলিমের উপর আগ্রাসনের জন্য। কিছু ঘটনা নিম্নরূপঃ

১.আফগানে আমেরিকা এবং রাশিয়ার আগ্রাসন।
২.কাশ্মীর এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে মুসলিমদের উপর কাফিরদের অত্যাচার।
৩.চীনের উইঘুরে, মায়ানমারে মুসলিমদের উপর কমিউনিস্ট এবং বৌদ্ধদের অত্যাচার।

৪.ইরাক, ফিলিস্তিন এবং আফ্রিকার মুসলিমদের উপর ইসরায়েল, আমেরিকা এবং ইউরোপিয়ান দেশগুলোর অত্যাচার।
৫.পুণ্যভূমি শাম তথা সিরিয়ায় কুফফারদের আগ্রাসন সহ আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে!

এসব আগ্রাসনের মাধ্যমে তারা লক্ষ লক্ষ নারী, পুরুষ এবং শিশু কে শহীদ করেছে! অথচ এরা ই নাকি শান্তিকামী।

■সকল ধর্মকে সঠিক মনে করা:

এটা নির্জলা কুফর কেননা ইসলাম ই সত্য এবং পরিপূর্ণ দ্বীন। আল্লাহ তায়া'লার নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন হলো ইসলাম, তার বাইরে যা আছে সব ই বাতিল। এবং যে ইসলামের বাইরে যারা আছে তাদেরকে কাফির মনে করবে না, সে ও কাফির।

ইন্টারফেইথ এ বিশ্বাস করা মানে হলো কাফিরদের বানানো কল্পিত মিথ্যা ইলাহ কে ও ইলাহ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া যা নিকৃষ্ট কুফর এবং শির্ক।

দলীলঃ
১."নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন হলো ইসলাম।"[কুরআন ০৩:১৯]

২."নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ। আমি ছাড়া কোনো [সত্য] ইলাহ নেই। সুতরাং আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম করো।"[কুরআন ২০:১৪]

ইসলামের বাইরে সমস্ত ধর্মমত বাতিল। এবং যে সেসব বাতিল ধর্ম কিংবা জীবনব্যবস্থার অনুসারীকে এবং কোনো অমুসলিম কে কাফির বলবে না, সে নিজেও কাফির কেননা সে কুরআনের আয়াতের অস্বীকার করেছে!

দলীলঃ

১."কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরি করে তারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।"[কুরআন ৯৮:০৬]

২.কাজী ইয়াদ রাহিমাহুল্লাহ ইজমা উল্লেখ করে বলেন, "....যে ইহুদি, খ্রিস্টান কে এবং দ্বীন ইসলাম পরিত্যাগকারীকে... কাফির মনে করে না সে কাফির।"[আশ শিফা]

৩.যদি তাদের কুফর সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও কেউ তাদেরকে তাকফির না করে তবে সে কাফির।যে কোনো মুশরিককে কাফির বলে না সে কাফির - এ ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করেন ইমাম ক্বাদী ইয়াদ, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ, শাইখ সুলায়মান ইবনু আব্দুল্লাহ।

⬛বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগ্রন্থ একমলাটে ছাপানো:

আল্লাহ তায়া'লা আমাদের জন্য পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন এবং তা নাজিল হয়েছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে এবং তা নিয়ে আসেন জিব্রাইল আলাইহিসালাম।

আল্লাহ তায়া'লা পূর্ববর্তী নবী-রাসুলের উপর ও আসমানী কিতাব নাজিল করেছিলেন।

কিন্তু কুরআন নাজিলের পর পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ রহিত হয়ে যায় এবং সবার জন্য কুরআন অনুসরণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

দলীল:
১."আর আমি এই কিতাবকে তোমার প্রতি নাযিল করেছি যা নিজেও সত্যতা গুণে বিভূষিত, [এবং]..পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী এবং ঐ সব কিতাবের বিষয়বস্তুর সংরক্ষকও। অতএব তুমি তাদের পারস্পরিক বিষয়ে আল্লাহর অবতারিত এই কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা কর, যা তুমি প্রাপ্ত হয়েছ, তা থেকে বিরত হয়ে তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করোনা, তোমাদের প্রত্যেকের [সম্প্রদায়] জন্য

আমি নির্দিষ্ট শারীয়াহ এবং নির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করেছিলাম। আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে তোমাদের সকলকে একই উম্মাহ করে দিতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি এ কারণে যে, যে দ্বীন তিনি তোমাদেরকে প্রদান করেছেন তাতে তোমাদের সকলকে পরীক্ষা করবেন, সুতরাং তোমরা কল্যাণকর বিষয়সমূহের দিকে ধাবিত হও; তোমাদের সকলকে আল্লাহরই নিকটে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তখন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন যে বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করছিলে।"[কুরআন ০৫:৪৮]

২.ইমাম ইবনু হাযম রাহিমাহুল্লাহ বলেন," যে বিষয়ে ইসলামি শরিয়াহ এর কোন দলিল [কুরআনের আয়াত বা হাদিস] নেই এমন বিষয়েও যদি কেউ তাওরাত কিংবা ইঞ্জিল দ্বারা বিচার করে, তবে সে একজন কাফির মুশরিক। ইসলামে তার জন্য কোন জায়গা নেই। আর এ ব্যাপারে ফক্বিহগণের ইজমা আছে।"[ইহকাম আল আহকাম ফি উসুল আল আহকাম]

তাছাড়া আহলে কিতাবরা তাদের ধর্মগ্রন্থগুলোর বিকৃতি ঘটিয়েছে এবং নিজেরা পরিবর্তন করে তা ভিন্নরূপে উপস্থাপন করেছে।

⬛কাফির-মুশরিকদের সাথে আচরণ:

মুশরিকরা নাপাক এবং তারা আল্লাহ তায়া'লার সাথে শরীক স্থাপন করে। কিভাবে একজন মুসলিম পারে তার রবের সাথে শরীককারীর সাথে বন্ধুত্ব করতে?

কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা মানে আল ওয়ালা ওয়াল বারার লঙ্ঘন কেননা আমরা কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য আদিষ্ট।

দলীল:
১."যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেনা এবং কিয়ামাত দিনের প্রতিও না, এবং ঐ বস্তুগুলিকে হারাম মনে করেনা যেগুলিকে আল্লাহ ও তার রাসূল হারাম বলেছেন, আর সত্য ধর্ম [অর্থাৎ ইসলাম] গ্রহণ করেনা, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো যে

পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে প্রজারূপে জিযিয়া দিতে স্বীকার করে।"[কুরআন ০৯:২৯]

🔲ইন্টারফেইথে বিশ্বাসী এবং আহবানকারীর বিধান:

ইন্টারফেইথে বিশ্বাস করা এবং এর দিকে আহবান করা নিকৃষ্ট রিদ্দাহ। যে জেনে বুঝে তা বিশ্বাস করবে অথবা এর দিকে আহবান করবে কিংবা তা সঠিক মনে করবে সে নিঃসন্দেহে কাফির।

কেননা-
১.তা ইসলামের মৌলিক নীতিসমূহের সাথে সাংঘর্ষিক।

২.আল্লাহর শরীক স্থাপন করার বিশ্বাস।

৩.কুরআন এবং সুন্নাহ কে অস্বীকার, ইত্যাদি।

তাছাড়া একজন মুসলিমের দায়িত্ব হলো কাফিরকে ইসলামের দিকে আহবান করা যা কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

🔲ইন্টারফেইথ নিয়ে শাইখ সুলায়মান আল আলওয়ান এর বক্তব্য:

এবং যারা মুসলিম এবং ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুশরিকদেরকে মধ্যে পার্থক্য করে না এবং এই এই পার্থক্যের তীব্র বিরোধিতা করে তারা মুসলিম নয় যদিওবা তারা দিনে ১০০০ বার লা ইলাহা ইল্লালাহ বলে। তারা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করেছে এবং হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল বানিয়েছে, এবং তারা কাফির ও জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে তাকফির করে না।

ইসলাম হলো আল্লাহর তাওহীদ এবং ইবাদাতে তার একত্ব। এটাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর ঈমান এবং সে যা নিয়ে এসেছে তার অনুসরণ।

ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অবিশ্বাস করে।

মুসলিম এবং কাফিরদের পার্থক্য অনস্বীকার্য এবং সময়ের সাথে তা [এই বিধান] অপরিবর্তনীয়। দ্বীনের[ইসলাম এবং অন্য ভ্রান্ত জীবনব্যবস্থার] এই পার্থক্য যে দূর করতে যায়, সে তাওহীদ ও শির্ককে, ঈমান ও কুফরকে, জান্নাতি ও জাহান্নামি কে এক করতে চায়।
আল্লাহ তাআলা বলেন,"তবে কি আমি মুসলিমদেরকে অবাধ্যদের মতো ই গণ্য করবো? তোমাদের কি হলো? তোমরা কিভাবে ফায়সালা করছো?" [কুরআন ৬৮:৩৫-৩৬]

🔲ইন্টারফেইথ এবং বিভিন্ন মুসলিম দেশ:

কাফিরদের তৈরি এই ফাদে পা দিচ্ছে অনেক মুসলিম এবং ফলশ্রুতিতে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাচ্ছে।

পাকিস্তানে মুশরিক বেরেলভীদের গণ্যমান্য ব্যক্তি তাহির উল কাদরী ও ইন্টারফেইথে বিশ্বাসী এবং জড়িত।

বাংলাদেশের মুভ ফাউন্ডেশন, কতিপয় নামধারী আলিম এবং ইসলামি কন্টেন্ট রাইটার ও এই সুস্পষ্ট কুফরে লিপ্ত!

তাছাড়া বহু মুসলিমপ্রধান দেশগুলোতে এই ফিতনা বাড়ছে।

আল্লাহ তায়া'লা আমাদেরকে ফিতনা হতে রক্ষা করুন এবং মিল্লাতে ইব্রাহিমের উপর অটল রাখুন, আমিন।

আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

📙ঈমান ভঙ্গের ১৯তম কারণ:

যে ব্যক্তি সেক্যুলারিজমকে উত্তম মনে করবে কিংবা তা গ্রহণ করা জায়িয মনে করবে কিংবা জেনেবুঝে সেক্যুলারিজমের প্রসারে কাজ করবে, সে কাফির।

📒ব্যখ্যা:
Secularism[সেক্যুলারিজম] বা ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটির সাথে আমরা মোটামুটি পরিচিত। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা কিংবা অনেকেই এই শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার করে থাকেন। এই ধর্মনিরপেক্ষতা ইসলামের সাথে সম্পুর্ন সাংঘর্ষিক এবং তা একটি কুফরি মতবাদ।

🔲ধর্মনিরপেক্ষতা কি?

ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে বুঝায় ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন কিংবা ধর্মহীনতা বা বস্তুবাদ। জর্জ জ্যাকব নামক এক ইংরেজ সর্বপ্রথম ১৮৪৬ সালে এই "ধর্মনিরপেক্ষতা " শব্দটি ব্যবহার করেন। সে Principles of Secularism এ উল্লেখ করেঃ "ধর্মনিরপেক্ষতা হলো যা শারীরিক, নৈতিক এবং বৌদ্ধিক প্রকৃতির বিকাশ সাধনের জন্য দায়িত্ব হিসেবে যা নাস্তিকতা, আস্তিকতা এবং বাইবেল কে বাদ দিয়ে প্রাকৃতিক নৈতিকতার ব্যবহারিক পর্যাপ্ততাকে প্ররোচিত করে.......।"

লার্নার'স ডিকশনারির মতে ধর্মনিরপেক্ষতা হলো ওই বিশ্বাস যাতে সরকার, শিক্ষা এবং অন্যান্য সামাজিক কর্মকান্ডে ধর্ম কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে না।

ড.ফিল জুকারম্যান ধর্মনিরপেক্ষতাকে ৩ ভাগে ভাগ করেছেন।সাইকোলজি টুডেতে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে তা উল্লেখ করা হয়। তিনটি ভাগ হলো:

১.রাজনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষতা
২.দার্শনগত ধর্মনিরপেক্ষতা
৩.সামাজিক-সাংস্কৃতিক ধর্মনিরপেক্ষতা

রাজনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষতা হলো রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা, দার্শনগত ধর্মনিরপেক্ষতা হলো হলো এমন চিন্তাধারা যা সর্বদা ধর্মকে ভুল হিসেবে দেখে এবং এর বিরুদ্ধে লিখালিখি করে, আর সামাজিক সাংস্কৃতিক ধর্মনিরপেক্ষতা হলো সমাজে ধর্মীয় প্রভাব হ্রাস করে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রভাব প্রসার করা।

Encyclopedia Britannica নামীয় ব্রিটিশ বিশ্বকোষে Atheism বা নাস্তিকতা শিরোনামের অধীন Secularism এর আলোচনা এসেছে। তাতে Atheism তথা নাস্তিকতাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছেঃ ১. তাত্বিক নাস্তিকতা এবং ২.ব্যবহারিক নাস্তিকতা। ব্রিটেনিকার মতে সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা হলো ব্যবহারিক নাস্তিকতার অন্তর্ভুক্ত।

বিভিন্ন ডিকশনারি এবং দার্শনিকের মতানুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হলো মূলত সমাজ এবং রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করার মতবাদ। সকল রাষ্ট্রীয় কাজ যেমন: বিচার, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এর উদ্দেশ্য।

🔲ধর্মনিরপেক্ষতা কি আসলেই বৈজ্ঞানিক মতবাদ?

এটা কখনোই বৈজ্ঞানিক মতবাদ নয়। এটার ভিত্তি ই হলো মানুষের মস্তিকপ্রসূত বুদ্ধি বা জ্ঞান। এর মূল উদ্দেশ্য হলো সবকিছু থেকে ধর্মকে আলাদা করা। ধর্মনিরপেক্ষতা মূলত গড়ে ওঠে বস্তুবাদী স্বার্থের জন্য এবং তা প্রসারের জন্য। মোট কথা হলো সেক্যুলাররা যতই বিজ্ঞানের নাম জপুক, তাদের সাথে বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই।

🔲ইসলাম বনাম ধর্মনিরপেক্ষতা:

ইসলামের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতা নামক ভ্রান্ত মতবাদ সম্পূর্ন সাংঘর্ষিক। নিজে তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

⬛১. রাষ্ট্র থেকে ধর্মের বিচ্ছিন্নতা:

ইসলাম ই একমাত্র জীবনব্যবস্থা হোক তা ব্যক্তিগত জীবনে বা রাষ্ট্রে। এর বাইরে সব ধর্ম, মতবাদ বা জীবনব্যবস্থা একদম ই বাতিল। ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম মানবো আর রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে মানবো না - এটা ভুল এবং সুস্পষ্ট কুফর। ইসলাম সম্পুর্ন জীবনব্যবস্থা হিসেবে আমাদের নিকট এসেছে এবং এটাই চূড়ান্ত।

দলীল:
ক.আল্লাহ তায়া'লা বলেন,"হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ করো।"[কুরআন ০২:২০৮]

খ.আল্লাহ তায়া'লা বলেন,"তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখো আর কিছু অংশ অস্বীকার করো? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্চনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফেল নন।"[কুরআন ০২:৮৫]

গ.আল্লাহ তায়া'লা বলেন,"তোমার রবের পক্ষ থেকে যা তোমার[রাসুল]প্রতি নাযিল করা হয়েছে তুমি তা অনুসরণ কর এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবক অথবা সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করো না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।"! [কুরআন ০৭:০৩]

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে ইসলাম ই একমাত্র জীবনব্যবস্থা এবং সর্বক্ষেত্রে তা মানা আবশ্যক। যে ব্যক্তি এর অপরিহার্যতা অস্বীকার করবে সে কাফির।

যে ব্যক্তি রাষ্ট্র কে দ্বীন ইসলাম থেকে পৃথক করলো, সে যেনো দুই ইলাহের দাবী করলো!

⬛২.ইসলামের অপরিহার্যতা অস্বীকার করা:

ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রীয় বা যেকোনো ক্ষেত্রে ইসলাম কে মানা এবং একমাত্র দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করা অপরিহার্য। যে ব্যক্তি সালাত, যাকাত ইত্যাদিকে ফরজ বিধান হিসেবে মানবে অথচ পর্দা কে ফরজ হিসেবে মানবে না সেও কাফির!
অর্থাৎ জীবনের সুক্ষ্ম কোনো ব্যাপারে ও যদি ইসলাম মানার আবশ্যকতা নিয়ে সন্দেহ হয় কিংবা অস্বীকার করা হয় তাহলে তা সুস্পষ্ট কুফর যা কাউকে মিল্লাতে ইব্রাহিম থেকে বের করে দেয়।

⬛৩.ইসলামি বিচারব্যবস্থা এবং সেক্যুলার আইন:

সেক্যুলার আইনে ইসলামী আইন বা বিধানের তোয়াক্কা করা হয় না বরং মস্তিকপ্রসূত বুদ্ধি বা জ্ঞান দিয়ে বিধান প্রণয়ন এবং বিচার করা হয়। সুস্পষ্ট ইসলাম বিরোধী কাজ এবং কুফর। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়া'লার আইন দিয়ে শাসন করে না কিংবা নিজে বিধান প্রণয়ন করে, সেই ব্যক্তি কাফির এবং তাগুত। বিধান দেবার অধিকার, হালাল - হারাম সাব্যস্ত করার অধিকার কেবল ই আল্লাহর এবং আল্লাহ যা নাজিল করেছেন এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তা মানা আবশ্যক। এগুলোতে অসন্তোষ রাখা কিংবা গাইরুল্লাহর বিধান দিয়ে শাসন করা নির্জলা কুফর।

দলীল:
ক.."বিধান দেয়ার অধিকার শুধু আল্লাহরই।"[কুরআন ১২:৪০]

খ."তার ই কাজ সৃষ্টি করা ও বিধান দেয়া।"[কুরআন ০৭:৫৪]

গ."বিধান তারই, তারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" [কুরআন ২৮:৮৮]

ঘ."কিন্তু না,তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না, যে পর্যন্ত তারা তাদের বিবাদ মীমাংসার ভার তোমার[রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] উপর ন্যস্ত না করে, অতঃপর তোমার ফায়সালার ব্যাপারে তাদের মনে কিছুমাত্র কুন্ঠাবোধ না থাকে, আর তারা তার সামনে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সমর্পণ না করে।"[কুরআন ০৪:৬৫]

৬."আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করেনা, তারাই কাফির।"[কুরআন ০৫:৪৪]

■৪.পাপাচার বৃদ্ধি:

ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদ অনুযায়ী বহু হারাম কে হালাল বানানো যায়, যা সুস্পষ্ট কুফর।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে জিনা, হত্যা,ব্যভিচারসহ বহু পাপাচার অহরহ সংঘটিত হচ্ছে।

উপরোক্ত কারণ সমূহের যেকোনো একটা ই কাউকে ইসলাম থেকে বের করতে সক্ষম। সুতরাং যে ব্যক্তি এই মতবাদ সম্পর্কে জেনেও তা সমর্থন করবে কিংবা তা ভালো মনে করবে বা তার কোনো অংশ কার্যকরী মনে করবে নিঃসন্দেহে সে কুফরে লিপ্ত।

এখন আলোচনা করবো বিভিন্ন সেক্যুলার চিন্তাভাবনার দরুন ঘটা বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে–

■১.সেকযুলার আইনের আদলে ঘরে ওঠা রাষ্টরসমূহে ধর্ষণ, হত্যা, ডিভোর্সের হার দেখলেই এর কুফল অনুমান করা যায়। সেক্যুলার মতের আদলে ঘরে উঠা নারীবাদ আজ নারীকে পণ্য বানাচ্ছে, উলঙ্গ করে রাস্তায় নামাচ্ছে।
মানবতা মানবতা বলে যারা বেশি আওয়াজ করে সেই পশ্চিমা রাষ্ট্রে এবং আমাদের দেশসমূহে হত্যার হার, ধর্ষণের হার,পরকীয়া, তালাকের হার কতো বেশি - তা বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে সুস্পষ্ট।

আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

📙 ঈমান ভঙ্গের ২০ তম কারণ:

যে একুশ শতাব্দীতে ইউরোপ আমেরিকায় জন্ম নেয়া ফেমিনিজমকে সঠিক মনে করবে কিংবা তার প্রসারে কাজ করবে কিংবা ফেমিনিজমের যেসব ব্যাপার ইসলামের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক সেগুলোকে সঠিক এবং যৌক্তিক মনে করবে - সে কাফির।

ব্যখ্যা:

বর্তমান শতাব্দীর একটি বড় ফিতনা হলো নারীবাদ তথা ফ্যামিনিজম[Feminism].

ইসলাম নারীদেরকে প্রাপ্য সম্মান দেয়ার পরেও অনেক মুসলিম মহিলারা কুফরী নারীবাদের দিকে ঝুকছে অথচ ইসলাম নারীকে সম্মানিতা করেছে, প্রাপ্য অধিকার দিয়েছে।

প্রচলিত নারীবাদের কিছু সুস্পষ্ট কুফর:

১.নারীবাদীরা নিজেদেরকে পুরুষের সমান অধিকারযোগ্য হিসেবে চায় অথচ কুরআন বলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"এবং পুত্রসন্তান কন্যাসন্তানের মতো নয়।"[কুরআন ০৩:৩৬]

২.তারা মীরাসের ক্ষেত্রে পুরুষের সমান ভাগ চায় অথচ সুস্পষ্ট নস দ্বারা প্রমাণিত যে, দুজন নারী একজন পুরুষের সমান ভাগ পাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"..এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ।"[কুরআন ০৪:১১]

৩.এদের মতে স্ত্রীর উপর স্বামীর কোনো কতৃত্ব নেই! অথচ আল্লাহ তা'আলা সুরাহ আন নিসার ৩৪ তম আয়াতে বলেছেন যে, পুরুষেরা নারীদের উপর কতৃত্বশীল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"পুরুষেরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন..।"[কুরআন ০৪:৩৪]

৪.নারীবাদীদের মতে স্বামী কতৃক তিন তালাক বেআইনী কিংবা অর্থহীন। তাদের এই কথা, ধারণা নিঃসন্দেহে কুফর।

৫.নারীবাদীদের মতে নারীরা স্বাধীনভাবে বেপর্দা অবস্থায় চলতে পারে, পুরুষদের সাথে মিশতে পারে, পতিতাবৃত্তি দোষের কিছুনা, তারাও পুরুষদের মতো পোষাক পরিধান করতে পারে, নারী একাধিক স্বামী গ্রহণ করতে পারে কিংবা নিজেদের সম্মতিতে বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে।
অথচ ইসলাম এর বিপরীত!

~নারীদের জন্য বেপর্দা অবস্থায় চলাফেরা কিংবা পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশা ইসলামে সম্পুর্ন হারাম।
আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আর মুমিন নারীদেরকে বলুন, যেনো তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেনো তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেনো তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেনো নিজদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবাহ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"[কুরআন ২৪:৩১]

~পতিতাবৃত্তি এবং বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক নিঃসন্দেহে ব্যভিচার এবং হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আর তোমরা ব্যভিচারের কাছে যেয়ো না। নিশ্চয়ই তা অশ্লীল এবং মন্দ পথ।"[কুরআন ১৭:৩২]

~নারী, পুরুষের অনুরূপ সাজতে পারবে না, কেননা তা হারাম। ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,"রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐসব পুরুষকে

লানত করেছেন যারা নারীর বেশ ধরে এবং ঐসব নারীকে যারা পুরুষের বেশ ধরে।"[সহীহ বুখারী]

~নারীর জন্য একসাথে একাধিক স্বামী গ্রহণ হারাম এবং এ ব্যাপারে সমস্ত উম্মাহ একমত।

৬.নারীবাদীদের মতে নারীরা রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবে এবং সেটা বৈধ। অথচ সেটা অকাট্য হারাম। এটা হারাম হবার ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করেন ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী রাহিমাহুল্লাহ।

৭.নারীবাদীরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা আপত্তিকর বলে দাবী করে অথচ কতৃত্ব পুরুষের সেটা আগেও দেখিয়েছি।

তাছাড়া নারীবাদীরা একাধিক বিয়ে অযৌক্তিক এবং বেআইনী দাবী করে এবং এটা নিয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

📙ঈমান ভঙ্গের ২১তম কারণ:

যে ব্যক্তি জেনেবুঝে গণতন্ত্রকে সঠিক মনে করবে কিংবা সঠিক জীবনব্যবস্থা মনে করবে, সে নিঃসন্দেহে কুফরে লিপ্ত।

ব্যখ্যা:
বর্তমানে বিশ্বে প্রচলিত এক ধরণের সরকার ব্যবস্থা হলো গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা। যদিওবা তাত্বিকভাবে এ ব্যবস্থার বহু সুবিধা বর্ণিত রয়েছে কিন্তু বাস্তবিকভাবে গণতন্ত্র একটি স্বতন্ত্র ধর্ম। গণতন্ত্র একটি কুফরি ব্যবস্থা এবং শোষণের একটি মাধ্যম ও বটে।

প্রথমত আমরা আলোচনা করবো গণতন্ত্রের সংজ্ঞা, এর সূত্রপাত নিয়ে এবং দ্বিতীয়ত আলোচনা করবো ইসলামের সাথে এর সাংঘর্ষিক দিক নিয়ে।

🔲গণতন্ত্র কি?

মূলত[তাত্বিকভাবে] গণতন্ত্র বলতে বোঝায় জনগণের শাসন। গণতন্ত্রের ইংরেজি পরিভাষা ডেমোক্রেসি[Democracy] শব্দটির জন্ম গ্রীক শব্দ ডেমোক্রাটিয়া থেকে, যার অর্থ জনগণের শাসন। ডেমোস বা জনগণ এবং ক্রাটিয়া বা ক্ষমতা থেকে ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্র নামটির জন্ম। এথেন্স সহ কিছু প্রাচীন গ্রীক নগর রাষ্ট্রে প্রচলন হয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার। পরবর্তীতে এর সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আব্রাহাম লিংকনের ভাষায়," Government of the people, by the people, for the people ". অর্থাৎ জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য গঠিত সরকার ব্যবস্থা। তাছাড়া ক্লিয়ান, অধ্যাপক গেটেলসহ আরো অনেকেই গণতন্ত্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন।

এখন আলোচনা করবো স্বল্প কিছু ইস্যুতে যা ইসলামের সাথে স্পষ্ট সাংঘর্ষিক এবং কিছু ব্যাপার সুস্পষ্ট কুফর ও বটে। আমার জানা এবং খুবই সাধারণ কিছু ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করবো যা মোটামুটি অনেকেরই জানা।

■১. সকল ক্ষমতার মালিক বা উৎস:

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকল ক্ষমতার মালিক এবং উৎস হলো জনগণ। যা সুস্পষ্ট আল্লাহ তায়া'লার সার্বভৌমত্বে শির্ক। সর্বময় ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়া'লা।

দলীল:
ক.আল্লাহ তায়া'লা বলেন,"রাজত্বে তার কোন শরীক নেই।"[কুরআন ১৭:১১১]

খ.আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেন,"তুমি বলো, হে আল্লাহ, রাজত্বের মালিক, আপনি যাকে চান রাজত্ব দান করেন, আর যার থেকে চান রাজত্ব কেড়ে নেন।"[কুরআন ৩:২৬]

গ.আল্লাহ তায়া'লা বলেন, "বরকতময় তিনি যার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব। আর তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান"।[কুরআন ৬৭:০১]

সুতরাং জনগণ কখনো সর্বময় ক্ষমতার মালিক হতে পারে না। নিতান্ত মানুষ বরই দুর্বল, তার বিন্দুমাত্র সাধ্য নেই রোগ কিংবা মৃত্যুকে আটকানোর। আর না সে সৃষ্টি করতে পারবে এক ইঞ্চি ভূখণ্ড?? কারো কিছুই করার ক্ষমতা নেই, আল্লাহ তায়া'লা ব্যতীত।

■২. আইন বা বিধান প্রনয়ণ এবং হালাল হারাম নির্ধারণ:

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন বা বিধান প্রনয়নের অধিকার পার্লামেন্ট এর। পার্লামেন্ট চাইলে যেকোনো আইন যোগ করতে পারে কিংবা বদলাতে পারে। যে বিধান দেবার অধিকার শুধু আল্লাহ তায়া'লার, তাতে তারা হস্তক্ষেপ করতে পারে। পার্লামেন্ট চাইলে হারাম কে হালাল কিংবা হালাল কে হারাম বানাতে পারে। জনগণের ভোটের উপর ভিত্তি করে পার্লামেন্ট যিনা-ব্যভিচার, সমকামিতা, সুদ, মদ সহ অনেক হারাম কে হালাল করতে পারে এবং আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তার বিপরীতে আইন

প্রণয়ন করতে পারে। অথচ বিধান দেয়া এবং হালাল - হারাম নির্ধারণের অধিকার কেবলই আল্লাহর।

দলীল:
ক.আল্লাহ তায়া'লা বলেন, "শুনে রাখ! সৃষ্টি যার হুকুম চলবে তার।" [কুরআন ০৭:৫৪]

খ.."বিধান দেয়ার অধিকার শুধু আল্লাহরই।"[কুরআন ১২:৪০]

গ. আদি ইবনু হাতিম তাঈ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেনঃআমি গলায় স্বর্ণের ক্রুশ পরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে এলাম। তিনি বললেন,"হে আদি ! তোমার গলা হতে এই প্রতীমা সরিয়ে ফেল।" এই বলে আমি তাকে.... নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করতে শুনলাম [ভাবানুবাদ]: "তারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসারবিরাগীগণকে তাদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে।"[সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত-৩১]। তারপর তিনি বললেন, "তারা অবশ্য তাদের ইবাদাত করত না। তবে তারা[ধর্মযাজকরা] কোন জিনিসকে যখন তাদের জন্য হালাল বলত তখন সেটাকে তারা হালাল বলে মেনে নিত। আবার তারা কোন জিনিসকে যখন তাদের জন্য হারাম বলত তখন নিজেদের জন্য তা হারাম বলে মেনে নিতো।"[তিরমিজি]

এর থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান যে বিধান দেয়ার ক্ষমতা ও অধিকার এবং হালাল-হারাম নির্ধারণ করে দেবার ক্ষমতা ও অধিকার একমাত্র আল্লাহর। যে এতে হস্তক্ষেপ করতে চাইবে কিংবা করবে সে মুশরিক। সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে।

⬛৩. সবার সমান ভোটাধিকার:
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সবার সমান ভোটাধিকার হোক সে মুসলিম, কাফির কিংবা ফাসিক। এ পদ্ধতিতে একজন কাফিরের অধিকার ও একজন মুমিনের অধিকারের সমান এবং একজন ধর্ষকের ভোটাধিকার ও একজন আলিমের ভোটাধিকারের

সমান। মোট কথা এ পদ্ধতির দড়িপাল্লায় মুমিন ও মুশরিকের সমতুল্য, অজ্ঞ ও বিদ্বানের সমতুল্য।
অথচ একজন মুমিনের মূল্য পুরো পৃথিবীর কাফির-মুশরিক এর চেয়ে বেশি!

দলীল:
ক.আল্লাহ তায়া'লা বলেন,"আপনি বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।"[কুরআন ৩৯:০৯]

আর আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন হলো ইসলাম সুতরাং আল্লাহর নিকট মুমিনের মর্যাদা অন্য সবার থেকে বেশি এমনকি পৃথিবীর সবকিছু থেকেও বেশি। মুমিনের একফোটা রক্তের মূল্য সমস্ত কাফিরের রক্তের চেয়েও দামী।

⬛৪.বিচার কিংবা বিরোধ সমাধান:
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিচার চাওয়া হয় সেই সমস্ত তাগুত প্রশাসনের নিকট যারা আল্লাহর বিধান কে না মেনে এবং তা দ্বারা বিচার না করে তাগুতের আসনে সমাসীন হয়ে আছে।
অথচ আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক হলো তাগুত বর্জন করা।

দলীল:
ক.আল্লাহ তায়া'লা বলেন,"আর নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি এ কথা বলে যে, তোমরা শুধু আল্লাহর উপাসনা কর এবং তাগুতকে পরিত্যাগ করো।"[কুরআন ১৬:৩৬]

যে আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান দ্বারা বিচার করবে না সে কাফির, ফাসিক এবং জালিম। আর যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোনো ফয়সালা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিবে না কিংবা নাখোশ হবে, সেও মুসলিম নয়।

⬛৫.জাতীয়তাবাদ:

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জাতীয়তাবাদের ব্যাপক প্রসার ঘটে। যেখানে আমাদের পরিচয় এবং ভ্রাতৃত্ব হতো ঈমানের সেখানে ভ্রাতৃত্ব হয় পতাকার। জাহেলিয়াত এর পতাকাতলে আমরা সমবেত হই, যেখানে সমবেত হবার কথা ছিল কালিমাতুত তাওহীদের পতাকাতলে।
জাতীয়তাবাদ, গোত্র প্রীতি, বংশীয় আভিজাত্য ও অহংকারবোধকে আরবী পরিভাষায় আসাবিয়্যাহ বলা হয়। এই আসাবিয়্যাহ এর কুফল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,"সে আমাদের দলভুক্ত নয় যে আসাবিয়্যাহর কারণে মৃত্যুবরণ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয় যে আসাবিয়্যাহর দিকে আহ্বান করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয় যে আসাবিয়্যাহর কারণে যুদ্ধ করে।"[সুনান আবি দাউদ]

জাতীয়তাবাদ ইসলামে সম্পূর্ন হারাম। এ নিয়ে বহু হাদিস ও আছে। জাতীয়তাবাদ নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনার সময় তা নিয়ে বিশদভাবে বলা হবে ইনশাআল্লাহ।

📚গণতন্ত্র নিয়ে কিছু আলিমের ফাতাওয়া[বাংলায় অনূদিত]-

⬛১.ইসলামের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র, শায়খ সালিহ আল মুনাজ্জিদ ফাঃআঃ -
https://islamqa.info/bn/answers/98134/
ফাতওয়া:

আলহামদুলিল্লাহ।
এক:

ডেমোক্রেসি [গণতন্ত্র]আরবী শব্দ নয়। এটি গ্রীক ভাষার শব্দ। দুটি শব্দের সমন্বয়ে শব্দটি গঠিত: Demos অর্থ- সাধারণ মানুষ বা জনগণ। আর দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছে-KRATIA অর্থ- শাসন। অতএব, ডেমোক্রেসি শব্দের অর্থ হচ্ছে- সাধারণ মানুষের শাসন অথবা জনগণের শাসন।

দুই:

গণতন্ত্র ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক একটি তন্ত্র। এই তন্ত্রে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জনগণের হাতে অথবা তাদের নিযুক্ত প্রতিনিধি [পার্লামেন্ট সদস্য] এর হাতে অর্পণ করা হয়। তাই এ তন্ত্রের মাধ্যমে গায়রুল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়; বরং জনগণ ও জনপ্রতিনিধির শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ তন্ত্রে জনপ্রতিনিধিদের সকলে একমত হওয়ার দরকার নেই। বরং অধিকাংশ সদস্য একমত হওয়ার মাধ্যমে এমন সব আইন জারী করা যায় জনগণ যেসব আইন মেনে চলতে বাধ্য; এমনকি সে আইন যদি মানব প্রকৃতি, ধর্ম, বিবেক ইত্যাদির সাথে সাংঘর্ষিক হয় তবুও। উদাহরণতঃ এই তন্ত্রের অধীনে গর্ভপাত করা, সমকামিতা, সুদি মুনাফার বিধান ইত্যাদি জারী করা হয়েছে। ইসলামি শাসনকে বাতিল করা হয়েছে। ব্যভিচার ও মদ্যপানকে বৈধ করা হয়েছে। বরং এই তন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম ও ইসলামপন্থীদেরকে প্রতিহত করা হয়। অথচ আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে জানিয়েছেন, হুকুম বা শাসনের মালিক একমাত্র তিনি এবং তিনিই হচ্ছেন- উত্তম হুকুমদাতা বা শাসক। পক্ষান্তরে অন্যকে তাঁর শাসনে অংশীদার করা থেকে নিষেধ করেছেন এবং জানিয়েছেন তাঁর চেয়ে উত্তম বিধানদাতা কেউ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"অতএব, হুকুম দেওয়ার অধিকার সুউচ্চ ও সুমহান আল্লাহর জন্য"[সূরা গাফের, আয়াতঃ১২] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,"আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান দেওয়ার অধিকার নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।"[সূরা ইউসুফ, আয়াতঃ৪০] ; আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,"আল্লাহ কি হুকুমদাতাদের শ্রেষ্ঠ নন?"[সূরা ত্বীন, আয়াতঃ০৮] ; তিনি আরও বলেন,"বলুনঃ "তারা কতকাল অবস্থান করেছে- তা আল্লাহই ভাল জানেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গায়েব বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি কত চমৎকার দেখেন ও শোনেন! তিনি ব্যতীত তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। তিনি নিজ হুকুমে কাউকে অংশীদার করান না।"[সূরা কাহাফ, আয়াতঃ ২৬] তিনি আরও বলেন "তারা কি জাহিলিয়াতের হুকুম চায়? বিশ্বাসীদের জন্যে আল্লাহর চেয়ে উত্তম হুকুমদাতা আর কে?"[সূরা মায়িদাহ, আয়াত:৫০]

আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা। তিনি জানেন, কোন বিধান তাদের জন্য উপযুক্ত; কোন বিধান তাদের জন্য উপযুক্ত নয়। সব মানুষের বিবেক-বুদ্ধি, আচার-আচরণ ও অভ্যাস এক রকম নয়। নিজের জন্য কোনটা উপযোগী মানুষ সেটাই তো জানে না; থাকতো অন্যের জন্য কোনটা উপযুক্ত সেটা জানবে। এ কারণে যে দেশগুলোতে

জনগণের প্রণীত আইনে শাসন চলছে সে দেশগুলোতে বিশৃঙ্খলা, চারিত্রিক অবক্ষয়, সামাজিক বিপর্যয় ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

তবে কিছু কিছু দেশে এ তন্ত্রটি নিছক একটি শ্লোগান ছাড়া আর কিছু নয়; যার কোনরূপ বাস্তবতা নেই। এ শ্লোগানের মাধ্যমে জনগণকে ধোঁকা দেয়া উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপ্রধান ও তার সহযোগীরাই হচ্ছে- আসল শাসক এবং জনগণ হচ্ছে তাদের করদ। এর চেয়ে বড় প্রমাণের আর কি প্রয়োজন আছে, শাসকবর্গ যা অপছন্দ করে ডেমোক্রেসিতে যদি এমন কিছু থাকে তখন তারা সেটাকে পায়ের নীচে পিষ্ট করে। নির্বাচনে কারচুপি, স্বাধীনতা হরণ, সত্য কথা বললে টুটি চেপে ধরা ইত্যাদি এমন কিছু বাস্তবতা যা সকলের জানা; এগুলো সাব্যস্ত করার জন্য কোন দলিলের প্রয়োজন নেই। দিনের অস্তিত্ব সাব্যস্ত করার জন্য যদি দলিল লাগে তাহলে বিবেকে আর কিছু ধরবে না।

মাউসুআতুল আদইয়ান ওয়াল মাযাহিব আল-মুআসিরা গ্রন্থ [২/১০৬৬]তে এসেছে-

পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি:
এটি এমন একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যাতে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের নির্বাচনে গঠিত পরিষদের মাধ্যমে জনগণ শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে। এ ব্যবস্থায় জনগণ বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু প্রক্রিয়ায় শাসনকার্যে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখে। সে প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে রয়েছে-

1. ভোট দেওয়ার অধিকার:
জনগণের কতিপয় ব্যক্তিবর্গ কোন একটি আইনের বিস্তারিত বা সংক্ষিপ্ত বিল উত্থাপন করে। এরপর পার্লামেন্ট কমিটি সেটার উপর আলোচনা করে ও ভোট দেয়।

2. গণভোট দেওয়ার অধিকার:
কোন একটি আইন পার্লামেন্টের অনুমোদনের পর জনগণের রায় প্রকাশ করার জন্য পেশ করা।

3। না-ভোট দেওয়ার অধিকার:
কোন একটি আইন প্রকাশ করার নির্দিষ্ট কিছু সময়ের মধ্যে সংবিধান কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক লোকের পক্ষ থেকে এ আইনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানানোর অধিকার। যাতে করে এ আপত্তির ফলে গণভোটের মাধ্যমে সমাধান করা যায়। যদি হ্যাঁ-এর পক্ষে বেশি ভোট পড়ে তাহলে আইনটি কার্যকর করা হয়। আর যদি না-এর পক্ষে বেশি ভোট পড়ে তাহলে সেটি বাতিল করা হয়। বর্তমানে প্রায় সকল সংবিধান এ নিয়মে চলছে। কোন সন্দেহ নেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা আল্লাহর আনুগত্য ও আইনপ্রণয়ন অধিকারের ক্ষেত্রে একটি নব্য শিরকের স্বরূপমাত্র। যেহেতু এ প্রক্রিয়ায় স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহর আইন প্রণয়ন করার একক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করা হয় এবং মাখলুককে এ অধিকার প্রদান করা হয়। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন,"তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কিছু নামের ইবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেওয়ার অধিকার নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।"[সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৫৭] [সমাপ্ত]

তিন:

অনেক মানুষ ধারণা করে, ডেমোক্রেসি মানে- স্বাধীনতা, মুক্ততা! এটি একটি ভুল ধারণা। যদিও "স্বাধীনতা" ডেমোক্রেসির উদ্ভাবিত একটি পণ্য। আমরা এখানে স্বাধীনতা বলতে বুঝাতে চাই: বিশ্বাসের স্বাধীনতা, চারিত্রিক স্খলনের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা। ইসলামী সমাজের উপর এগুলোর নেতিবাচক প্রভাব অনেক। এ প্রভাব মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে রাসূলগণ, তাদের রিসালাত, কুরআন, সাহাবায়ে কেরামের উপর দোষারোপ করার পর্যায়ে পর্যন্ত পৌঁছে যায়। স্বাধীনতার নামে বেপর্দা, বেহায়াপনা, খারাপ ছবি ও ফিল্ম অনুমোদন দেওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এভাবে এর তালিকা লম্বা হতেই থাকে। এই সবগুলো উম্মাহর দ্বীনদারি ও চরিত্র ধ্বংস করার অপচেষ্টা। পৃথিবীর নানা রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক শাসনের আড়ালে যে স্বাধীনতার দিকে আহ্বান জানায় সে স্বাধীনতা আবার সবক্ষেত্রে নয়। বরং স্বার্থ ও প্রবৃত্তির শিকলে এ স্বাধীনতা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে তারা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুরআনকে দোষারোপ করা অনুমোদন করে; কিন্তু "নাৎসিদের ইহুদি নিধন" নিয়ে কথার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা নিষেধ। বরং যে ব্যক্তি এ হত্যাযজ্ঞকে অস্বীকার করে তাকে শাস্তি দেয়া হয়, জেলে পুরা হয়। অথচ এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা; এটাকে যে কেউ অস্বীকার করতেই পারে।

যদি আসলেই তারা স্বাধীনতার আহ্বায়ক হতো তাহলে তারা ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণকে নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেদেরকে নেয়ার সুযোগ দিল না কেন?! কেনো তারা মুসলমানদের দেশগুলোকে উপনিবেশ বানাল, তাদের দ্বীন ও বিশ্বাস পরিবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করল? ইতালিয়ানরা যখন লিবিয়ার জনগণকে হত্যা করছিল তখন এ স্বাধীনতা কোথায় ছিল? ফ্রান্স যখন আলজেরিয়াতে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছিল অথবা ইতালিয়ানরা মিশরে গণহত্যা চালাচ্ছিল বা আমেরিকানরা যখন আফগান ও ইরাকে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছিল তখন এ স্বাধীনতা কোথায় ছিল?

এসব স্বাধীনতার দাবীদারদের নিকটেও স্বাধীনতা কতগুলো নিয়ম-কানুন দ্বারা শৃঙ্খলিত। যেমন:

1 আইন:

কোনো মানুষের এই অধিকার নেই যে, সে রাস্তাতে সাধারণ চলাচলের বিপরীত দিকে চলবে বা গাড়ী চালাবে। অথবা লাইসেন্স ছাড়া কোন দোকান-পাট খুলবে। যদি সে বলে আমি স্বাধীন; কেউ তার দিকে ভ্রুক্ষেপও করবে না।

2 সামাজিক প্রথা:

উদাহরণতঃ কোনো নারী সুইমিং স্যুট পরে কোন মৃতব্যক্তির শোকাহত বাড়ীতে যেতে পারে না! যদি বলে আমি স্বাধীন, মানুষ তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে, তাড়িয়ে দিবে। কারণ এটি প্রথার বিপরীত।

3 সাধারণ রুচিবোধ:

উদাহরণতঃ কোনো ব্যক্তি মানুষের সামনে বায়ু ত্যাগ করতে পারে না! এমনকি ঢেকুর তুলতে পারে না। যদি সে বলে, আমি স্বাধীন, তাহলে মানুষ তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে।

এখন আমরা বলতে চাই:

তাহলে আমাদের দ্বীনের কেনো এ অধিকার থাকবে না যে, আমাদের স্বাধীনতাকে শৃঙ্খলিত করবে। যেমন- তাদের স্বাধীনতা বেশ কিছু বিষয় দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়েছে যে বিষয়গুলোকে তারা অস্বীকার করতে পারে না?! কোন সন্দেহ নেই ইসলাম যা নিয়ে এসেছে এর মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ ও মানুষের জন্য উপকার। নারীকে বেপর্দা হতে নিষেধ করা, মদপানে বারণ করা, শুকর খেতে নিষেধ করা ইত্যাদি সব মানুষের শারীরিক, মানসিক ও জৈবনিক কল্যাণেই। কিন্তু দ্বীন যদি তাদের স্বাধীনতাকে বিধিবদ্ধ করে তখনি তারা সেটা প্রত্যাখ্যান করে। আর যদি তাদের মত অন্য কোন মানুষ বা অন্য কোন আইনের পক্ষ থেকে আসে তখন তারা বলে "শুনলাম ও মানলাম"।

চার:

কিছু মানুষ ধারণা করে- ডেমোক্রেসি শব্দটা ইসলামে "শুরা" শব্দের প্রতিশব্দ। এটি কয়েকটি কারণে ভুল। কারণগুলো নিম্নরূপ:-

1 শুরা বা পরার্মশ করা হয় নতুন কোন বিষয় নিয়ে, এমন বিষয়ে যে বিষয়ে কুরআন-হাদিসের বক্তব্য সুস্পষ্ট নয়। পক্ষান্তরে "জনগণের শাসন"- এ ধর্মের অকাট্য বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়। এরপর হারামকে হারাম ঘোষণা করা হয় না, হালাল অথবা ওয়াজিবকে হারাম ঘোষণা করা হয়। এসব আইনের বলে মদ বিক্রির বৈধতা দেয়া হয়েছে। ব্যভিচার ও সুদের বৈধতা দেয়া হয়েছে। এসব আইনের মাধ্যমে ইসলামি সংস্থাগুলো ও আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীদের তৎপরতাকে কোণঠাসা করা হয়েছে। এ ধরণের কোণঠাসাকরণ ইসলামি শরী'আহর সাথে সাংঘর্ষিক। শুরা পদ্ধতিতে এমন কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন সুযোগ আছে কি?!

2 শুরা কমিটি গঠিত হয় এমন ব্যক্তিবর্গদের সমন্বয়ে যাদের মধ্যে ফিক্বহ, ইলম, সচেতনতা ও চরিত্র ইত্যাদির একটা উন্নত মান বিদ্যমান থাকে। কারণ চরিত্রহীন ব্যক্তি বা বোকার সাথে পরামর্শ করা যায় না; আর কাফির বা নাস্তিকের সাথে পরামর্শ তো আরও দূরের কথা। পক্ষান্তরে ডেমোক্রেটিক পার্লামেন্টে পূর্বোক্ত গুণগুলোর কোন বিবেচনা নেই। একজন কাফির, দুর্নীতিবাজ, নির্বোধ ব্যক্তিও পার্লামেন্ট সদস্য হতে পারবে। সুতরাং শুরার সাথে এ তন্ত্রের কি সম্পর্ক??

3 শাসক শুরার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য নন। হতে পারে শুরা কমিটির একজন সদস্য যে পরামর্শ দিয়েছেন তার দলীলের বলিষ্ঠতার কারণে তিনি সেটাই গ্রহণ করবেন। অন্য সদস্যদের মতামতের পরিবর্তে এই মতকে সঠিক মনে করবেন। পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অধিকাংশ সদস্যের মত চূড়ান্ত মত। জনগণকে এ মত মেনে চলতে হবে।

অতএব, মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে- তাদের দ্বীনকে নিয়ে গৌরববোধ করা, তাদের রবের পক্ষ থেকে দেয়া বিধানের প্রতি আস্থা রাখা; এ বিধান তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে যথেষ্ট এবং আল্লাহর শরী'আহ বিরোধী সকল তন্ত্র-মন্ত্র থেকে নিজের মুক্ততা ঘোষণা করা।

শাসক ও শাসিত সকল মুসলমানের কর্তব্য জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে চলা। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন তন্ত্র বা জীবনপদ্ধতি গ্রহণ করা হারাম। আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে ধর্ম হিসেবে ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী হিসেবে গ্রহণ করার দাবী হচ্ছে- প্রকাশ্যে ও গোপনে ইসলামকে আঁকড়ে ধরা, আল্লাহর শরী'আহকে সম্মান করা, নবীর আদর্শের অনুসরণ করা।

আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি তিনি যেন ইসলামের মাধ্যমে আমাদেরকে শক্তিশালী করেন এবং ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন।

আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

২.গণতন্ত্র ও সংসদে অংশগ্রহণের হুকুম, শায়খ নাসির আল ফাহদ ফা:আ:- http://darulilm.org/2018/03/12/democracy-nasir-fahd/।

ফাতওয়া:
গণতন্ত্র ও সংসদে অংশগ্রহণ করা সম্পর্কে ইসলামের বিধান

~শাইখ নাসির আল ফাহাদ ফাক্কাল্লাহু আসরাহ

শাইখ নাসির ইবন হামদ আল ফাহাদকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল গণতন্ত্রের অর্থ কী? শূরা এবং গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কী? এবং সংসদে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কী হুকুম?

শাইখের জবাব:
গণতন্ত্র হল জনগণের শাসন। যার অর্থ হল আইন প্রণয়ন এবং হালাল হারাম নির্ধারণের অধিকার জনগণের। ঈসা আলাইহিসালাম এর জন্মের আগে প্রাচীন গ্রীসে এর অস্তিত্ব ছিল। ইংরেজ এবং ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে এ ধারণা আরো বিকশিত হতে হতে আজকের অবস্থায় পৌছেছে। এটি নির্জলা কুফর। বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তা'আলার, যার কোন শরীক নেই। যেমনটা তিনি বলেন,"হুকুম দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি কাউকে নিজের সাথে শরীক করেন না।" [সূরা কাহাফ, আয়াত:২৬]

বিয়ে এবং ব্যভিচারের মধ্যে যত পার্থক্য, শূরা এবং গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য তার চেয়েও বেশি। আর সেগুলো কয়েকটি দিক থেকে:

1শূরা শুধু ইজতিহাদি বিষয়ের কেষত্রে হতে পারে, যেগুলোর ব্যাপারে স্পষ্ট কোন নস পাওয়া যায় না। কিন্তু যে বিধানগুলো সুস্পষ্ট, সেগুলোর ব্যাপারে কোন শূরা নেই। অথচ গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে এরকম কোন শর্ত নেই।

2শূরা হল "আহলুল হাল ওয়াল আকদ" এর মধয থেকে যারা ইহসান, ইখলাস এবং দ্বীনদারিতার ব্যাপারে সুপ্রসিদ্ধ, সে সব সালিহ বান্দার জন্য। অথচ গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে

সংসদ হল এমন কিছু লোকদের জন্য যাদেরকে জনগণ নির্বাচিত করে নিজেদের খেয়াল-খুশি ও কামনা অনুযায়ী নিজেদের স্বার্থ পূরণের জন্য, এমনকি তারা যদি সমাজের সর্বনিকৃষ্টও হয়।

3শূরার রায় যে সর্বদা সঠিক হয়, তা নয়। তাই যদি তিনি উত্তম বিকল্প পান, অথবা মান্য না করায় কল্যাণ আছে বলে মনে করেন তাহলে শূরার রায় মানতে ন্যায়বান শাসক বাধ্য নন। অথচ গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে তা ব্যাপারটা বিপরীত। গণতন্ত্রে যে রায় আসবে সেটাই মানতে হবে।

4শূরাতে এমন কোন সিদ্ধান্ত ও আইন নিয়ে আসা হয় না, যা জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। অথচ গণতন্ত্র সিদ্ধান্ত জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয়।

এসব পার্থক্য ছাড়াও গণতন্ত্র এবং শূরার মধ্যে আরও বেশ কিছু পার্থক্য আছে। এই ইস্যুতে বেশ কিছু ভালো বই আছে। সেগুলো পড়লে ব্যাপারগুলো আরো স্পষ্ট হবে। আর বিভিন্ন দিক থেকে সংসদে অংশগ্রহণ করা মারাত্মক মুনকার [মন্দ]বেশ কয়েকটি দিক থেকেঃ

1জনগণের আইনকে স্বীকৃতি দেয়া। সংসদ হল একটি বিধানসভা, যা আইন প্রণয়ণ করে। তাই এতে অংশগ্রহণ করার অর্থ হল, যে সংসদে অংশগ্রহণ করছে সে আল্লাহ ব্যতীত অপর বিধানদাতার স্বীকৃতি দিচ্ছে যা সুস্পষ্ট কুফর। এমনকি ইসলামপন্থীরাও যদি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় এবং সংবিধানকে ইসলাম সম্মত করে তবুও সেটা আল্লাহর বিধান, আল্লাহর আইনের শাসন বলে বিবেচিত হবে না। বরং এটা জনগণের শাসন হিসেবেই বিবেচিত হবে। কারণ এটি করা হয়েছে জনগণের ইচ্ছে অনুযায়ী, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী না। তাই যখন সংসদ সদস্য পরিবর্তন হয়, তখন আইনও বদলে যায়। সুতরাং এটি কখনোই শরীয়াহর শাসন না। শরীয়াহ বাধ্য করে, নিয়ন্ত্রন করে, শর্তহীন শাসন করে। যারা একে অস্বীকার করে তাদেরকে তরবারি দ্বারা আঘাত করে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে। আর এ কাজের আগে আমরা পক্ষ-বিপক্ষের ভোট গুনতে বসি না।

2 এছাড়াও সংসদে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে সংবিধানকে সম্মান করার শপথ করতে হয়, যে সংবিধানটি মূলত কুফর ছাড়া কিছুই নয়। এছাড়াও এর মধ্যে রয়েছে আরো অনেক মুকাফফিরাত। আর এই সংবিধানকে সম্মান করাও কুফর। তাহলে কিভাবে আপনি এই সংবিধানের ওপর শপথ করেন? কিভাবে এ সংবিধানকে সম্মান ও বাস্তবায়নের শপথ করেন?

3 যাদেরকে ইসলামপন্থী বলা হয় তারা সংসদে যাবার জন্য দ্বীনের অনেক বিষয়ের ব্যাপারে ছাড় দেয়, দিয়ে আসছে। কিন্তু সংসদে যাবার জন্য দ্বীনের ব্যাপারে যা কিছু তারা ছাড় দিয়েছে তার ভগ্নাংশও তারা অর্জন করতে পারে নি। বর্তমান অবস্থা খেয়াল করলেই আপনারা তা ভালো করেই বুঝবেন।

শাইখ আহমাদ শাকির রাহিমাহুল্লাহ তার উমদাতুল তাফসীরে আল্লাহর বাণী, "এবং পরামর্শ করো তাদের সাথে"[সূরা আলি ইমরান, আয়াতঃ১৫৯] এর আলোচনায় খুব সুন্দর ভাবে শূরার সাথে গণতন্ত্রের তুলনা করে দেখিয়েছেন। যারা গণতন্ত্রকে শূরার একটি প্রকারভেদ বলে দাবি করে এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের আহবান করে, এখানে শাইখ আহমাদ শাকির তাদের সুন্দর জবাব দিয়েছেন। তাই আমি আপনাদের বলবো শাইখের উমদাতুল তাফসির পড়ে দেখুন। কারণ এতে এমন কথা আছে যা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মত।"

ফাতওয়া সমাপ্ত।

বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দলের বিধান:

1 গণতন্ত্রকে যারা জীবনব্যবস্থা এবং মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে:

গণতন্ত্রকে যারা জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে কিংবা একে ইসলামের উপর প্রাধান্য দেয় তারা নিঃসন্দেহে বড় কুফরে লিপ্ত। কারণ-

~তারা দ্বীন হিসেবে গণতন্ত্রকে আকড়ে ধরে
~মানবরচিত বিধানকে আকড়ে ধরার মতো অকাট্য কুফরে লিপ্ত থাকে

~তাদের অধিকাংশ ই জাতীয়তাবাদ এর মতো হারাম, ইন্টারফেইথের মতো কুফরে লিপ্ত থাকে।

2যারা গণতন্ত্রকে ক্ষমতায় যাবার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে:

যারা গণতন্ত্রকে জীবনব্যবস্থা নয় বরং ক্ষমতায় যাবার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে, তারা ভুলে লিপ্ত কিন্তু কুফরে নয়। অনেক আলিমের মতে ইসলামী শরী'আহর প্রসারের জন্য গণতান্ত্রিক নির্বাচন জায়িয হলেও বাস্তবিকপক্ষে এর কোনো সুফল নেই। এটা মূলত নাজায়িয এবং এর কুফল ই বাস্তবিকভাবে দেখা গেছে। মুহাম্মাদ মুরসীর মুসলিম ব্রাদারহুড এর জ্বলন্ত উদাহরণ!

ইসলামের ব্যানারে যেসব দল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হতে চায় এদের ফলাফল আজ অবধি এগুলো ই দেখা গেছে-

~ক্ষমতায় যাবার হার নিতান্তই অল্প
~ক্ষমতায় গেলো শরী'আহ কায়েম না করা
~কুফরী সিস্টেমে সেভাবে আটকে থাকা যেভাবে মাছি মাকড়সার জালে আটকে পড়ে
~ফাইনালি পতন

এবং এসবের মূল কারণ হলো-

~ক্বি-তাল ছেড়ে দেয়া
~সালাফদের পদ্ধতি থেকে পিছু হটা
~কুফরের সাথে সহনশীল থাকা
~আক্বীদাহর অপর্যাপ্ত জ্ঞান

📜 নির্বাচনে ভোট দেয়ার বিধান:

১.কোনো ইসলামপন্থী দল ক্ষমতায় যেয়ে শরী'আহ কায়েম করতে চাইলে অনেকের মতে ভোট দেয়া জায়িয।

মূলত, ভোটাভুটি নাজায়িয এবং ভুল পদ্ধতি! এবং কুফরের দিকে ধাবিত করে।

২.যদি এমন দলকে নির্বাচিত করার জন্য ভোট দেয়া হয় যারা কুফরির প্রসার ঘটায় বা চায় - এটা কুফর। তবে অজ্ঞতা কিংবা ভুল অপব্যখ্যার সম্মুখীন হয়ে ভোট দিলে সেটা কুফর হবেনা।

মূলত, ভোটাভুটি নাজায়িয এবং ভুল পদ্ধতি! এবং কুফরের দিকে ধাবিত করে।

⬛কাউকে গণতন্ত্রের দিকে আহবান করার বিধান:

নিশ্চয়ই শির্ক এবং কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং এর দিকে আহবান করা কুফর।

⬜বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্রঃ

বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্র কোনো সমাধান ই দিতে পারেনি বরং তা কুফফার এবং শোষকদের একটি হাতিয়ার মাত্র। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে শোষণ করে জনগণকেই। দুর্নীতি, ধর্ষণ, অবাধ যৌনাচার ক্রমশই বৃধি পাচ্ছে। অস্ত্র ব্যবসা এবং এর জন্য বহু অবরোধ এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগেই আছে।
গণতন্ত্র কখনোই কোনো সমাধান দিতে পারবে না বরং শোষণ এবং পাপাচারের মাত্রা বর্গের সমানুপাতিক হারেই বারবে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চোখ বুলালেই দেখা যায় গণতন্ত্র বলে মুখে যাদের ফেনা তারাই আজ শোষক আর অত্যাচারী।

উল্লেখ্য, গণতন্ত্র নিয়ে কেউ ইজতিহাদী ভুলের শিকার হলে তার জন্য ছাড় রয়েছে।

📙 ঈমান ভঙ্গের ২২ তম কারণ:

যে ব্যক্তি পুজিবাদ কিংবা কমিউনিজমকে সঠিক মনে করবে কিংবা সমর্থন করবে কিংবা এগুলোর দিকে আহবান করবে, সে কাফির।

ব্যখ্যা:

⬛ ক্যাপিটালিজম বা পূজিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

১.জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি, যার মূলমন্ত্র হলো আখিরাত বলতে কিছু নেই, তাই দুনিয়াতে উপভোগ করো। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তোমরা লড়াই করো আহলুল কিতাবের সেসব লোকদের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না।"[কুরআন ০৯:২৯]

২. অবাধ আয় ও সুদের প্রসার:
পূজিবাদের প্রধান লক্ষ্য ই হলো উপার্জন করো, এতে অন্যের কি ক্ষতি হলো সেটা ভাবার বিষয় না। বরং মজুদ করে কিংবা অনটনকে কাজে লাগিয়েও বিশাল অর্থ উপার্জন করো, এতে সমস্যা নেই। অথচ অবৈধভাবে উপার্জন করা ইসলামে সম্পুর্ন হারাম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"ধ্বংস যারা পরিমাপে কম দেয় তাদের জন্য।"[কুরআন ৮৩:০১]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অপরের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না; তবে তোমাদের পরস্পর রাজি হয়ে ব্যবসা করা বৈধ।"[কুরআন ০৪:২৯]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"হে মানুষেরা, নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র [বৈধ] ছাড়া কোনো কিছুই কবুল করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনগণকে সেই নির্দেশ দিয়েছেন যে নির্দেশ তিনি নবী ও রাসূলগণকে দিয়েছেন ...

এরপর তিনি একজন মানুষের কথা উল্লেখ করেন, যে ব্যক্তি [হজ্ব, উমরাহ ইত্যাদি পালনের জন্য, আল্লাহর পথে] দীর্ঘ সফরে রত থাকে, ধূলি ধূসরিত দেহ ও এলোমেলো চুল, তার হাত দু'টি আকাশের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে দোয়া করতে থাকে, হে পভু! হে প্রভু! কিন্তু তার খাদ্য হারাম, তার পোশাক হারাম, তার পানীয় হারাম এবং হারাম উপার্জনের জীবিকাতেই তার রক্তমাংশ গড়ে উঠেছে। তার দোয়া কিভাবে কবুল হবে?!"

পূজিবাদে সুদের অবাধ প্রসার বিদ্যমান অথচ ইসলামে সুদ হারাম এবং মারাত্মক গুণাহ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"অথচ আল্লাহ ক্রয়বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।"[কুরআন ০২:২৭৫]

যারা জেনে-বুঝে অবৈধ আয় ও সুদকে বৈধ মনে করে তারা নিঃসন্দেহে কাফির।

৩.যাকাত দেয়ার আবশ্যকতা না থাকা:

পূজিবাদী সমাজে যাকাত দেয়ার আবশ্যকতা নেই। অথচ ইসলামে যাকাত ওয়াজিব এবং যাকাতের বিধান অস্বীকারকারী নিঃসন্দেহে কাফির। কেননা, যাকাতের বিধান অস্বীকারকারী কুরআনের অকাট্য আয়াত ও আহলুস সুন্নাহর ইজমার অস্বীকারকারী। তাছাড়া আবু বকর আস সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জি হা দ করেছেন।

উপরের সবগুলো ই সরাসরি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক এবং কিছু সুস্পষ্ট কুফর।

⬛কমিউনিজম

কমিউনিজম হলো নাস্তিকতা এবং বস্তুবাদীতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা মতবাদ যা মূলত জার্মানীতে কার্ল মার্ক্স এবং এঞ্জেলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে লেনিন ও স্ট্যালিনের মাধ্যমে এর সম্প্রসারণ ঘটে।

⬛এর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১.এর ভিত্তি ই হলো নাস্তিক্যবাদ:
কমিউনিজমের মূল ভিত্তি ই হলো নাস্তিকতা বা কোনো স্রষ্টা নেই বলে বিশ্বাস করা।
তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তোমরা লড়াই করো আহলুল কিতাবের সেসব লোকদের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না।"[কুরআন ০৯:২৯]
আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে? না তারাই স্রষ্টা?"[কুরআন ৫২:৩৫]

২.ব্যক্তিগত সম্পদ ও লাভ অর্জন নিষিদ্ধ:
কমিউনিজম অনুসারে ব্যক্তিগত সম্পদ অর্জন নিষিদ্ধ। অথচ ইসলামে তা হালাল, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। আর অকাট্য হালালকে যে হারাম করবে সে কাফির।

৩.যাকাত দেয়ার আবশ্যকতা নেই:
কমিউনিজম নীতি অনুসারে ব্যক্তিগত সম্পদ রাখা নিষিদ্ধ তাই যাকাতের বিধান ও নেই। অথচ যাকাত অস্বীকার করা নিঃসন্দেহে কুফর। এ নিয়ে আগে আলোচনা করা হয়েছে।

সবগুলো ই সুস্পষ্ট কুফর এবং নিকৃষ্ট কাজ।

আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।